কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

লেখক-পরিচিতি

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর জন্ম হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, ইংলন্ডের অন্তঃপাতী নরফোকের ব্র্যান্ডেনহাম হলে। খুব বেশি উচ্চশিক্ষার সুযোগ ইনি পাননি, ইপ্‌স্‌উইচ-এর গ্রামার স্কুলেই এঁর পড়াশুনার আরম্ভ ও শেষ। সাহিত্যকর্মে কৃতিত্বের পরিচয় যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যান্য বহু বহু সার্থক সাহিত্যিকের মতো হ্যাগার্ডও তা নিজের জীবনে প্রমাণ করে গিয়েছেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে হ্যাগার্ডের কর্মজীবন শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে, স্যার হেনরি বুলওয়ার-এর সেক্রেটারিরূপে। পরের বৎসরই তাঁকে প্রেরণ করা হয় ট্রান্সভালে, স্যার থিওফিলাস শেপস্টোনের সহকারীপদে কাজ করবার জন্য। এইখানে হ্যাগার্ডের কেটে যায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর, আর এই সময়টাতেই তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যসাধনার বহুবিধ মালমশলা। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সুবিদিত বহুবিধ রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী। কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌, শী, আশ্‌শা প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসে এই সবেরই তিনি করেছেন দরাজ এবং নিপুণ ব্যবহার।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আফ্রিকা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান; এবং আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যসাধনায়। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পটভূমিতে লিখিত 'ক্যাটাওয়ে অ্যান্ড হিজ হোয়াইট নেইবার্স্‌' যা কিছু সমাদার লাভ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। পরবর্তী বই 'ডন' ও 'উইচ্‌স হেড'-ও ব্যর্থই হত যদি-না তাদের পিট-প্রকাশিত 'কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌'-এর অপরিসীম জনপ্রিয়তার খানিকটা দ্যুতি পিছন-পানে ঠিকরে গিয়ে তাদেরও উদ্‌ভাসিত করে তুলত। তারপরে তাঁর 'শী', 'অ্যালান কোয়াটারমেইন', 'আশ্‌শা' প্রভৃতি উপন্যাস ধাপে ধাপে হ্যাগার্ডের সাহিত্য-প্রতিভার খ্যাতিকে একেবারে তুঙ্গে উন্নীত করে দিল অল্প সময়ের মধ্যেই। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিভা রাজকীয় স্বীকৃতিতে ধন্য হল, নাইট-উপাধি লাভ করলেন তিনি।

গ্রাম্য সামাজিক সমস্যা এবং কৃষি-নির্ভর জনজীবনকে কেন্দ্র করেও কতকগুলো উপন্যাসে তিনি লিখেছিলেন—'এ ফার্মার্স ইয়্যার', 'রুরাল ইংলন্ড', 'এ গার্ডেনার্স ইয়ার', 'দ্য ডেজ অব মাই লাইফ' ইত্যাদি।

হ্যাগার্ডের মৃত্যু হয় ১৯২৫-এ।

কিং সলোমন্‌স মাইন্‌স্‌

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুর বেলা। রৌদ্রের খর তেজে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর-বন যেন জ্বলছে! সবুজ গাছপালা...ঝোপ-জঙ্গল...সে-রৌদ্রের জলুসে দেখাচ্ছে যেন ঝলমলে মারকত-কুঞ্জ! এই ঘন অরণ্যে পশুর সন্ধানে শিকারে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়! কোথায় তাদের পায়ের দাগ? তবু ক'জন শিকারী চলেছেন...তাঁরা চলেছেন হাতির সন্ধানে। এ-দিকটাতে দল বেঁধে হাতির চলাচল—ওস্তাদ শিকারী আলান কোয়েটারমান বেশ ভালো করেই তা জানেন। তাছাড়া এই সব নুয়ে-পড়া ঝোপ-ঝাড়...বড় গাছগুলোর সদ্য-ভাঙা বিক্ষিপ্ত ডাল-পালা দেখে ত্রাউশ আর অস্তারের মতো নতুন শিকারীরাও বুঝছে, এ পথে খানিক আগে গেছে হাতির পাল! আলান কোয়েটারমান পাকা শিকারী,—তিনি তো বুঝছেনই!

আফ্রিকার ঘন অরণ্য। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি বড়-বড় গাছ। মাঝারি, ছোট-ছোট গাছেরও সংখ্যা নেই...ঘন ঝোপ-ঝাড়। সে-সব ভেদ করে ক'জনে চলেছেন হাতি শিকার করতে। দলের অধিনায়ক আলান কোয়েটারমান।

ও-দু'জনের গাইড হয়ে চলেছেন আলান কোয়েটারমান...ওরা বয়সে যুবা...জাতে জার্মান...খুব ধনী!

শিকারের খুব শখ—তাই তারা এসেছে আফ্রিকার জঙ্গলে। নামজাদা পাকা শিকারী আলান কোয়েটারমানকে বহু অর্থ দক্ষিণা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে হাতি শিকার করবে।

চলতে-চলতে আলান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পিছনে দুই তরুণ শিকারী—তাঁর ঠিক পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে আসছে দু'জনে, দু'বাহু প্রসারিত করে আলানের ভাষাহীন সংকেত—দাঁড়াও।

শিকারীর দলে আছে আলানের চিরানুগত কাফ্রি-ভৃত্য কোয়ালি। আজ আট বছর সে ছায়ার মতো ফিরছে আলানের সঙ্গে সঙ্গে।

আলানের ইঙ্গিতে এরা তিনজনই দাঁড়ালো...এমন নিঃশব্দে...কারো নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় না!

স্তব্ধ অরণ্য...একটা পাখির ডাক শোনা যায় না। কোনো পশুর ডাক বা পত্রপল্লবে পায়ের মৃদু মর্মর-ধ্বনিও নেই! ইঙ্গিতে কোয়ালিকে কাছে টেনে এনে

আঙুল তুলে আলান দেখালেন। কোয়ালি দেখলো প্রভুর নির্দেশে,—খানিক দূরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা...সেখানে এক জলাশয়ের শুষ্ক গহ্বর...পঙ্ক-কর্দমের মাঝে মাঝে একটু একটু জল...সেখানে গাছপালার আড়ালে কতকগুলো হাতি—বড় মাঝারি ছোট সাইজের হাতি। ওদের মধ্যে দুটোর দেহ অতিকায়। এ দুটো হল পালের সর্দার...রক্ষী...আপদে-বিপদে ওদের রক্ষা করে।

ত্রাউশ আর অস্তার দেখলো—দেখে তারা নিস্পন্দ—যেন পাথর বনে গেছে! কোয়ালিকে আলান কি ইঙ্গিত করলেন। সে ইঙ্গিতে কোয়ালি নিঃশব্দে একটু এগিয়ে ঝোপ থেকে ছিঁড়লো একগোছা তাম্বুকি ঘাস...ছিঁড়ে উঁচু করে সেগুলো ছুঁড়লো বাতাসে...ঝুরো-ঝুরো ঘাসগুলো ঝরে মাটিতে পড়লো। দেখে অতি মৃদুভাষে আলান বললেন—হাওয়ার গতি বদলেছে। বলে তিনজনকে ইঙ্গিত করে আলান চললেন ঝোপে-ঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে অতি সতর্ক পায়ে। অতি নিঃশব্দে। সঙ্গীরা চললো তাঁর পিছনে যন্ত্র-চালিতের মতো।

সকলে বন্দুক উঁচিয়ে চলেছেন। তিনজনের হাতেই সবচেয়ে আধুনিক সেরা বন্দুক।...এগিয়ে চারজনে চারদিক দিয়ে ওদের ঘিরে ফেললেন...আলানের তাই নির্দেশ। ত্রাউশ আর অস্তার অক্ষরে-অক্ষরে আলানের নির্দেশ মেনে চলেছে...হাতিগুলো এখন এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরে...বড়ো দুটো বাকিগুলোকে চালাচ্ছে—হুঁশিয়ার সান্ত্রী যেন।...আলান তাকালেন অস্তার আর ত্রাউশের দিকে...তারা তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়।

আলানের চোখে মৃদু ইঙ্গিত...ত্রাউশ গুলি ছুঁড়বে বাঁ-দিককার বড় হাতিটাকে তাগ্ করে—অস্তার ছুঁড়বে ডান-দিকের হাতিকে। আলানের ইঙ্গিতে দু'জনের বন্দুক থেকে একসঙ্গে গুলি ছুটলো। ধুরুম্—ধুম্!

কোথায় কোন ঝোপে, না, গাছের ডালে ছিল এক-ঝাঁক পাখি...বন্দুকের শব্দে আকাশে উড়লো তারা ভীত-ত্রস্ত হয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য...দুটো হাতির গায়েই গুলি লেগেছে। গুলি লাগতেই...সাগরের উত্তাল ঢেউ যেমন কূলে লেগে প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে সাগরের বুকে ফেরে, ও হাতি দুটো শব্দ লক্ষ্য করে তেমনি এদিকে ফিরলো। ফিরে তারা শিকারীদের দেখলো—দেখবামাত্র তারা এলো তেড়ে! আলান এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বন্দুক ছুঁড়লেন...পর পর দুটো গুলি! একটা গুলি লাগলো একটা হাতির মাথায়! তাকে আর চলতে হল না—ঝড়ে ওপড়ানো বড় গাছের মতো সেখানেই সে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো...জলাশয়ের শুকনো মাটিতে। অন্য হাতিটার গায়ে লাগলো গুলি। সে এলো শুঁড় তুলে তেড়ে। দলের অন্য হাতিগুলো তখন ভয়ে যে যেদিকে পারে, ছুটে পালালো। এটা তেড়ে আসছে দেখে, ত্রাউশ আর অস্তার সেখানে একদণ্ড দাঁড়ালো না...আলানের সংকেত-ইঙ্গিতের অপেক্ষামাত্র না করে ফিরে ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে—যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। হাতিটা ততক্ষণে এসে পড়েছে—কোয়ালির হাতে সড়কি—হাতিটাকে

মারবার জন্যে সেই সড়কি—সে ছুঁড়লো সবলে তাকে তাগ্‌ করে। সড়কি বিঁধলো হাতির গায়ে...তবু মরিয়া হয়ে সে এলো ছুটে...কোয়ালি সরে যাবে, তার সময় পেলে না! হাতিটা এসে পড়লো—এসেই শুঁড়ে পাকিয়ে কোয়ালিকে জড়িয়ে ধরলো—আলান তাকে তাগ্‌ করে গুলি ছুঁড়লেন, সে-গুলি হাতির গায়ে লাগবার আগেই হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে জোরে কোয়ালিকে দিলে ছুঁড়ে বড় একখানা পাথরের গায়ে। পাথরে পড়ে কোয়ালি মাথা ভেঙে, হাড়গোড় ভেঙে চক্ষের নিমেষে পিণ্ড পাকিয়ে মরে গেল। হাতিটাও সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো।

এমন চকিতে এ ঘটনা ঘটলো যে চোখে কারো পলক পড়লো না!

আলান এলেন কোয়ালির কাছে। কোনো উপায় নেই! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালির মৃত্যু! আলানের বুকে যেন সাগর গর্জন করে উঠলো—আট বছরের সঙ্গী, বন্ধু ছায়ার মতো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আছে...শয়নে, জাগরণে নিমেষের জন্য সঙ্গ ছাড়েনি—চকিতে সে গেল চলে চির-বিদায় নিয়ে।

হা হুতাশ নিষ্ফল। হাতি দুটো মরেছে—বাকিরা পালিয়েছে। ত্রাউশ আর অস্তার ধীরে ধীরে ফিরে এলো। দু'জনের গুলিই সার্থক হয়েছে। বিজয়ের কি উল্লাস! কিন্তু সে উল্লাস প্রকাশ করা চলে না—সামনে মৃত্যু!...

আলান দুঃখ ভুলে, শোক ভুলে হাতি দুটোর বড় বড় দু-জোড়া দাঁত নিলেন কেটে...সেগুলো দিলেন ওদের হাতে, তারপর কোয়ালির দেহ তিনি তুললেন কাঁধে। এবার ফেরা...

তিনজন নিঃশব্দে এলেন নদীর ঘাটে। সেখানে ছিল তাঁদের ডিঙ্গি। ডিঙ্গিতে মাঝি—আরো সব লোকজন।

ডিঙ্গিতে উঠে ত্রাউশ আর থাকতে পারলো না, বললে—গুড লাক্‌...যাত্রা সফল।

অস্তার বললে—আস্তানায় গিয়ে আগে এ শিকারের কাহিনি লিখে ফেলতে হবে...তার আগে কোনো কাজ নয়।

ডিঙ্গি চললো। মাঝিদের মুখে কথা নেই...লোকজনের মুখে কথা নেই! ত্রাউশ আর অস্তার...দু'জনে বিজয়-উল্লাসে কত কথা কইছে। আলান নির্বাক...নিস্পন্দ...চেয়ে আছেন কোয়ালির পানে—দুঃখে-বেদনায় তাঁর বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

তরুণ ত্রাউশ, তরুণ অস্তার—দুই বন্ধু নিজেদের কৃতিত্বের কথায় মশগুল—ত্রাউশ বললে—দু'জনের প্রথম গুলিই না ফসকে ঠিক গিয়ে লাগলো—সত্যি, কাগজে ছেপে বেরুলে সকলে বলবে, রেকর্ড করেছি!

বন্ধু অস্তার বললে—নিশ্চয়!

দু'জনে ভুলে গেছে আলানের কথা। বন্দুক ছোঁড়া যে আলানের নির্দেশে এবং তিনিই এ হাতি-শিকারে সহায়...তিনি না থাকলে তাদের মতো আনাড়িদের পক্ষে হাতি শিকার স্বপ্ন থেকে যেতো,—এ-কথা দু'জনে প্রায় ভুলে গেছে...আবেগের

মত্ততায়! হাতি দুটোর প্রকাণ্ড দু-জোড়া দাঁত ডিঙ্গিতে...তাদের সামনে...দাঁতের দিকে নজর পড়তে ত্রাউশের মনে হল আলানের কথা। হাতি মরেছে, সে আনন্দে তারা বিভোর! সে-বিহ্বলতার মধ্যে মনে চকিতের খেদ—হায়, হায়, ক্যামেরা সঙ্গে আনেনি! ক্যামেরা আনা উচিত ছিল...ক্যামেরা থাকলে মরা হাতি দুটোর পিঠে দু'জনে চেপে বসতো বিজয়ী-বীরের মতো...পায়ের কাছে পড়ে থাকতো দু'জনের বন্দুক—ক্যামেরায় উঠতো সেই ছবি! সে ছবি কাগজে-কাগজে ছেপে বেরুলে সারা পৃথিবীতে কি কীর্তি না বিঘোষিত হত! এ-কথা দু'জনের কারো মনে হয়নি যে হাতির দাঁত দুটো সংগ্রহ করা চাই! যে প্রকাণ্ড দাঁত, য়ুরোপের বাজারে ও দাঁত বেচে বহু টাকা পাবার সম্ভাবনা! এখন সে কথা মনে হল। কিন্তু বলতে গেলে আলানই হাতি নিপাত করেছেন! তাদের গুলিতে হাতি মরেনি—জখম হয়েছিল শুধু। সেই জখমী দেহে যে-রকম গোঁ-ভরে তেড়ে এসেছিল, সে-মূর্তি দেখে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার জো! আলান তাগ্‌বাগ্‌ জানেন—তাই তিনি সরে না গিয়ে অসম-সাহসে মেজাজী হাতিটাকে...

দু'জনে তাকালো আলানের দিকে...আলান উদাস নয়নে চেয়ে আছেন...ওপারে শ্যামল বনানীর পাড়-টানা কূলের দিকে। নদী তেমন চওড়া নয়, দু-পারের ঘন বনের ছায়ায় জল কালো...নিস্তরঙ্গ...ডিঙ্গি চলেছে...দাঁড়ের ছপছপ শব্দ শুধু! ত্রাউশ বললে—কি ভাবছেন মিস্টার কোয়েটারমান? কোয়ালির কথা?

আলান তাকালেন তাদের পানে, নিশ্বাস ফেলে বললেন—আট বছর আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে...ছায়ার মতো!

কোয়ালির জন্য দু-বন্ধুর মনে ব্যথা-বেদনা তেমন নেই...কালো কাফ্রি...সাদা জাতের দাস্য করতেই ওদের জন্ম! শিকারীর ভৃত্য! শিকারীর যেমন কুকুর থাকে, বাজপাখি থাকে, শিকারে সহায় হয়...বেটক্করে মারা যায়...কোয়ালি তেমনি সেই কুকুরের মতো, বাজপাখির মতো ছিল—মরে গেছে। এমন নিত্য ঘটে! এতে দুঃখে করবার কি আছে!

অস্তার বললে—দাঁতগুলো ক' ফুট করে হবে?

আলান বললেন—পাঁচ ফুট, সাড়ে পাঁচ ফুট করে।

ত্রাউশ বললে—কত দাম হবে?

আলান বললেন—তা বেশ মোটা দাম, তাতে সন্দেহ নেই!

আস্তার বললে—এমন বড় হাতি আপনি অনেক মেরেছেন নিশ্চয়?

মৃদুকণ্ঠে আলান বললেন—তা মেরেছি বৈ কি! শিকার করছি বড় কম দিন নয়তো!

—শিকার কি আপনি এখন ছেড়ে দিয়েছেন?

আলান বললেন—শখ মানুষের কতদিন থাকে? এখন পেশা করি! বসে থাকতে পারি না—যে-সব শিকারী আমার সাহায্য চান—তাঁদের নিয়ে শিকারে বেরুই!

কোথায় কোন জানোয়ার মিলবে, ঘাঁটিগুলো আমার জানা—শিকারীদের মধ্যে যিনি যে জানোয়ার চান, সে-জানোয়ারের ঘাঁটিতে নিয়ে যাই। তাগ্‌বাগ্‌ বাতলে দি—তারপর শিকার চুকলে আবার তাঁদের নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছে দেওয়া—এই এখন আমার কাজ।

ত্রাউশ বললে—বুঝেছি। তবু আপনি শিকারী মানুষ, এই পেশা আর আপনার শিকারের শখ—দুটো এক করে কাজ করা...মানে, তাতে চর্চা থাকে।

আলান এ-কথার জবাব দিলেন না, অন্যদিকে তাকালেন।

আস্তার বললে—বনে বাস করছেন, বনের পশু-পাখির উপর আপনার মমতা জন্মেছে, তাই এখন আর তাদের মারবার জন্য হাত ওঠে না—না?

আলান বললেন—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়! মানুষের সঙ্গেও বহুত মিশলুম—জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গেও মিশেছি, তা থেকে দেখেছি, অনেক বিষয়ে মানুষের চেয়ে জানোয়াররা ঢের ভালো...মানুষের চেয়ে বনের জন্তু-জানোয়ার বেইমানি করে কম।

কথাটা শুনে ত্রাউশ আর আস্তারের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত...তাদের মুখে কথা নেই!

আলান আবার তাকালেন শ্যামল অরণ্য-নিবিড় কূলের দিকে...ডিঙ্গি চলছে স্থির নিস্তরঙ্গ জলের বুক বয়ে...জলে শুধু দাঁড়ের ছপছপ শব্দ...ওদিকে মাথার উপর আকাশের গায়ে সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন...সন্ধ্যা হয় হয়। বেরিয়ো গ্রামের প্রান্তে আলানের গৃহ। আলান গৃহে ফিরে এলেন। ত্রাউশ আর অস্তারকে তাদের ডেরায় পৌঁছে দিয়েছেন আজ সকালে। তাদের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে মাঝিদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে এখন বাড়ি এলেন। হাতির দাঁত দু-জোড়া নিয়ে ত্রাউশ আর অস্তারের মনে অনেকখানি দ্বিধা আর সংশয় জেগেছিল, আলান যদি ও-দুটো না দেন! কিন্তু তারা কোনো কথা বলবার আগেই দাঁত দু-জোড়া আলান তাদের দিয়েছেন নিজে থেকে হাসি-মুখে।

নদী থেকে একটু দূরে অরণ্যের বুকে ছোট বাড়ি।

আলানের জন্ম ইংলণ্ডে। সেখানকার বাড়ি-ঘরের সঙ্গে এ-বাড়ির এতটুকু মিল নেই। এ বাড়ি ছোট—কাঁচা মাটির তৈরি...ইটের চারটে দেয়াল শুধু...সে দেয়ালে চুনকাম করা...দেয়ালগুলোর মাথায় টিনের ছাদ। বাড়িতে তিনখানি ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, সামনে খানিকটা বাগান। এখানকার কাফ্রিদের বাড়িও বোধ হয় এ বাড়ির চেয়ে ভালো।

বাড়ির ফটকে আসবামাত্র তাঁর কাফ্রি-ভৃত্য খিবা এলো ছুটে। ছোকরা

বয়স...ছিপছিপে গড়ন, ভারী কাজের ছেলে। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে তার কি যত্ন! আবলুস কাঠের মতো কুচকুচে কালো দেহের বর্ণ...মাথায় সব সময়ে টকটকে লাল রঙের ফেজ্‌-টুপি। মনিবকে দেখে তার কি আনন্দ! সে ছুটে এলো—এসেই আলানের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে প্রশ্ন করলে—আপনি একা হুজুর? কোয়ালি? কোয়ালি আসেনি?

আলান বললেন,—না, কোয়ালি আর আসবে না, খিবা।

কথাটা খিবা বুঝলো না—প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মনিবের দিকে।

আলান বললেন—কোয়ালি মারা গেছে। হাতির...

আলানের কণ্ঠ রুদ্ধ হল...কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

খিবার দু'চোখ ছলছলিয়ে এলো। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো আলানের দিকে...প্রায় দু-মিনিট...তারপর নিশ্বাস ফেলে খিবা বললে—কোয়ালি মারা গেছে! যে শিকারীরা এসেছিল, তারা আনাড়ি?

—আনাড়ি নয়...আলান বললেন—শৌখিন শিকারীরা যেমন হয়ে থাকে, তেমনি! ওদের দোষ নেই!...তার নসিব! তুমি এক কাজ করো—কোয়ালির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করে খবরটা তাকে দিয়ে এসো। আর তাকে বলো, আমি বড্ড কাতর কোয়ালির জন্য...কাল সকালে আমি গিয়ে কোয়ালির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবো।

খিবা গেল কোয়ালির বাড়িতে, আলান ঢুকলেন ঘরে। ঘর মানে, ছাদের নীচে চারখানা দেওয়ালের আড়াল—তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন...আলো-বাতাস আসে। সামান্য হলেও আসবাবপত্র ভালো। আলানের স্ত্রী বেঁচে থাকতে যেমন পরিপাটি করে সব গুছিয়ে রাখতেন—তাঁর মৃত্যুর পর সে পারিপাট্য বজায় আছে। এ বিষয়ে খিবা ছোকরার আশ্চর্য পটুতা। ঘরের রুচিসম্মত সজ্জা দেখলে তা বোঝা যায়। এ-সব আসবাব...আলানের স্ত্রী কতক কিনেছিলেন...কতক তৈরি করিয়েছিলেন। এ-কালের সাজসজ্জার মধ্যে আছে শুধু একখানি এ-বছরের ১৮১৯ সালের সচিত্র লিথো-ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারখানি আলানের কিশোর পুত্র পাঠিয়েছেন ইংলন্ড থেকে। আলানের একটি ছেলে...কিশোর বয়স। ছেলে আছে ইংলন্ডে...সেখানে সে লেখাপড়া করছে!

ঘরে ঢুকে আলান দাঁড়ালেন ফায়ার-প্লেসের সামনে—খিবা ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বেলে রেখেছে। আগুনের দীপ্তিতে ঘরের মধ্যে আলোর রাঙা আভা। দাঁড়িয়ে গায়ের জ্যাকেট কোট খুলে র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখলেন—তারপর একখানা চেয়ার টেনে সেই চেয়ারে তিনি বসলেন ফায়ার-প্লেসের সামনে।

বসেছেন—সঙ্গে সঙ্গে লোমে ঢাকা দেহ লুলু এসে তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো। বানরী...শিশু বয়স থেকে আলান আর খিবা একে সযত্নে পালন করছেন...লুলুর মা মারা যাওয়া ইস্তক। লুলুর দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ বাড়িতে

তার অবাধ স্বাধীনতা। চেনে বাঁধা বা খাঁচায় পোরা থাকে না কখনো। বাড়ির ছেলেমেয়ের মতো আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে—আদর-সোহাগ পাবার লোভে পাশে পাশে ঘোরে।...ক'দিন পরে আলানকে পেয়ে কি তার আনন্দ! গায়ে মুখ ঘষে, গা শোঁকে, কোলে মাথা রাখে, তারপর দাঁড়িয়ে জুল্‌জুল্‌ করে সে তাকায় আলানের দিকে।

একটা ছোকরা-চাকর এলো ঘরে। তার হাতে চায়ের ট্রে...ট্রেতে চা, দুধ, চিনি আর কিছু ফল। সেগুলো সে টেবিলে রাখছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলো এরিক সাদার্ন...আলানের বন্ধু।

চায়ের ট্রে রেখে বয় চলে গেল—তখন চায়ের পেয়ালা হাতে দুই বন্ধুতে কথাবার্তা।

আলান বললেন—হঠাৎ তোমার আবির্ভাব? কি খবর, বলো?

এরিক বললে—শিকার হল কি রকম?

আলান বললেন—মোটা টাকা ফি পেয়েছি। তবে ক্ষতি যা হয়ে গেছে, টাকায় তা পূরণ হবে না।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ!

সন্ধ্যার আকাশ বিদীর্ণ করে হঠাৎ ভেসে এলো দূর থেকে ঢোল-মাদলের শব্দ...সেই সঙ্গে করুণ সুরে গান। উল্লাসের প্রমত্ত বাজনা নয়...আর্ত রোদনের সুর ও-গানে ও-বাজনায়! আলানের বুক ও-সুরে ব্যথায় টনটন করে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠলেন—এলেন খোলা জানালার ধারে...এসে সেখানে দাঁড়ালেন উৎকর্ণ...উদ্‌গ্রীব!

এরিক বললে—ব্যাপার কি আলান?

নিশ্বাস ফেলে আলান বললেন—কোয়ালিকে হারিয়ে এসেছি এবারে বেরিয়ে। একটা হাতি...কোয়ালির অন্তিম-কৃত্য ঐ...

—কোয়ালি মারা গেছে! আহা হা!...এইটুকু বলে এরিক চুপ করে রইলো।

আলান তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন...বাজনার রোল এগিয়ে আসছে এইদিকে...কান্নার সুর ফেটে পড়ছে ঐ ঢোল-মাদলের আওয়াজে।

এরিক বললে—আমি এক পার্টির কথা বলতে এসেছিলুম—ভালো পার্টি—বহু টাকা দেবে...বিরাট অভিযান...রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার!

আলান তাকালেন এরিকের দিকে, বললেন—দু'দিন সবুর করো। আমার মনটা তেমন ভালো নয়...দেহেও ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছি...কোয়ালির জন্য! জানো, আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না...মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন! অথচ দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখলুম সব—কিছু করতে পারলুম না এরিক...বুঝলে। এমন চকিতে এ ব্যাপার ঘটলো, যেন বাজ পড়ে মৃত্যু...তেমনি অতর্কিতে...চকিতে।

বলতে বলতে আলান এসে চেয়ারে বসলেন, বললেন—মনে হচ্ছে, এমন একা-একা...ভাবছি, ছেলেকে চিঠি লিখি...এখানে সে চলে আসুক।

—পাগল হয়েছো! এরিক বললে—এখানে রেখে তার জীবনটাকে নষ্ট করতে চাও! ছেলেমানুষ এখানে থাকলে সে বুনো হবে, স্রেফ বুনো! দুনিয়ার কিছু জানবে না। ইংরেজের ছেলে...এর পর কারো কাছে পরিচয় দিতে পারবে না যে! তাকে মানুষ হতে দাও! মানুষ হলে তখন দুনিয়ার যেখানে খুশি ছেড়ে দিয়ো! এখন নয়...আর এখানে তাকে আনা চলতেই পারে না!

আলান কোনো জবাব দিলেন না।

এরিক বললে—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝছি। তবু তোমার যত কষ্টই হোক, ছেলের ভবিষ্যৎ...

—হুঁ! দু-মিনিট তিনি চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—ভাবছি, ইংলন্ডেই ফিরি...জন্মের মতো। অনেক দিন থেকে একথা মনে হচ্ছে।

—সেখানে গিয়ে কি করবে, শুনি? এরিক বললে—মুদির দোকান, না মনিহারীর দোকান খুলে বসবে? না, কোনো অফিসে কেরানিগিরি? বলো...

আলান নিরুত্তরে চেয়ে আছেন এরিকের দিকে।

এরিক বললে—একে বলে পাগলামি...স্রেফ খেয়াল। আমি আজ ক'মাস লক্ষ্য করছি, তোমাকে কেমন খেয়ালে পেয়েছে যেন! একেবারে একা নিঃসঙ্গ থাকো...অনেকে এ অবস্থায় পাগল হয়ে যায়।

আলান ভাবছেন নিজের কথা...জীবনের অতীত দিনগুলো কেতাবের খোলা পাতার মতো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠছে যেন! কিশোর বয়সে দেশে থাকতে কি কাজ না করেছেন! তারপর আফ্রিকায় আসা। এখানে বনে বনে শিকার করে কত বছর কাটালেন—এখন শিকারে মন নেই! শিকারীদের গাইড হয়ে তাদের শিকার করানো পেশা...তবু নিঃসঙ্গ বলে নিজেকে মনে হত না কখনো। স্ত্রী ছিলেন পাশে। কোথায় না ছুটে গেছেন দুর্গম অভিযানে! মনে সব সময়ে উৎসাহ। মনে হত, বাড়ি...সেখানে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন স্ত্রী। সে-কথা মনে হবামাত্র কাজে উৎসাহ, মনে উল্লাস, সাহস! এখন কেবলি মনে হয়, কার জন্য...কার জন্য? কাকে বলবো...কে শুনবে আমার অভিযানের কাহিনি? সে কাহিনি শুনতে শুনতে কার দেহ হবে রোমাঞ্চ...দু'চোখ হবে গৌরবে আনন্দে প্রদীপ্ত...কে বলবে, মরণের হাত ফসকে কি করে বেঁচে ফিরেছো!

এরিক বললে—উঁহু, ইংলন্ডে তোমার ফেরা হতে পারে না। এখানে তোমার কি নাম, কত খ্যাতি! তার উপর ব্যবসায় এমন পসার। এ সব তুমি পায়ে মাড়িয়ে চুর করে দিতে পারো না। জগতে যে কাজ করবে, সে কাজ খুব সেরা রকম করা চাই...তাতে খ্যাতি হবে, যশ হবে। কাজে এমন যশ তোমার! আলান কোয়েটারমান—আফ্রিকায় এমন মানুষ নেই, নাম করলে যে চিনবে না! কিন্তু

ইংলন্ডে তুমি কে? লাখো লোকের মধ্যে তুচ্ছ নগণ্য একজন! এখানে তুমি আলান কোয়েটারমান...সাদা জাতের ওস্তাদ শিকারী...বনের বাঘ-সিংহ পর্যন্ত কাঁপে তোমার নামে!

তাচ্ছিল্যভরে আলান বললেন—পাগল! তাতে কি পেলুম জীবনে?

—পাগলামি নয়। এরিক বললে—ভালো কথা, যেজন্য আমি এসেছিলুম...লন্ডন থেকে আজ এসেছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। এঁরা একজন গাইড চান। তোমার নাম শুনেছেন...তোমার সন্ধান করছিলেন। হেনরি কার্টিস—নাম শুনেছো?

ললাট কুঞ্চিত করে আলান তাকালেন এরিকের দিকে। মনের গহনে সন্ধান করলেন চকিতের জন্য। তারপর বললেন—না, মনে পড়ছে না।

তবু চিন্তা করছেন! এরিক বললে—সেই যে প্রায় দেড় বছর হল...

আলান প্রশ্ন করলেন—ইংরেজ?

—হ্যাঁ।

আলান বললেন—ওহো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে...আমাকে ধরেছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে সোজা পশ্চিমে যাবার জন্য—যে-সব অঞ্চলে কোনো সভ্য মানুষ কখনো পদার্পণ করেনি। সম্পূর্ণ অজানা ভুঁই! হুঁ? তাঁকে শুধু খেয়ালী বলি কেন? মাথায় বেশ একটু ছিট্...

উৎসাহ-ভরা কণ্ঠে এরিক বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকের ব্যাপার...

আলান বললেন—আবার তিনি আমার সন্ধান করছেন?

এরিক বললেন—না, তিনি নন।

আলান বললেন—আট মাস হল, আমাকে তিনি একখানা চিঠি লেখেন, না, না, চিঠি তিনি লেখেননি, তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করে আমার নামে একখানা চিঠি আসে। সে প্রায় আট মাস আগেকার কথা।

এরিক বললে—তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তোমাকে এনগেজ করতে চান। তিনি স্বামীর সন্ধান করতে বেরুবেন তোমাকে গাইড করে।

—স্ত্রীলোক! এ-কাজে স্ত্রীলোক হবেন পথের সঙ্গিনী! আলান বললেন—তিনি শিকারী? তাঁর স্বরে একটু শ্লেষ!

এরিক বললে—আমি কিন্তু দু-চারজন মহিলাকে জানি...খাঁটি ইংরেজ মহিলা...শিকারে তাঁদের বেশ পাকা হাত।

বেশ একটু জোর গলায় আলান বললেন—যে মহিলা ট্রাউজার এঁটে কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে বেরোন—তাঁর মাথায় ছিট্ আছে বলেই আমার বিশ্বাস। শৌখিন শিকারীদের নিয়ে বিভ্রাট যা ঘটে, বলবার নয়। এই দু'জন শৌখিন পুরুষ-শিকারীর দরুন যা ঘটলো...এর পর শৌখিন মহিলা-শিকারী! না এরিক, আমাকে এঁদের কাজে ভিড়িয়ো না।

—বেশ, তাঁকে আমি এ-কথা বলবো। এরিক বললে—বলবো, তুমি রাজি নও। আর ইংলন্ডে যদি সত্যিই যেতে চাও...তাহলে কাল একবার আমার অফিসে এসো। তার জন্যে যথাসাধ্য যা করবার, করবো। হয়তো ব্যবস্থা আমি করতে পারবো।...আচ্ছা, আসি। তুমি বড় ক্লান্ত, তার উপর কোয়ালির শোক...আমি বুঝছি। তুমি শুয়ে পড়ো, জেগে চিন্তা করে ফল নেই। ঘুমিয়ে পড়ো...দেহ-মন সুস্থ হবে।

এরিক বিদায় নিয়ে চলে গেল। আলান তেমনি বসে রইলেন—যে চেয়ারে বসে ছিলেন, সেই চেয়ারে। সামনে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে—আলান সেই আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। লুলু কোথায় ছিল, সে এসে আলানের গা-ঘেঁষে লুটিয়ে পড়লো। আদর পেতে চায়। তার দিকে আলানের লক্ষ্য নেই, তাই আকুল হয়ে সে কামনা করছে আলানের কাছ থেকে একটু আদর!...আলান এবার তাকিয়ে আছেন উদাস-নয়নে বাইরে খোলা আকাশের পানে। আফ্রিকার শুষ্ক আকাশ...সে আকাশে এত বড় চাঁদ। চাঁদ যেন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে নীচে আফ্রিকার পানে...বাতাসে ভেসে আসছে যেন কোন স্বপ্নলোকের করুণ রাগিণী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা।

দূর থেকে ভেসে আসছে ঢোল-মাদলের রবে বিলাপের করুণ সুর—তার সঙ্গে মিশে রয়েছে বহুজনের কান্নার রোল। আলান ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মন বেদনায় কাতর।

একটু বেলা হলে আলান চললেন ওদের মহল্লায়। খোলা জায়গা...ক্ষেতে কয়েকজন কাফ্রি ফসলের কাজ করছে। আলান এলেন কোয়ালির কুঁড়েয়। ভিতরে ঢুকতে বুক কেঁপে উঠলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই ছোট্ট আঙিনা। আঙিনায় লোকের ভিড়...পাড়ার লোক...মেয়ে-পুরুষ। বেশি বয়সের মানুষই বেশি। কাল কোয়ালির অন্তিম-কৃত্য গেছে—তারপর সারা রাত ঢোল-মাদল বাজিয়ে এর সুরে সুরে বিলাপ রোদন করেছে, এখন সকলে ক্লান্ত। তারা চেয়ে দেখলো আলানের পানে...কোনো কথা বললে না।

আলান জানালেন দুঃখ-সহানুভূতি। তারপর তিনি দু-পা এগিয়ে ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের সামনে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কালো আবলুস কাঠের নিস্পন্দ মূর্তি! কিশোরীর মূর্তি! নিটোল গড়ন, যেন ছবি! কোয়ালির বৌ। আলান এলেন তার কাছে—মূর্তির চোখের দৃষ্টি ফিরলো আলানের দিকে—মুখে কথা নেই।

পকেট থেকে আলান বার করলেন গোল একখানা ফ্রেম...সে-ফ্রেমে আঁটা তাঁর সঙ্গে কোয়ালির ছবি। সেটা তিনি দিলেন কোয়ালির বৌয়ের হাতে...বললেন—বড় দুঃখের কথা, কোয়ালি নেই—তাকে আর আমরা পাবো না! তার ছবি আছে এতে। তুমি রাখো। তার ছবি দেখে যেটুকু সান্ত্বনা পাও! আর...

আলান দিলেন বৌয়ের হাতে ছোট একটা থলি, বললেন—কিছু টাকা...রাখো। তাছাড়া তোমার খোকা যতদিন না বড় হয়, কাজের লায়েক হয়, আমি আছি...আমি তোমাদের দেখবো।

বৌ দাঁড়িয়ে নিশ্চল পাথরের মতো...দু-চোখের দৃষ্টি শুধু আলানের মুখে...এ কথার কোনো জবাব দিলে না বৌ।

আলান বুঝলেন, শোকে বেচারী ভয়ানক অভিভূত হয়েছে। তিনি জানেন, বৌকে কোয়ালি ভয়ানক ভালোবাসতো। বৌও কোয়ালিকে ভালোবাসতো খুব। বৌয়ের পিছনে ঘরের মেঝেয় কোয়ালির শিশু-পুত্র বসে একটা কাঠের টুকরো মুখে পুরে চুষছে অ-অ কলোচ্ছাস তুলে। আলান ঘরে ঢুকলেন। বুকখানা ধক করে উঠলো। মনে পড়লো নিজের ছেলের কথা—আলানেরও ছেলে আছে। সে ছেলে লন্ডনে—তাঁর কাছ থেকে কত দূরে! কোয়ালির শিশুকে দেখে তিনি আর দাঁড়ালেন না, একটা নিশ্বাস ফেলে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এলেন।

পথে লোকজন...নিত্য-দিনের মতো সকলে যে যার কাজে চলেছে! মৃত্যু যে-গৃহে হানা দেয়, সেই গৃহেই শুধু সব দিকে বিপর্যয় ঘটে! কিন্তু সে-গৃহের বাইরে বিরাট পৃথিবী তার নিত্য-দিনের গতিবশে চলতে থাকে! কোথায় একটা গৃহে কতকগুলো প্রাণে কি ঝড় লাগলো—সেদিকে পৃথিবীর লক্ষ্য থাকে না।

কোয়ালির মহল্লা ছেড়ে আলান এলেন এখানকার বড় রাস্তায়...দোকান-পসার, বাজার-হাট...গোরু-বাছুর নিয়ে কাফ্রির দল মাঠে চলেছে। চারিদিকে জীবনের কলরব।

হাঁটতে হাঁটতে আলান এলেন অফিস-অঞ্চলে...এলেন এরিকের অফিসে। মনের এমন অবস্থা, কিছু ভালো লাগছে না! বেদনার জমাট পাথর যেন বুকখানাকে চেপে ধরেছে—নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে! নিশ্বাস ফেলবার জন্য তিনি তাই এরিকের সান্নিধ্য চান!

অফিসে ঢুকে তিনি এলেন এরিকের কামরায়। কামরায় এরিক কিন্তু একা নয়—এরিকের সামনে বসে অপরিচিত এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। জাতে ইংরেজ...সুপুরুষ, চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান এবং রৈয়স্‌ লোক। তিনি যেন কেমন চিন্তা-মলিন। দেখে আলান বললেন—ব্যস্ত আছো দেখছি। আচ্ছা, আমি একটু পরে আসবো'খন।

এরিক বলে উঠলো—না, না, এসো আলান, বসো।

একখানা চেয়ার টেনে আলান বসলেন সে-চেয়ারে। ও-ভদ্রলোক আলানের দিকে তাকিয়ে আছেন—ওঁর দৃষ্টিতে বেশ কৌতূহল। এরিক বললে—এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলুম কাল। ইনি হলেন মিস্টার গুড। জন গুড। তারপর এরিক দিলে আলানের পরিচয়—ইনি আমার বন্ধু আলান কোয়েটারমান।

এরিক তাকালো আলানের দিকে, বললে—এঁকে তোমার কথা বলেছিলুম...তুমি বলেছো, সন্ধানে বেরিয়ে কোনো ফল হবে না। শুধু হয়রানি...পণ্ডশ্রম।

গুড তাকালেন আলানের দিকে, বললেন—তবু আমার সংকল্প অটল, মিস্টার কোয়েটারমান...আর এইজন্যই ইংলন্ড থেকে এসেছি। আপনি নিশ্চয় কিছু খবর দিতে পারবেন এ সম্বন্ধে...

আলান শুনলেন গুডের কথা। তিনি তাকালেন এরিকের দিকে, বললেন—কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে, একজন মহিলা চান সন্ধানে বেরুতে!

এ-কথার জবাব দিলেন গুড। গুড বললেন—আমারা দু'জন এসেছি। আমি আর আমার বোন এলিজাবেথ কার্টিস...মানে, আপনাকে তাহলে সব কথা বলি, মিস্টার কোয়েটারমান। দু-বছর আগে আমার ভগ্নিপতি—তাঁর নাম হেনরি কার্টিস—তিনি আসেন ইংলন্ড থেকে আফ্রিকায়। তাঁর শেষ চিঠি এই গ্রাম থেকেই আমরা পাই। সে-চিঠিতে তিনি লেখেন—সম্পূর্ণ অজানা মল্লুকে তিনি যাচ্ছেন অভিযানে। তারপর আর কোনো খবর নেই তাঁর।

কথাটা শেষ করে গুড মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন।

আলান বললেন—তাঁর কোনো খবর আমিও জানি না। এখানে তিনি এসেছিলেন আমার কাছে, আমার বেশ মনে আছে...আমাকে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন গাইড হয়ে...আমি তাতে রাজি হইনি।

এই পর্যন্ত বলে আলান চুপ করলেন। গুড নির্বাক, অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন আলানের দিকে। তাঁর দু-চোখে হাজার প্রশ্ন।

আলান বললেন—কোথায় তিনি কি আষাঢ়ে গল্প শুনেছিলেন...আজগুবি রূপকথা...তাই শুনে তিনি আসেন আফ্রিকায়। আফ্রিকার সম্বন্ধে এমন হাজার-হাজার গল্প মানুষ রটনা করে বেড়ায় তো! আফ্রিকার সম্বন্ধে যারা কিছু জানে না, কোনো সন্ধান রাখে না—এ সব আষাঢ়ে গল্প তারাই খুব বেশি বিশ্বাস করে। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন! আলাদীনের প্রদীপের স্বপ্ন! তাছাড়া আর কিছু নয়! এ সব কথা মানুষ বিশ্বাসও করে! আশ্চর্য!

গুড বললেন গম্ভীর কণ্ঠে—স্টানলি...লিভিংস্টোন...এঁরা যে-সব কথা লিখে গেছেন আফ্রিকার সম্বন্ধে, সে-সব কথাও আপনি...

গুডের কথা শেষ হল না...আলান বললেন—এঁদের মধ্যে কেউ নিছক আদর্শবাদী—কেউ বা ভাবুক। আপনার ভগ্নিপতি মিস্টার কার্টিস যে-উদ্দেশ্যে এ অভিযানে বেরুতে চেয়েছিলেন—সে-উদ্দেশ্য আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল। তাঁকে আমি অনেক মানা করেছিলুম।

—কেন? আপনার মানা করবার হেতু?

—হেতু? আলান বললেন—ও-অঞ্চলে কেউ গেছে বলে আমার জানা

নেই...শুনিওনি কখনো কারো মুখে।...কেউ যদি গিয়ে থাকে, সে আর সেখান থেকে ফিরে আসেনি।

—মানে, সেখানকার খবর বলবে, এমন কেউ ফিরে আসেনি এই তো? কিন্তু আপনার কি মনে হয়...কার্টিস বেঁচে আছে?

—থাক' অসম্ভব নয়। কিন্তু বেঁচে থাকলেও সেখানে আটকে বন্দি হয়ে আছেন হয়তো। আবার সেখানকার বুনোরা যদি তাঁকে মেরে ফেলে থাকে শুনি, তাতেও আমি আশ্চর্য হবো না।

গুড চুপ করে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার বোন...তাকে যদি আপনি দেখেন...সে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে মিস্টার কোয়েটারমান! ক'মাস রাত্রে তার ঘুম নেই! জেগে-জেগে কত-কি ভাবে! ভাবতে-ভাবতে চমকে ওঠে! ভয়ে চিৎকার করে ওঠে...যেন চোখের সামনে দেখছে জঙ্গলের বিভীষিকা! আপনি বিশ্বাস করবেন, জেগে-জেগে সে যেন স্বপ্ন দেখে...সব সময়ে...আফ্রিকার গহন-অরণ্যের স্বপ্ন।

আলান শুনলেন। তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই...শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—আপনারা কোনো সন্ধান পেয়েছেন?

গুড বললেন—আমরা আপনাকেই চিঠি লিখেছিলুম...ক'মাস আগে কার্টিসের সম্বন্ধে খবর চেয়ে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি।

আলানের মুখ লজ্জায় রাঙা হল। তিনি বললেন—ক্ষমা করবেন। চিঠিপত্র লেখা...আমার দ্বারা ও-কাজ কখনো হয়ে ওঠে না।

গুড বললেন—আমরা সন্ধান নিয়েছি বৈকি। কিন্তু সকলেই বলেন, এখানে যাঁরা এ-সবের খবর রাখেন, শিকারী মানুষ, তাঁরা ছাড়া এ-খবর আর কেউ দিতে পারবে না। তবে এটুকু খবর পেয়েছি যে কার্টিস এখান থেকে উত্তরে খানিক দূরে গিয়ে তারপর যায় পশ্চিমে...সেদিকে কালুয়ানা বলে জায়গা আছে...অজানা দুর্গম জায়গা...সেখানে যাবে বলে!

আলান বললেন—তাই আপনারা সেই কালুয়ানায় যেতে চান?

—হ্যাঁ।

গুডের দিকে ক'সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আলান একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর উঠে ধীর-পায়ে তিনি দাঁড়ালেন...এরিকের ডেস্কের পিছনে দেয়ালে-টাঙানো আফ্রিকার প্রকাণ্ড ম্যাপ...সেই ম্যাপের সামনে। ম্যাপের গায়ে নানা গণ্ডিটানা অসংখ্য ভাগে ভাগ-করা কতকগুলো অংশ—প্রত্যেকটি অংশে আলাদা-আলাদা রঙের ছোপ...যেন নানা রঙে রঙ-করা কতকগুলো টুকরো জুড়ে ম্যাপখানা তৈরি হয়েছে। ম্যাপের মাঝামাঝি জায়গায় অনেকখানি কালো রঙের ছোপ—সে-ছোপের গায়ে লেখা—গভীর অরণ্যভাগ—এ অরণ্যের শেষ কোথায়, জানা নেই।

ম্যাপখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলান জিজ্ঞাসা করলেন গুডকে—কবে নাগাদ আপনারা বেরুতে চান?

প্রশ্ন করে ম্যাপের সেই কালো ছোপ-লাগানো অংশে আঙুল রেখে আলান বললেন—ম্যাপ দেখছেন, এই সে কালুয়ানা—আর এ-গ্রাম এই এইখানে! এখান থেকে কালুয়ানা যাওয়া...সে কি সহজ ব্যাপার! প্রথম, পথ ভয়ানক দুর্গম। তারপর দ্বিতীয় কথা—ওখানে যাবেন কোথায়? প্রকাণ্ড জায়গা...এত বড় জায়গার কোথায় গেছেন আপনার ভগ্নিপতি...ম্যাপে কতটুকু-বা দেখছেন? আসলে এখান থেকে কালুয়ানা হাজার হাজার মাইল দূরে! কোনো য়ুরোপীয়ান ওখানে যায়নি—যেতে সাহস করেনি! য়ুরোপীয়ান কি, এ-দেশের খুব-বেশি বেপরোয়া কাফ্রিদের মধ্যেও কেউ ওখানে যায়নি—যেতে সাহস করবে না। পথ দুর্গম...অজানা...কত রকমের জন্তু-জানোয়ার আছে...কত জাতের বুনো মানুষ আছে—বাঘ, সিংহ, বুনো হাতির চেয়েও ভয়ানক এসব বুনো জাত। এ-সব ছেড়ে দিলেও, মানে, এখান থেকে বেরিয়ে কোন দিকে কোথা থেকে কোন পথ আপনারা ধরবেন, শুনি?

গুড বললেন—আমার কাছে একখানা ম্যাপ আছে।

বলে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একখানা ম্যাপ বার করে গুড দিলেন আলানের হাতে; দিয়ে বললেন—কার্টিস সব-শেষ যে চিঠি লেখে সে চিঠির সঙ্গে এই ম্যাপখানা পাঠিয়েছিল। এটা হল আসল ম্যাপের নকল-কপি। আসল ম্যাপ তার কাছে। লিখেছিল, একজন পোর্তুগিজ—তার নাম সিলভেস্টার...তার সঙ্গে কার্টিসের ভাব হয়েছিল! পোর্তুগিজটি মারা যাবার সময় এর আসল ম্যাপখানা কার্টিসকে দিয়ে যায়...বলেছিল, এ-ম্যাপ তাদের পরিবারে আছে নাকি তিনশো-বছর ধরে...সিলভেস্টারের কোন পূর্বপুরুষের আমল থেকে! সেই আসল ম্যাপ থেকে নকল করে এই নকলখানা কার্টিস পাঠায় আমাদের কাছে...লন্ডনে। এতে বোধ হয় আপনি জায়গার হদিস পাবেন।

ম্যাপখানা ডেস্কের উপর বিছিয়ে আলান দেখলেন—পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন। দেখে বললেন—কিন্তু এ-সব অঞ্চলে কোনো মানুষ কখনো গেল না—অথচ এ-অঞ্চলের ম্যাপ তৈরি হল কি করে? কালুয়ানা বলে গ্রাম আছে, ঠিক! কিন্তু সে কালুয়ানার ওদিকে কোনো গ্রাম নেই, নদী নেই...যতদূর আমরা জানি। এ ম্যাপে দেখছি, এখানে লেখা—কালুয়ানা গ্রাম। এখান থেকে একটা লাইন টানা দেখছি। এ লাইন এখানে মিশেছে—লেখা দেখছি, মরুভূমি! এখান থেকে লাইন—লেখা দেখছি—জল! তারপর এ-লাইন এসেছে এখানে—লেখা—রানি সেবার পাহাড়! এখান থেকে সেই আঁকাবাঁকা লাইন এই-এই-এই চলেছে—এখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা—কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স্...ডায়ামন্ড মাইনস্...সলোমন রাজার হীরার খনি!

আলানের দু-চোখ বিস্ফারিত। তিনি বললেন—বুঝেছি, এই হীরার খনির সন্ধানেই মিস্টার কার্টিসের অভিযান!

—হয়তো, তাই। গুড দিলেন জবাব।

আলান বললেন—এ-সব গল্প বিশ্বাস করেন? যদি আজগুবি গল্প লাগিয়ে এমন ম্যাপ অনেক টাকা দামে বেচে বহু লোক এখানে অনেক য়ুরোপীয়ানকে ঠকায়। তাদের পেশা এই।...পোর্তুগিজ সিলভেস্টারও তেমনি...

বাধা দিয়ে গুড বললেন—না! সিলভেস্টার এ-ম্যাপ বেচেনি কার্টিসকে—বিনা-দামে দান করে গেছে। তাছাড়া সে তখন মৃত্যুশয্যায়—টাকায় তার কি হবে? হীরা পাওয়া গেলেও সে-হীরা সিলভেস্টার চক্ষে দেখতে পাবে না। হীরা যদি পাওয়া যায়, কার্টিসই তা পাবে! কাজেই পোর্তুগিজের ধাপ্পাবাজির বা আজগুবি গল্প চালাবার হেতু কি, আপনি বলুন?

আলান বললেন—সে-হেতুর সন্ধানে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, মিস্টার গুড। আপনারা চান, আপনাদের এ-অভিযানে আমিও বেরুবো?

গুড বললেন—তাই। আপনাকে গাইড করেই আমরা...

আলান বললেন—কিন্তু এ পাগলামি করবার বয়স আমার নেই...অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও নেই আর! তার উপর আপনাদের শখও বড় কম নয়! এ অভিযানে চলেছেন একজন মহিলাকে নিয়ে! আফ্রিকার বনে! তাও অজানা বন—স্ত্রীলোককে করে সঙ্গিনী! পথে কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে—ভেবে দেখেছেন? জন্তু-জানোয়ারের কথা ছেড়ে দিন! এ অঞ্চলের অনেক বুনো জাতের মানুষ...তারা মানুষ খায়, এ-গল্প শোনেননি? কোনো কেতাবে পড়েননি? আপনার বোন ক্ষেপতে পারেন...মেয়েমানুষ...কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ...এতে তাঁকে প্রশ্রয় দেন কি বলে, তা আমার বুদ্ধির অগোচর।

গুড বললেন—আমার বোন বোঝে, এ-পথে কত বিপদ...তবু তার সংকল্প, সে যাবেই। সেই জন্যই আপনাকে ধরা।

আলান বললেন—কিন্তু আমিও পাগল হইনি তো। না, আমি যাবো না, যেতে পারবো না।

—এর জন্য আপনাকে ফি দেবো—যা বলবেন!

—না। আলান বললেন দৃঢ়কণ্ঠে—সে ফি ভোগ করবে কে? এ-পথে বেরুনো যা, পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাওয়াও তাই। বেঁচে কাকেও ফিরতে হবে না। আমি তো যাবোই না—আপনাদেরও বারণ করছি, যাবেন না! এমন পাগলামি করবেন না!

এ-কথা বলে আলান আর বসলেন না...দাঁড়ালেন না...সেখানে থেকে চলে এলেন।

সন্ধ্যার পর...বাইরে বেশ ঠান্ডা...চারদিক নিঝুম...নিজের ঘরে ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে আলান—হঠাৎ শুনলেন দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ। শব্দ কাছে

এলো...এলো তাঁর বাড়ির সামনে। কে যেন ঘোড়া থেকে নামলো...তারপর বারান্দায় জুতার শব্দ...আলান চেয়ে আছেন দরজার দিকে...দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো এক নারী। তরুণ-বয়সী...অপূর্ব সুন্দরী। ঘরে বাতির অতি-ক্ষীণ আলো...সে আলোয় তেমন স্পষ্ট না হলেও আলান দেখলেন, তরুণীর মাথার চুল—যেন রেশম। চুলের রঙ ঝকঝকে তামার মতো—ঘাড়ে পরিপাটি ছাঁদে বাঁধা কবরী...পরনে ঘোড়সওয়ারের পোশাক...কোটের উপর লম্বা ক্লোক...বেশ দামী শৌখিন।

উঠে দাঁড়িয়ে আলান বললেন—মিসেস্‌ এলিজাবেথ কার্টিস বোধহয়?

—হ্যাঁ। মিসেস্‌ কার্টিস।

—বসুন।

তরুণী বসলো চেয়ারে...আলান বসলেন তার সামনের চেয়ারে।

লুলু এলো...এসে নবাগতাকে দেখে তার কৌতূহল! সে ঘুরে ঘুরে মিসেস্‌ কার্টিসকে দেখছে...তারপর তার গা ঘেঁষে ঘ্রাণ-নেওয়া। ঘ্রাণ-নেওয়া শেষ হয় না! মিসেস্‌ কার্টিস আতঙ্কে নীল!

হেসে আলান বললেন—ওর নাম লুলু। এতটুকু বয়স থেকে আমার কাছে আছে...আমার একমাত্র সঙ্গিনী। আপনার মতো মানুষ কখনো দেখেনি। এমন সুগন্ধ আপনার পোশাকে...আপনাকে ওর খুব ভালো লেগেছে।

মিসেস কার্টিসের আতঙ্ক কাটলো। মৃদু হেসে সে বললে—ভারী চমৎকার তো...সত্যি...বটে!

আলান বললেন—আমি সব কথা শুনেছি...আপনাদের সংকল্পের কথা। আমি বলছি, এ-পাগলামি করবেন না। আপনার ভাইকে বলেছি, এ-কাজে আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো না—যেতে পারবো না।

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—আপনি যে ফি চাইবেন দেবো।

—তার জবাবও আপনার দাদাকে দিয়েছি...যে-টাকা নেবো, সে-টাকা ভোগ করবার অবসর মিলবে না। ওখানে গেলে ফেরা অসম্ভব। মৃত্যু নিশ্চিত।

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—কিন্তু আমার স্বামী...তাঁর কোনো সন্ধান করবো না? সন্ধান পেলে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারবো। তিলে-তিলে তিনি মারা যাবেন—আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকবো? তাঁর উদ্ধারের কোনো উপায় করবো না?

—যে চেষ্টায় কোনো ফল হবে না...তাছাড়া যে চেষ্টায় মৃত্যু নিশ্চিত তা করা সংগত হবে না। ধরুন...আপনি আর আপনার স্বামী বনে ঘুরছেন—আপনার স্বামীকে ধরলো সিংহে...আপনার কাছে অস্ত্র নেই...স্বামী উদ্ধারের জন্য এ-ক্ষেত্রে আপনি সিংহের সঙ্গে লড়তে যাবেন কি ভরসায়?

মিসেস্‌ কার্টিস নিশ্বাস ফেললো, বললে—আপনি বুঝবেন না মিস্টার কোয়েটারমান...আমার স্বামী আর আমি...আমাদের দু'জনের এক মন...এক প্রাণ।

পরস্পরে যদি পরস্পরকে না বিপদে দেখবো, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানো কেন?

—কিন্তু এ-সন্ধানে বেরুনো...স্রেফ পাগলামি!

—তবু আমি যাবো। যদি মরতে হয়, তবু।...কেউ না সঙ্গে যায়, আমি একা যাবো। ঐ ম্যাপ আছে—ম্যাপ দেখে যাবো। পথ ঠিক করতে যদি না পারি...যদি ভুল পথে যাই, তবু আমি যাবো মিস্টার কোয়েটারমান...আমার যাওয়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

—তাহলে আপনি যান। কিন্তু তার জন্যে আমাকেও প্রাণের মায়া বিসর্জন দিতে হবে—এর কোনো মানে হয় না! আপনি যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেতে চান—আমার কর্তব্য, আপনাকে মানা করা! আপনি যদি না শোনেন, আমি কি করতে পারি? আমিও তাই বলে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাবো আপনার সঙ্গে...এ হতে পারে না!

মিসেস্‌ কার্টিস যেন ভেঙে পড়লো! তার দু-চোখ বাষ্পার্দ্র হল...কৃতাঞ্জলিপুটে সে বললে—দয়া! দয়া করুন মিস্টার কোয়েটারমান! আপনার কাছে বড় আশা করে এসেছি...

—কিন্তু আপনি জানেন, এতে কত-রকমের বিপদ আছে? বিশেষ আপনি স্ত্রীলোক...

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—যদি রীতিমতো আয়োজন করে সরঞ্জামপত্র নিয়ে লোকজন নিয়ে যাই—সেই সঙ্গে আপনার মতো গাইড—আপনার বুদ্ধি...আপনার অভিজ্ঞতা...বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকু ভয় করবে না।

আলান বললেন—আপনার সাহস দেখছি, খুব। কিন্তু এ সাহস—এর মানে, আগুনের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, আগুনে তার ভয় নেই, আপনার এ সাহস তেমনি। মানে...এ পথে কত বিপদ-বিভ্রাট, আপনি কিছু জানেন না বলেই...

মিসেস্‌ কার্টিস কোনো জবাব দিলে না—আলানের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, মনে চিন্তার তরঙ্গ...হঠাৎ সে বললে—সাধারণত আপনি ফি নেন কত?

আলান বললেন—সাধারণত দুশো পাউন্ড নিই...আর সমস্ত খরচ-খরচা।

মিসেস্‌ কার্টিসের দু-চোখ প্রদীপ্ত হল। মিসেস্‌ কার্টিস বললে—আমি আপনাকে পাঁচশো পাউন্ড ফি দেবো।

আলানের মুখে মৃদু হাসি। তিনি বললেন—পাঁচশো পাউন্ডের জন্যে জান খোয়ানো? উঁহু...আমি পারবো না।

মিসেস্‌ কার্টিস নিথর নিস্পন্দ—দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ আলানের উপর। দু-মিনিট। তারপর সে বললে—পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবো।

আলানের দু'চোখ বিস্ফারিত হল। তিনি বললেন—অনেক টাকা, মিসেস্‌ কার্টিস। সারা জীবনে আমি যা জমিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি।...এত টাকা আপনি দেবেন?

—দেবো।

আলান কি ভাবলেন—মিনিটখানেক...তারপর বললেন—সন্ধান পাই আর না পাই—তবু দেবেন পাঁচ হাজার? শুধু গেলেই?

—নিশ্চয়।

আলান বললেন—যদি আপনি বিশ-পঁচিশ মাইল গিয়ে বলেন, না, আর যাবো না? যদি ফিরে আসেন? তবু?

—তবু...তবু দেবো। এ টাকার সব...মানে, পাঁচ হাজার পাউন্ড বেরুবার আগেই আমি আপনাকে দেবো। যদি না যাই বা ফিরে আসি, তবু! যদি সন্ধান না পাই—যদি মাঝপথ থেকে ফিরে আসি, ও পাঁচ হাজারের উপর বোনাসস্বরূপ দেবো আরো পাঁচশো—তাছাড়া আপনার সব খরচ-খরচা তো দেবোই! আপনাকে এক পাই খরচ করতে হবে না।

আলান বললেন—বেশ, আমি রাজি। কি জানেন মিসেস্‌ কার্টিস, মৃত্যু এখানে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধরে...নানা ব্যাধির রূপ ধরে! আমার স্ত্রী মারা গেছেন এখানকার কাল-রোগে ছ-বছর আগে। একটি ছেলে—তাকে লন্ডনে রেখেছি...সেখানে লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হবে বলে। এখানে কবে মারা যাবো, ঠিক কি! তাই, মানে ছেলের জন্য সংস্থান...এ পাঁচ হাজার তার জন্যে সেখানকার ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে পারি যদি, আমি মারা গেলেও তার ভবিষ্যৎ মাটি হবে না—সংস্থান থাকবে। মানুষ হবার সুযোগ সে পাবে। পাঁচশো পাউন্ড আরো দেবেন ফিরে এলে...কেমন তো?

মৃদু হেসে মিসেস্‌ কার্টিস বললে—ফিরে আসবো, আশা রাখেন তাহলে?

হেসে আলান বললেন—আশাতেই মানুষ কাজ করে, মিসেস্‌ কার্টিস...নিরাশ হয়েও মানুষ আশা ছাড়তে পারে না কখনো।

—বেশ। কবে তাহলে বেরুতে পারেন? আপনার টাকাটা কালই আমি দেবো...দিয়ে তারপর বেরুবো।

—আয়োজন করতে যেটুকু সময় লাগে...আয়োজন হলেই বেরুবো।

—কি কি আয়োজন তাহলে?

—কাল এরিকের অফিসে যাবেন সকালে। আমি ফর্দ করে নিয়ে যাবো।

—বেশ। আয়োজনের জন্যে খরচ যা লাগবে—তাও আপনি বলবামাত্র দেবো।

তারপর বিদায়। ঘোড়ায় চড়ে মিসেস্‌ কার্টিস বিদায় নিয়ে গেল। আলান বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ...তাঁর মনে চিন্তার তরঙ্গ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিন এরিকের অফিসে সকলের সাক্ষাৎ...আলোচনা। এলিজাবেথ দিলে আলানকে পাঁচ হাজার পাউন্ডের চেক। সে চেক আলান সই করে এরিকের

হাতে দিলেন...বললেন...এ টাকাটা তুমি আমার ছেলের নামে লন্ডনের ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে।

তারপর সরঞ্জামপত্র...সে-সবের ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ। গুডের ইচ্ছা, দু'দিন দেরি করে এঁদের বন্ধুত্ব উপভোগ করে বেরুবেন। কিন্তু মিসেস্‌ কার্টিসের সবুর সইবে না। তার বিষম তাগিদ, এক হপ্তার মধ্যে যদি তৈরি হওয়া যায় তো তার উপর একটি দিন দেরি নয়...সে জন্য বেশি টাকা খরচ হয়, কুছ্‌ পরোয়া নেই। সাজ-সরঞ্জামের জন্য খরচ-বাবদ এলিজাবেথ দিলে আলানের হাতে বেশ মোটা টাকা।

আলানের তখন আর নিশ্বাস ফেলবার সময় রইলো না। ওঁরা যখন ভার দিয়েছেন, তখন হুঁশিয়ার হয়ে ব্যবস্থা করা চাই। অনর্থক কতকগুলো বেশি টাকা নষ্ট করা উচিত নয়...জিনিসপত্র, লোকজন যা নেওয়া হবে—তা কাজের হওয়া চাই। নিজে দেখে-শুনে সব যোগাড় করতে লাগলেন...যা যা দরকার, কোনোটা না বাদ পড়ে।

একখানা বড় ওয়াগন-গাড়ি কিনলেন...বাইশ ফুট লম্বা গাড়ি। সেকেন্ড হ্যান্ড বটে, কিন্তু বেশ মজবুত অথচ হালকা। দাম দিতে হল একশো পঁচিশ পাউন্ড। এ'গাড়ি ক'ক্ষেপ গেছে হীরার খনির অঞ্চলে—গিয়ে অটুট দেহে ফিরে এসেছে। দূরের এক গ্রাম থেকে আলান যোগাড় করলেন দুটি বেশ বড় আর জোয়ান বলদ...গাড়িটা টানবার জন্য। জুলু জাতের বলদ...বেশ চলতে পারে অবিরাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা...। গাড়িতে খুব ভারী মোটঘাট না থাকলে দিনে এরা ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে পারে অবলীলায়।

মনে হল, পাড়ি তো দেবেন...কিন্তু কোথায়? কার্টিসের ম্যাপ দেখে আলানের মনে জাগছে অপরূপ ছবি। ছবির মুল্লুক...দুনিয়ায় সে-মুল্লুকের অস্তিত্ব নেই...তার অস্তিত্ব শুধু কল্পনায়। সে মুল্লুকে কোনো মানুষের পদার্পণ হয়নি কখনো...সে মুল্লুক কেউ চক্ষে দ্যাখেনি!

এরপর ওষুধপত্র সংগ্রহ...জুরজারি, বদহজম, কাটা-ছেঁড়া, সাপের কামড়, বিছার কামড়, মশা-মাছি, বুনো মাকড়সা...কি নেই ও অজানা মুল্লুকে। তাঁবু, অনেক কুলি-বেয়ারা...তারপর অস্ত্রশস্ত্র : ভালো ভালো বন্দুক নেওয়া হল অনেকগুলো, ভারী ব্রীচ-লোডিং ডবল-এইট হাতি-মারা বন্দুক তিনটে—গুলি-বারুদের বোঝা...উইনচেস্টার রিপিট্‌ রাইফেল, পিস্তল, ক'টা ভোজালি, টাঙ্গি, বর্শা, বল্লম, মোটা লাঠি। অর্থাৎ ফর্দ করে সে ফর্দ পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে মিলিয়ে আয়োজন যা হল, তার জোরে বুঝি, সারা দুনিয়া জয় করা চলে।

তারপর যাত্রা...রাজা সলোমনের হীরার খনির উদ্দেশে...কালুয়ানা ছাড়িয়ে কত হাজার মাইল দূরে ঘন-অরণ্য...পাহাড়-পর্বতের আড়ালে এ-খনি আছে, কি নেই—কেউ জানে না! তবু এ যাত্রা সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশের পথে!

যাবার সময় আলান বললেন—একে বলে পাগলের অভিযান!

যাত্রা করে বেরিয়ে...পর পর ক'দিন আনন্দে চলেছেন সকলে...জনতার সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছেন সকলে। নিরাপদ পথ। কোনো কিছু ঘটলো না।

ত্রিশজন কুলি চলেছে সারবন্দি হয়ে...ঘাড়ে রসদপত্র। কুলিদের পিছনে দু-বলদ জোতা ওয়াগন—ওয়াগনে বসে এলিজাবেথ...ওয়াগনের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন আলান আর গুড। আলানের ছোকরা বেয়ারা খিবা চলেছে ওয়াগনের পাশে-পাশে।

তারপর একদিন...তখন বেলা হয়েছে। মাথার উপর দীপ্ত সূর্য প্রখর রৌদ্র বর্ষণ করছে। আলান আর গুড গায়ের জ্যাকেট-কোট খুলে কাঁধে ফেলেছেন। গুড বললেন—আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি কোয়েটারমান। লিজার বাহাদুরি আছে মোদ্দা—আপনাকে আনতে পেরেছে তো।...এলিজাবেথকেই আমি আদর করে 'লিজা' বলে ডাকি।

হেসে আলান বলেন—পাঁচ হাজার পাউন্ডের লোভ সহজ লোভ নয় গুড! পাঁচ হাজার পাউন্ড পেলে মানুষ জাহান্নমে যেতে পারে! এ তো অজানা মুল্লুক...আফ্রিকার জঙ্গল!

গুড বললেন—ভয়ানক জেদী লিজা...যা ধরবে, না করে ছাড়বে না! নিজের মতকে এমন আঁকড়ে থাকে—আর কারো মতে কখনো নিজের মত মেলাবে না, বদলাবে না...এ স্বভাব ওর ছেলেবেলা থেকে। দেখছেন তো ওর ঐ বেশভূষা...যেন ড্রইংরুমে চলেছে...কি, নাচের পার্টিতে। আমি বললুম—চলেছো জঙ্গলে, সেখানে এ পোশাক ঠিক হবে না। তা শুনলো না। আপনি বলুন তো, এ পোশাক কি ঠিক হয়েছে?

—মোটেই না। আলান দিলেন জবাব।

—সে কথা তাহলে ওকে বললেন না কেন?

আলান বললেন—বলবার দরকার বোধ করিনি...তাই বলিনি।

যেতে-যেতে এমনি নানা কথার টুকরো...গুডের কথা শোনবার আগেই এলিজাবেথের বেশভূষা দেখে আলানের অস্বস্তি বোধ হয়েছিল...বিলাসের বেশ, শুধু বাহার! বনে, মরুভূমিতে ঐশ্বর্য দেখাবার এ-কি মোহ! ওঁর এ বেশভূষা দেখলে কুইন ভিক্টোরিয়াও অবাক হয়ে ওঁর পানে চেয়ে থাকতেন!

চলেছেন সকলে...মাথার উপর সূর্য ধীরে-ধীরে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এলিজাবেথ নামলো গাড়ি থেকে।

আলান আর গুড সমস্বরে বললেন—ব্যাপার কি?

এলিজাবেথ বললে—গাড়ি অসহ্য! ভালো লাগছে না, আমিও হেঁটে যাবো তোমাদের সঙ্গে।

গুড বললেন—কিন্তু তোমাকে শুকনো দেখছি লিজা...কষ্ট হচ্ছে?

—না

—তবে?

এলিজাবেথ বললে—গাড়িতে যে-রকম দুলুনি, হাড়ে ব্যথা ধরে গেল!

আলান বললেন—জাহাজও তো দোলে! তখন কি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন?

—জাহাজ আর গাড়ি! জাহাজ চলে জলে—জলে নামা চলে না। গাড়ি চলে ডাঙ্গা-পথে, সে পথে নামা যায় মিস্টার কোয়েটারমান। এ কিছু নয়—রোদে ঝলসে গেছি, এখনি দু-পা চললে ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর হাঁটা...তিনজন হাঁটছেন...আগে আগে লিজা, তারপর গুড, গুডের পিছনে আলান। হঠাৎ আলান লম্বা পা ফেলে ওঁদের আগে এলেন...এসে মিসেস্‌ কার্টিসকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন...মাথা থেকে পা পর্যন্ত। দু-চোখের দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন লিজাকে নিঃশেষে পান করবেন!

লিজা অত্যন্ত বিরক্ত হল। এ-কি অভদ্র অভব্য মানুষ! একজন মহিলাকে এমনভাবে চোখের দৃষ্টিতে...

আলান নড়েন না...এদেরও চলতে দেবেন না। ব্যাপার কি?

গুড অবাক! কিন্তু সে চকিতের জন্য। তারপর গুড বললেন—দাঁড়ালেন যে? চলুন...

এ কথায় আলান সরে দাঁড়ালেন।

লিজা তাকালো গুডের পানে—তার দু-চোখে যেন আগুনের ফুলকি!

গুড বুঝলেন, হেসে বললেন—এখানকার পথে লজ্জাবতী লতা হলে চলবে না লিজা!

আলান মন্তব্য করলেন—ডিসগ্রেসফুল!—তাঁর কণ্ঠে খুব ঝাঁজ।

লিজা চলেছে এগিয়ে—তার পিছনে গুড। আলান থমকে দাঁড়ালেন...দু-মিনিট...তারপর হনহন করে এলেন এগিয়ে...এসে কথা নেই, বার্তা নেই...অত্যন্ত গোঁয়ারের মতো লিজার শিকার-পোশাকের গলার শক্ত বড় কলার...সেটা ধরে সবলে দিলেন টান। সে-টানে কলারটা খসে আলানের হাতে—সেই সঙ্গে পট-পট করে জ্যাকেট-কোটের ক'টা বোতাম গেল ছিঁড়ে। বুকের কাছটা খোলা...জ্যাকেটের নীচে সিল্কের ব্লাউজ...সেই ব্লাউজ বেরিয়ে পড়লো...

দু-চোখে আগুন...লিজা তাকালো আলানের দিকে।

আলানের ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি তখন লিজার কোমরে আঁটা চামড়ার যে টাইট বেল্ট—সেই বেল্টটা ধরে দিলেন সবলে টান। সে টান লিজা সামলাতে পারলো না...আলানের গায়ের উপর পড়ে গেল এবং আলান তখন লিজাকে

এক-হাতে জাপটে ধরে লিজার কোমরের বেল্ট নিলেন খুলে। বললেন—এ পথে এমন আঁটা পোশাক...মারা যাবেন।

লিজা বুঝলো...তার মঙ্গলের জন্য। তা হোক...অচেনা অজানা পুরুষমানুষ...এতখানি তার বেয়াদপি...মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করে এভাবে। কেন, মুখের কথায় বলতে পারতেন না?

আলান বেশ কড়া গলায় বললেন—যান, গাড়িতে উঠুনগে। এ পোশাক চলবে না। গাড়িতে বসুন...আমি পোশাক দিচ্ছি, সে পোশাক পরেন যদি তো আমাদের সঙ্গে হাঁটবেন। নাচের পার্টিতে যাচ্ছেন না...বাহার দিতেও নয়। যান।

লজ্জায় অপমানে লিজার চোখে জল এলো। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

গুড হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, যাও লিজা, কথা শোনো।

গুডের উপর অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করে লিজা গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকলো। খিবাকে দিয়ে পোশাকের বাক্স আনিয়ে সে বাক্স খুলে আলান বার করলেন পুরুষদের পরবার ট্রাউজার্স...লিজা ওয়াগনে ঢুকে সামনে সবুজ রঙের মোটা পর্দা টেনে সাজ-পোশাক বদলাচ্ছে...রাগে আগুন...সেই পর্দা টেনে সরিয়ে আলান দিলেন ভিতরে ছুঁড়ে ট্রাউজার্স।

নিরুপায়! যেরকম অভদ্র মানুষ...কথা না শুনলে কি যে করে বসবে! জ্যাকেটের নীচে সিল্ক-ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে। স্কার্টের, কোমর-বন্ধেরও সেই দশা। সে সাজ ত্যাগ করে পুরুষের পোশাক পরে লিজা এলো গাড়ি থেকে নেমে। আলান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন নতুন সাজ-পোশাক, বললেন—হ্যাঁ, এবার আমাদের সঙ্গে সমানে চলতে পারবেন। অভিযানে যাচ্ছেন,...অথচ, ললিত লবঙ্গলতার সাজ! তা কখনো হয়?

গুড হেসে গড়িয়ে পড়লেন যেন! গুড বললেন—আমি বরাবর বলছি...

তীব্র কণ্ঠে লিজা ধমক দিলে—তুমি চুপ করো।

আলান বললেন—রাগারাগি নয়, বেশ খোশ-মেজাজে চলতে হবে।

গুড বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ঘৃণা লজ্জা আর ভয়...এই তিনটি বর্জন করে চলা! এ পোশাকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে লিজা! না, তামাশা নয়, সত্যি বলছি।

লিজা কোনো জবাব দিলে না।

সকলে চলতে লাগলেন। এ-পোশাক সম্বন্ধে লিজা সম্পূর্ণ উদাসীন। মনে হল, এ-পোশাকেই সই...এখানে যত অসভ্যের বাস, এদের কাছে আবার বিচার-আচার!

খানিকটা যাবার পর আলান আবার এলেন এগিয়ে কাছে।

লিজা চমকে উঠলো! এই রে, আবার কি বেয়াদপি করবে! চোখের কোণ থেকে চকিত দৃষ্টি আলানের উপর। আলান কেমন উন্মাদের মতো চেয়ে আছেন লিজার পানে...লিজার বুকখানা ছাঁত করে উঠলো। গুড চলেছেন আগে আগে...এদিকে ফিরে তাকান না।

অস্ফুটে আলান বললেন—ভাঙা ভাঙা কথা—হুঁ মানে...কিন্তু...হ্যাঁ তাই। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে লিজার ঘাড়ের পাশে আলানের প্রবল চপেটাঘাত। টাল রাখতে না পেরে আর্ত চিৎকার তুলে লিজা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তখনি তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে আলান খানিকটা দূরে এনে নামিয়ে দিলেন। গুড হতভম্ব! প্রশ্ন করলেন—হল কি?

আলান তখন মাটির উপর জুতো দিয়ে চেপে কি একটা পিষতে পিষতে বললেন—একটা বুনো মাকড়সা...এই এত বড়! ভাগ্যে দেখলুম! ভয়ানক বিষ এ মাকড়সার...একটি কামড়ে জ্বলে-ফুলে পাঁচ-ছ'ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু।

গুড শিউরে উঠলেন, বললেন—তারপর?

—পায়ে চেপে নিকেশ করে দিয়েছি। বলে আলান পা সরালেন। গুড তখন দেখেন, প্রায় বিঘত-সাইজের কালো একটা মাকড়সা...মরে পিষে গেছে আলানের জুতোর চাপে। লিজা কী রকম রাগে ফুলছিল—বর্বরটাকে কি-ভাবে শায়েস্তা করা যায় ভাবছিল—মাকড়সা দেখে মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি। সস্মিত দৃষ্টিতে সে তাকালো আলানের দিকে।

গুড বলে উঠলেন—আমি ভয়ানক চমকে উঠেছিলুম! ভাবলুম, লিজা কি বুঝি করছে, তাই কোয়েটারমানের বিরাট চপেটাঘাত! হা-হা-হা!

গুডের এ-বারের এ-হাসিতে লিজার রাগ হল না, সেও হা-হা করে হেসে উঠলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন...সকলে চলেছেন...

অনিবিড় অসংখ্য ছোট-খাট বন...ক'টা মুক্ত প্রান্তর পার হয়ে ক্রমে আফ্রিকার গহন অরণ্যরাজ্যে প্রবেশ। বড় বড় গাছগুলো পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে এমন প্রাচীর গড়ে তুলেছে, মনে হয়, প্রাচীন যুগের বিরাট কোনো দুর্গ। সে জঙ্গল ঠেলে বেশ কষ্ট করে চলতে হয়। লিজা হেঁটেই চলেছে আলান আর গুডের সঙ্গে। মাথার সমান লম্বা লম্বা ঘাস...ঘাসের জঙ্গল একেবারে...সে সব জঙ্গল ঠেলে সকলে চলেছেন।

একদিন সকালবেলা...তিন ঘণ্টা আগে রাতের কালো পর্দা পৃথিবীর বুক থেকে সরে গেছে...হঠাৎ গুডের নজরে পড়লো...খানিক দূরে উঁচু একটা টিপির মতো জায়গায় একটা সিংহ নির্লিপ্তভাবে বসে আছে। দেখবামাত্র গুড থমকে দাঁড়ালেন। বুকের রক্ত চকিতে স্রোতের বেগে মাথায় উঠছে—ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আলানকে...লিজাও দেখলো, দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে বন্দুক বার করছিলেন...আলান নিষেধ করলেন—উঁহু...বন্দুক ছুঁড়বেন না।

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসগুলোর ভিতর থেকে আরো দুটো সিংহ বেরিয়ে...তারাও উঠে বসলো সেই উঁচু ঢিপিতে।

গুড বললেন—আরে ব্যস্‌, তিন-তিনটে! এখনি লাফ দেবে!

—না! খিদে না পেলে সিংহ কখনো জীব-হিংসা করে না।

লিজা বললে—কি করে জানলেন, ওদের খিদে নেই?

আলান বললেন—আপনাকে যদি ওরা না খায়, তাহলে বুঝবেন, ওদের খিদে নেই!

লিজার অভিমান হল। সে বললে—না, তামাশা নয়! সত্যি বলুন না।

আলান বললেন—ওদের অমন নির্লিপ্ত শান্ত ভাব...তাই দেখে বুঝছি, ওদের খিদে নেই, পেট ভরা আছে। ভয় নেই, কিছু করবে না!

তবু ভয় যায় না! কিন্তু আলান যখন বলছেন...উনি এ-সব জানোয়ারের নাড়ী-নক্ষত্র বেশ ভালো করেই জানেন।...সকলে আবার চলতে লাগলেন।

দশ মিনিট চলেছেন...আলান বললেন—ঐ...

আলানের নির্দেশে দু'জনে চেয়ে দেখেন, ক'টা শকুনি!

লিজা বললে—শকুনি। কাছেই কোনো মরা জানোয়ার পড়ে আছে নিশ্চয়! আরো অনেকগুলো ঐ...ঐ উড়ে এসে জড়ো হচ্ছে!

দু'পা এগিয়ে সকলে দেখেন, এত বড় একটা বুনো মহিষের দেহাবশেষ পড়ে আছে, আর সেটাকে ঘিরে শকুনিদের আসর।

আলান বললেন—সিংহরা আহার শেষ করে গেছে...হাড়গোড়গুলো পড়ে আছে...শকুনিরা এসে সে সব সাফ করছে।

লিজা অবাক...আলান এত জানেন!...কেন জানবেন না? চিরকাল জঙ্গলে রয়েছেন, শিকার করেই দিন কাটাচ্ছেন।

এর ক'দিন পরে একদিন রাত্রে ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে পরিচয়! সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবু পড়লো পাশাপাশি। একটু দূরে একটা ডোবা। আলান বললেন—ঐ ডোবায় নানা জানোয়ার আসে রাত্রে জল খেতে। ডোবার পর ঐ বন...ঐ বন থেকে সব আসে। তাই ওধারে তাঁবু ফেলা ঠিক হবে না।

গুড বললেন—রাত্রে তাহলে না ঘুমিয়ে একটু শিকার...

আলান বললেন—না। শিকার করতে আমরা আসিনি—পথে আত্মরক্ষা করা শুধু...কোনো জন্তুকে হিংসা নয়। তাছাড়া রাত্রে পুরোপুরি ঘুম না হলে দিনে পথ চলতে কষ্ট হবে। কাজেই শিকারের কথা মনে আনা চলে না। খেয়ে-দেয়ে নিদ্রা।

তাই হল। একটা তাঁবুতে আলান আর গুড—পাশের তাঁবুতে লিজা...তারপর অন্য তাঁবুগুলোতে ভাগাভাগি করে কুলি-বেয়ারার দল আর খিবা এবং একটা তাঁবুতে ওয়াগনের বলদ দুটি, আর কম্বল মুড়ি দিয়ে সেপাই-সান্ত্রীরা। ঘুম বেশ

গাঢ়...সকলে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যেন বাজ পড়লো। সে শব্দে চমকে সকলের ঘুম গেল ভেঙে।...শশব্যস্তে কম্বল ফেলে দিয়ে গুড উঠলেন দাঁড়িয়ে...বললেন—বাজ পড়লো?

আলান দাঁড়িয়ে তাঁবুর দরজায়...দৃষ্টি বাইরের দিকে...আকাশে একফালি চাঁদ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ওদিকটা অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

আলান বললেন—বাজ নয়, সিংহের গর্জন!

—সিংহ! গুডের দু-চোখ বিস্ফারিত...

কম্বল গায়ে জড়িয়ে এলিজাবেথ উঠে এ-তাঁবুতে এলো। বললে—কি?

আলান বললেন—দেখুন...

গুড এবং লিজা দেখে, জলার পাড়ে ছায়ার মতো দুটো জানোয়ার! একটাকে স্পষ্ট চেনা গেল—সিংহ। আর একটা...

আলান বললেন—শিকার চলেছে।

কিন্তু সে গর্জন আর নেই...বিশ্রী কতকগুলো ঘড়ঘড় শব্দ...দশ-পনেরো মিনিট! তারপর চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ!

আলান বেরুলেন...হাতে বন্দুক।

গুড বললেন—যাবো?

—আসুন।

লিজা বললেন—আমিও যাবো।

আলান বললেন—বেশ, আসুন।

তিনজনে এলেন ডোবার ধারে...কুলি-বেয়ারারাও এলো। এসে সকলে দেখেন, একটা সিংহ আর একটা বড় হরিণ মরে পড়ে আছে। হরিণের দেহের খানিকটা কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে...সিংহের পেটটা গেছে ফেঁসে। সিংহের পেটে হরিণের লম্বা দুটো সিং রয়েছে বিঁধে।

আলান বললেন—দেখে যা বুঝেছি, হরিণটা জল খাচ্ছিল, সিংহ এসে তাকে দেখে। খিদে পেয়েছিল সিংহের...লাফ দিয়ে পড়েছে হরিণের ঘাড়ে। হরিণ ছাড়বে কেন? শিং দিয়ে গুঁতুনি...সিংহ সে-শিং ছাড়াতে পারে না। তখন সে দিয়েছে হরিণের গায়ে কামড়...সঙ্গে সঙ্গে সিংহের পেট ফেঁসেছে। দুটোই মরেছে।

লিজা আর গুড অবাক...কারো মুখে কথা নেই।

পরের দিন চলতে চলতে সারা পথে গুডের মুখে ঐ সিংহ আর হরিণের কথা,...কে কাকে মারবে, কে কাকে খাবে...হাস্যের উচ্ছ্বাসে পথ মুখরিত করে চলেছেন। কার্টিসের মুখে কথা নেই...আলানও চলেছেন নিঃশব্দে। কার্টিস বার বার তাকাচ্ছেন আলানের দিকে...কি ভাবছেন আলান? আশ্চর্য সাহস! মনের জোরও অদ্ভুত! মুখের কথায় সভ্যজগতের পালিশ না থাকলেও বেশ স্পষ্ট, নির্ভীক!

ওঁর কথার একটা অর্থই থাকে—সভ্য সমাজের কথার মতো চিনির কোটিংয়ের মধ্যে তিক্ত কুইনিনের বড়ি নয়।

আলান ভাবছেন, শৌখিন ধনী ইংরেজ হেনরি কার্টিস যদি এই পথে গিয়ে থাকেন, তাহলে অক্ষত দেহে তিনি কতদূর যাবেন? যেতে পারেন না। মৃত্যু হয়েছে নিশ্চয়।

পথ আগাগোড়া এখন জঙ্গলের গা-ঘেঁষে, পাশে যেন অরণ্যের প্রাচীর!

শেষে এ পথের শেষ হল...এবার আরো ঘন অরণ্য! এ-অরণ্যে কোনো প্রাণীর বাস নেই...গাছে গাছে মিশে আছে এমন যে, তাদের মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই।

সন্ধ্যার সময় সেখান পড়লো ছাউনি। সকলের বিশ্রাম। খাওয়া-দাওয়া চুকলে খাবারের ছাউনিতে বসে তিনজনে—আলান, এলিজাবেথ আর গুড। গুড আর লিজা বসে আছেন নিস্তব্ধ-নির্বাক আলানের দিকে তাকিয়ে। আলান একখানা বড় ম্যাপ খুলে একাগ্র মনে সেই ম্যাপ দেখছেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখে টেবিলের উপর ম্যাপখানা বিছিয়ে আলান বললেন ম্যাপের গায়ে খাবার-কাঁটা ছুঁইয়ে—এই দেখুন, পুবদিকে এ জায়গা থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছি! তারপর কাঁটাটা বুলোতে বুলোতে বললেন—এই হল মধ্য আফ্রিকা...আমরা এখন এই জায়গায় এসেছি।

দেখে এলিজাবেথ শিউরে উঠলো...বললে—বলেন কি! সতেরো দিনে এই এতটুকুন!

মাথা নেড়ে আলান বললেন—হ্যাঁ। আমাদের যেতে হবে এই এখানে—কালুয়ানা গাঁয়ে। কালুয়ানা হল এই...এইখানে।

কাঁটাটা তিনি ছোঁয়ালেন চিকা-মার্কা দেওয়া একটা জায়গায়।

দেখে এলিজাবেথ চমকে উঠলো।

গুড বললেন—আরে বাস্‌! তবেই হয়েছে। এ-জন্মে পৌঁছুবার আশা...

আলান বার করলেন আর একখানা ম্যাপ...এখানা সেই মিস্টার কার্টিসের পাঠানো নকল ম্যাপ। সেখানা টেবিলে বিছিয়ে ধরে আলান বললেন—এ ম্যাপ শুরু হয়েছে...বড় ম্যাপ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখান থেকে।

নকল ম্যাপের এক জায়গায় লেখা কালুয়ানা গ্রাম। তিনি বললেন—এতে এই কালুয়ানা গ্রাম। আমরা শুধু শুনেছি, কালুয়ানা-জাত বলে একটা জাত আছে আফ্রিকার জঙ্গলে—এইমাত্র! তাদের সম্বন্ধে শুধু জানি যে, চেহারায় মানুষ হলেও স্বভাবে একদম বুনো...ঐ সিংহ আর সাপের স্বগোত্র!

এলিজাবেথ বললে—আপনি তাদের দেখেননি? তাদের গ্রাম?

—না। তার কারণ, আমি শিকারী মানুষ...দেখে আবিষ্কার আমার কাজ নয়—সে শখও আমার নেই! আমি জানি, পাঁচ বছরের মধ্যে য়ুরোপের কোনো জাতের

মানুষ ও-তল্লাটে যায়নি! ওখানকার কাফ্রি-জাতকে আমরা ভয় করি...আর এখানকার কাফ্রিরাও তেমনি ভয় করে ঐ কালুয়ানা-জাতকে।

গুডের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম...গুড তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বললেন—হেনরি অত দূর পৌঁছুতে পেরেছে বলে আমার তো মনে হয় না।

আলান উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—বলা শক্ত। তবে যেতে যেতে এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এ-জায়গা থেকে কালুয়ানাদের গাঁয়ে যেতে বিশটা পথ আছে! তার কোন পথে মিস্টার কার্টিস গেছেন, কে জানে! আমাদের শুধু এক কাজ...সে-কাজ কোনো রকমে কালুয়ানায় পৌঁছনো।

গুড বললেন—কতদিন লাগবে পৌঁছুতে, মনে হয়?

—দিন? আলান বললেন গুডের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে—বলুন, ক-মাসে পৌঁছুনো যাবে?

—মাস! গুড যেন আঁতকে উঠলেন।

আলান বললেন—নিশ্চয়। বিশেষ, মহিলাকে এ-পথে সঙ্গিনী করেছি যখন।

এলিজাবেথ বললে—কিন্তু আমার জন্য কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, বলুন?

মৃদু হাস্যে আলান বললেন—এখনো আসল নাটক শুরু হয়নি। স্টেজে এখনো পর্দা পড়ে আছে। স্টেজের পর্দা আগে উঠুক, তারপর বোঝা যাবে।

এলিজাবেথ বললে—যবনিকা উঠলে সকলেই নাটকের পালা সমানে উপভোগ করতে পারবো, মিস্টার কোয়টারমান।

কুলি-বেয়ারাদের ছাউনিতে তারা গান গাইছে...

এলিজাবেথ বললে—ওরা বেশ মজায় আছে।...গান গাইছে...। কি গান?

আলান বললেন—নিজেদের মনের কথা...কাজকর্ম...বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র আছে, তাদের কথা...আবার বাড়ি ফিরবে...টাকা নিয়ে যাবে...এ গানের মানে তাই।

এলিজাবেথের দু-চোখ উজ্জ্বল—একাগ্র মনে শুনছে ওদের গান।

গানের সুর বদলালো।

লিজা বললে—অন্য গান বোধ হয়?

আলান বললেন—হ্যাঁ, এবার এ গানে আমাদের কথা। ওরা গাইছে—আমাদের সঙ্গে আছেন রাজেন্দ্রাণী। গাইছে রাজেন্দ্রাণী প্রসন্ন হয়ে ওদের মনিবকে—অর্থাৎ আমাকে দেবেন বরমাল্য।

কথাটা বলে আলান হাসলেন...কার্টিসের মুখ হল লজ্জায় রাঙা।

রাত্রে সকলে ঘুমোচ্ছে...আলান ছাড়া। আলানের তাঁবুতে তিনি আর গুড। গুড ঘুমোচ্ছেন, তাঁর নাক ডাকছে...আলান শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, যে দায়িত্ব নিয়েছেন, সে দায়িত্বের কথা। পাশে এলিজাবেথের ছাউনিতে সাড়া-শব্দ নেই।

চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। অরণ্য নীরব। হঠাৎ এলিজাবেথের ছাউনিতে চিৎকার...এলিজাবেথের চিৎকার। আলান উঠে তীরের বেগে পর্দা ঠেলে সে ছাউনিতে ঢুকলেন। ঘুম ভেঙে এলিজাবেথ বিছানায় উঠে বসেছে...চোখ আতঙ্কে ভরা। ছাউনির মধ্যে বাতি জ্বলছে। আলানকে দেখে অপ্রতিভ কণ্ঠে লিজা বললে—স্বপ্ন দেখেছি, মিস্টার কোয়েটারমান...ভয়ের স্বপ্ন...সিংহের স্বপ্ন...

আলান কোনো কথা বললেন না, একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লিজার পানে। মনে পড়লো, গুড বলেছিলেন, রাত্রে লিজা ঘুমোতে পারে না...স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে! বনের স্বপ্ন! ভয়ের স্বপ্ন!

আলান চলে এলেন। লিজা শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে যাত্রার আগে এক নতুন পর্ব। বলদ দুটো গাড়িতে জোতা হল। গাড়িতে যে সব মালপত্র ছিল, নামানো হল। তারপর গাড়ি চললো উল্টোদিকে, অর্থাৎ যে পথে এসেছিল সেই পথে...ফিরতি মুখে।

লিজা বললে—গাড়ি ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?

আলান বললেন—গাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এবার আর পথ নেই...গাড়ির পথ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাও যেতে হবে গাছ কেটে, মাঝে-মাঝে জঙ্গলও কাটতে হবে।

লিজা শুনলো, শুনে নির্বাক...অপলক নেত্রে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

গুড বললেন—ফিরে যেতে চাও নাকি লিজা?

—না! লিজা ফিরলো এদিকে। বললে—সভ্যতার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হল!

আলান বললেন—হ্যাঁ, বিলাস বর্জন করে, আরাম ত্যাগ করে এবার কৃচ্ছ্রসাধন! পারবেন তো?

দু'চোখে ভর্ৎসনা...এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে...মুখে কথা নেই।

আলান হাসলেন, হেসে মুখ ফেরালেন।

তারপর হাঁটা-পথে যাত্রা। কি ঘন নিবিড় অরণ্য! সেই অরণ্যে প্রবেশ...পিছনে পড়ে গেল গোটা যবনিকা—সভ্যজগৎকে আগাগোড়া ঢেকে...আড়াল করে!

অরণ্যে কি গভীর নিঝুম স্তব্ধতা—যেন গির্জার হল! বড় বড় গাছের মোটা মোটা ডাল-পালা মাথার উপর আকাশকে ঢেকে রেখেছে। গাছের গুঁড়িগুলো এমন মোটা, মনে হয়, আকাশকে যেন মাথায় করে রেখেছে ভারী বোঝার মতো।

দুপুরে গাছতলায় বসে খাওয়া-দাওয়া...ছাউনি ফেলবার মতো জায়গা নেই।

আলান বললেন—সকলে গড়িয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

গাছের ডাল হল বালিশ...সেই বালিশে মাথা রেখে এলিজাবেথ দেহ এলিয়ে দেয়।

কিন্তু ঘুম হয় না!

আলান একটু দূরে দাঁড়িয়ে পায়ের জুতোর গোড়ালি ঘষে একদলা মাটি থেঁতলে ফেললেন...ফেলে বললেন...দেখুন...

উঠে লিজা আর গুড দেখেন—দলা-মাটিতে কৃমিকীটের মতো লক্ষ লক্ষ সুতোর টুকরো নড়ছে।

আলান বললেন—লক্ষ লক্ষ সজীব জীব! দেখছেন, মাটির নীচে আর উপরে জীবনের কী বিরাট স্পন্দন! সিংহ, গণ্ডার, হাতি থেকে শুরু করে এই সরু সুতোর টুকরোর মতো লক্ষ লক্ষ কীট! খাদ্য-খাদকে মিশে এখানে অপূর্ব নাটক করছে মিসেস্‌ কার্টিস! সভ্যজগতে যেমন জন্ম-মৃত্যু...মৃত্যু আর জন্ম...এখানেও তেমনি...তবে আরো বিরাট রকম। দেখছেন?

দু-পা এগিয়ে একটা গাছের ডালে দেখলেন—সবুজ রঙের ছোট ফিতা যেন। বললেন—মাম্বার বাচ্চা! ভয়ানক বিষাক্ত সাপ! আফ্রিকার জঙ্গলে থিক-থিক করছে এ-জাতের সাপ। চলতে-ফিরতে মৃত্যু এখানে ওত পেতে আছে...দেখছেন!

একটু দূরে গাছের ডালে বিচিত্র শব্দ...সে দিকে চেয়ে আলান বললেন—বেবুন অতি পাজি...বাঁদর নয়, ক্ষুদে শয়তান। বন্ধুত্ব করবেন, সে-ধাতই এদের নয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরণ্যের মধ্যে কি ভয়ানক স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতায় গা ছমছম করতে থাকে! মনে হয়, গাছপালা যেন আতঙ্কে নিথর—পাতা নড়ে না, পাতা পড়ে না!

এই গভীর অরণ্য-পথে সকলে চলেছেন...পথ নেই, কোনো মতে পথ করে চলতে হচ্ছে। হঠাৎ একদিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় এলিজাবেথ বললে—ঐ...ঐ...কি ওটা?

যেখানে ওটা পড়ে আছে, সেখানে ঘন পত্রান্তরাল ভেদ করে এক ঝলক রৌদ্র এসে পড়েছে। ভাগ্য! না হলে কারো চোখে পড়তো না। আলান এগিয়ে গেলেন...দেখেন, একটা হরিণ ছানা...তার মেদ-মাংস সবটা কোন্‌ পশুর পেটে গেছে...অবশেষে যা আছে ছাল-চামড়া আর অস্থি-পঞ্জর—সেগুলো ঘিরে প্রায় শ'খানেক মেটেরঙের ভুঁই-কাঁকড়া ভোজ লাগিয়েছে।

আলান বললেন—এগুলো কাঁকড়া। এরা ডাঙ্গায় থাকে—স্কাভেঞ্জারের কাজ করে। জানোয়াররা মাংস খায়...হাড় আর ছাল-চামড়া থাকে পড়ে—শকুনিদের মতো এরা সেগুলো সাফ করে! বনে তাই নোংরা থাকতে পারে না।

তারপর চলা...চলা...চলা...

অনেকদূর আসবার পর গুড দেখেন, ছোট-খাট মাটির পাহাড়...মাথাভোর উঁচু...আর অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এ পাহাড়ের গায়ে এতটুকু ঘাস-টাস নেই—শুধু কাঁকর আর নুড়ি পাথর।

গুড বললেন—একটু বসা যাক ঐ পাহাড়ে। বলে এগিয়ে চলেছেন, আলান তাঁর হাত ধরে সবলে দিলেন টান। বললেন—সর্বনাশ! ওতে পা ঠেকালে আর বাঁচতে হবে না!

চোখ দুটো বড় করে গুড বললেন—কেন?

এলিজাবেথের দু'চোখও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আলান বললেন—পাহাড় নয়, উই-ঢিপি...বুনো উই। এদের দাঁত যেন ধারালো ছুরির ফলা। ও-ঢিপির মধ্যে অমন লাখো-লাখো কোটি-কোটি উই আছে—ওতে ছোঁয়া লাগলে দলে দলে বেরিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। চিহ্ন রাখবে না।

গুড আর এলিজাবেথ চমকে উঠলেন...ওদিকে তাকিয়ে।

আলান বললেন—ঐ দেখুন।

দু'জনে দেখেন, ঢিপির ও-মুখে একটু ফোকর...সেই ফোকরের মুখে ফড়িং-এর মতো একটা প্রাণী...শুঁড়ের মতো মুখে একটা চোঙ...সেই চোঙ দিয়ে ফোকরে মারছে ঠোকর—আর চোঙ দিয়ে ধরছে এক-একটা করে উই। তার ভোজন চলেছে এমনি ভাবে।

দু-চোখ বিস্ফারিত করে এলিজাবেথ বললে—বন যেন মশান! কেবলি হত্যা চলেছে এখানে!

—হত্যা কোথায় নয়? আলান দিলেন জবাব। তিনি বললেন—প্রাণ পেয়ে সে-প্রাণ রাখবার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র লড়াই চলেছে! এ মারছে ওকে ভোজনের জন্যে—সে মারছে তাকে খেয়ে বাঁচবে বলে...আবার ও মারছে তাকে এই একই কারণে। কাজেই চারদিকেই হত্যা চলছে। এই হত্যার উপরই সৃষ্টি রক্ষা পাচ্ছে।

শুনতে শুনতে এলিজাবেথের দু-চোখে কেমন আবেশ! সে বললে—বনের এ-সব জীবের সম্পর্ক শুধু খাদ্য-খাদকের!

আলান বললেন—সভ্য-সমাজেও তাই। সেখানেও দুর্বলকে পিষে সবল করছে নিজেকে চাঙ্গা! তবে বনের হত্যার যেমন বীভৎস বন্য রূপ...সভ্য-সমাজে তেমন নয়! বনে এমন পশু নেই, যাকে মেরে খাবার জন্যে অন্য পশু তার পিছনে ফিরছে না। সিংহ, ভালুক, চিতা, শুধু হাতির পিছনে ঘোরে না কেউ; হাতিকে সব পশু ভয় করে। হাতি হল বনের রাজা!

এলিজাবেথ বললে—সিংহই তো পশুরাজ!

আলান বললেন—আর সব-জায়গায় হতে পারে কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে হাতি রাজা।

—মানুষ? এলিজাবেথের প্রশ্ন।

আলান বললেন—মানুষের জয়-জয়কার সর্বত্র।

এলিজাবেথ বললে—তত্ত্ব-কথা রেখে এগিয়ে চলুন...কোথায় এমন হত্যার ঢিপি...পা দিয়ে ফেলবো শেষে। অন্ধকার হয়ে আসছে...তাই আমি বলি, আলোয়-আলোয় যতদূর এগুতে পারি!

আবার চলা...চলার বিরাম নেই।

চলতে চলতে একটু ফাঁকা জায়গা...সেখানে মানুষজন...ছোট একটু বসতি। কাফ্রির বসতি। ওধারে একটু আগে নদী।

কাফ্রি-বসতি দেখে এলিজাবেথ বললে—এরা কেমন মানুষ?

আলান বললেন—আমাকে জানে। এরা জাবানবারি কাফ্রি। একটু আগে যে-নদী, ঐ নদীর নাম জাবানবারি—তাই থেকে গ্রামের নাম, জাতের নাম জাবানবারি। এদের সঙ্গে সভ্যজগতের কিছু-কিছু পরিচয় আছে। যে-সব শিকারী আসে, এরা তাদের দেখাশোনা করে, কাজ করে। আমাদের দেখলে অতিথি বলে খাতির-যত্ন করবে।

গুড বললেন—তা করলেই ভালো। একটা রাত তবু লোকালয়ে আরামে নিদ্রা হবে।

ওদের সর্দার এলো। খাতির-যত্নের ঘটা। মাংস এলো—খাবার জল এলো...সরবত এলো...কাফ্রি ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-যুবা—সকলে এলো। সর্দারের নাম বিসু। বিসুর সঙ্গে আলানের কথাবার্তা ও-দেশী ভাষায়। গুড বা লিজা তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বোঝেন না।

বিসুকে আলান বললেন হেনরি কার্টিসের কথা...এ-পথে কার্টিস সাহেব নিশ্চয় গেছেন—সন্দেহ নেই।

মিস্টার কার্টিসের বর্ণনা দিতে বিসু সর্দারের মনে পড়লো। বিসু বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর সঙ্গে একটা বেয়ারা ছিল...বন্দুক আর রসদপত্র বইতো। বেয়ারার অদ্ভুত চেহারা। একটা চোখ কানা আর গালে এত বড় একটা কাটা দাগ...হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

এলিজাবেথের দিকে ফিরে আলান বললেন—বাজে কথা বলে মনে হয় না। একচোখ-কানা বেয়ারাকে আমি জানি—খুব বিশ্বাসী লোক আর তেমনি খাটতে পারে। মেজাজ ভালো। এসব জায়গার নাড়ী-নক্ষত্র সে বেশ ভালো রকম জানে। গাইডের কাজ করে। মিঃ কার্টিস যে তাকে নেবেন, বিচিত্র নয়।

এ-কথায় কতখানি আশা...এলিজাবেথের মনে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে গেল!

আলান বললেন—এ পর্যন্ত তিনি এসেছিলেন, সে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তারপর এখান থেকে...যাবার পথ নদী পার হয়ে!...

আলান বললেন বিসু সর্দারকে—তোমাকে সাহায্য করতে হবে বিসু—আমাদের লোকজন সব পার করে দিতে হবে তোমার নৌকোয়।

বিসু বললে—আমি বলে দিচ্ছি, যতগুলো ছিপ চান, আমার লোকেরা ঠিক করে রাখবে, তারপর কাল সকালে বেরুবেন।

পরের দিন নদী পার হয়ে ও-পারে জলা। বিস্তীর্ণ জলা। জলার পর জলা...জলার অন্ত নেই।

আলান বললেন—এ-পথে এগুবেন কি করে?

—আপনাকে ভরসা করে। লিজা দিলে জবাব।

আলান বললেন—তাহলে আসুন...আমার সঙ্গে হামা দিয়ে দিয়ে। জলায় দেখছেন, বড় বড় গাছ...গোড়াসুদ্ধ উপড়ে পড়ে আছে। ওর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না...শ্যাওলায় ভীষণ পিছল...হড়-হড় করছে...হাঁটবার উপায় নেই। যেতে রীতিমতো কসরত চাই।

—আপনি যেমন বলবেন, করবো।

আলান চললেন আগে, তারপর এলিজাবেথ, তারপর গুড। গুডের পিছনে লোকজন...তারা হেঁটে জলা ভেঙে চলেছে...হাতে ডাণ্ডা...জলে সে-ডাণ্ডা সজোরে সশব্দে চালাতে চালাতে।

একটা-দুটো-তিনটে জলা পার হয়ে এলিজাবেথের মনে সাহস হল। সে বললে—আমি বুঝেছি মিস্টার কোয়েটারমান। এবারের এ-জলায় আমি যাবো সকলের আগে—আমার পরে আপনি।

—বেশ।

এলিজাবেথ চলেছে আগে—আলান তার পিছনে—চারিদিকে নজর। হঠাৎ তিনি দেখেন, কোনাকুনি একটা গাছের গুঁড়ি। দেখে তিনি চমকে উঠলেন...খিবা চলছে লিজার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে। তাঁকে ইশারা করলেন আলান—খিবা অমনি নিঃশব্দে ঘুরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে এলিজাবেথকে। চমকে এলিজাবেথ তাকালে আলানের দিকে। তর্জনী তুলে নিজের ঠোঁট চেপে সংকেতে আলান জানালেন, চুপ।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে তিনি সেই গাছের গুঁড়িটাকে তাগ করে ছুঁড়লেন গুলি। সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়িটা নড়ে উঠলো এবং তার এত বড় হাঁ। বিরাট এক কুমীর। আলানের বন্দুক থেকে আর একটা গুলি গিয়ে লাগলো তার টাগ্‌রায়। মোক্ষম মার! কুমীর মরে গেল। জলার পচা-কালো জল রাঙা হয়ে উঠলো কুমীরের রক্তে! খিবা ইতিমধ্যে এলিজাবেথকে পাঁজাকোলা করে তুলে সরে গেছে। কুমীর মারা গেলে খিবা তাকে নামিয়ে দিলে।

তখন এলিজাবেথ দেখে, কি ব্যাপার! আবেগে আলানকে বললে—আপনার কী নজর! আজ বেঁচেছি শুধু আপনার জন্যে।

আলান বললেন—এবার থেকে আর আগে নয়, আপনি থাকবেন আমার পিছনে!

সন্ধ্যার আগে এই জলা রাজ্য পার হয়ে আরামের নিশ্বাস। এধারে জঙ্গল। জলা নেই। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফাঁকা জায়গা। গুড বললেন—এবারে ছাউনি ফেলা...

আলান বললেন—জলার এত কাছে থাকা ঠিক হবে না। আর ঘণ্টাখানেক চললে ফাঁকা জায়গা পাবেন। আকাশে চাঁদ আছে...পথ হারাবার ভয় নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে ফাঁকা জায়গা মিললো। অনেকখানি ফাঁকা...পাশে এবং পিছনে ছোট-বড় পাহাড়।

আলানের কথায় লোকজন ছাউনি ফেললো। ছাউনি ফেলা হলে আহার এবং বিশ্রাম। মেঘের গুরু-গুরু গর্জন কানে আসছে...বিরাম-বিচ্ছেদ-বিহীন।

এলিজাবেথ বললে—মেঘ ডাকছে নাকি?

আলান বললেন—না! পাহাড় থেকে ঝর্ণা ঝরছে...জল পড়ার শব্দ।

এলিজাবেথের দু'চোখ উজ্জ্বল হল। সে বললে—ঝর্ণা! কতকাল পরে কাল তাহলে নেয়ে বাঁচবো!...আঃ! ও-জলে নাওয়া যাবে তো?...

আলান বললেন—হ্যাঁ। কোনো ভয় নেই। এ-ধারে জানোয়ার বা বুনো মানুষ নেই।

পরের দিন ভোরে উঠে বাক্স থেকে কাঁচি বার করে এলিজাবেথ মাথার চুলগুলো কেটে ছোট করলে। কাঁধ পর্যন্ত থোলো-থোলো চুল—তারপর সাবান আর তোয়ালে নিয়ে সে চললো ঝর্ণায় স্নান করতে।

চমৎকার দৃশ্য! পাহাড়ের গা বয়ে ঝর-ঝর ধারে জল ঝরে পড়ছে নীচে...সাদা সাদা ফেনা উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে তর তর বেগে...যেন হাঁসের সার। এক জায়গায় কতকগুলো পাথর পড়ে একটা কুণ্ড...সে কুণ্ডে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল! দেখে লিজার মনে হল, তার স্নানের জন্যেই কে যেন এ কুণ্ড তৈরি করে রেখেছে। জলে নেমে গায়ে-মাথায় সাবান ঘষে কতক্ষণ ধরে তার স্নান চলেছে...জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ গাছের পাতায় খস খস শব্দ। শুনে চোখ তুলে চেয়ে দেখে দূরে গাছতলায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে! দলের কেউ নয়—কাফ্রিও নয়। কিন্তু কী চেহারা! যেন রাক্ষস! মাথায় সাত ফুট লম্বা...গায়ের রঙ কালো নয়...কতকগুলো কমলালেবুর রঙ যেমন লালচে হলুদ-পানা হয়, এ মানুষটির রঙ ঠিক তেমনি। ভয় হল! একা...ছাউনি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসেছে, এখান থেকে চিৎকার করলে ছাউনিতে কেউ শুনতে পাবে

না। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ও-লোকটা না জানতে পারে, কার্টিস্‌ ভয় পেয়েছে...ওকে যেন সে দেখেনি, এমনিভাবে এখান থেকে সরা!

জল থেকে উঠলো লিজা...উঠে শুকনো তোয়ালে রেখেছিল একখানা পাথরের উপর, সেখানা নিয়ে গা-মাথা মুছছে, এমন সময় ঝুপ্‌ করে একটা পাথরের চাঁই এসে পড়লো কুণ্ডের জলে...তার কাছ থেকে দু-হাত তফাতে। চমকে সে ফিরে তাকালো—তাকাতেই দেখে, উঁচু-পাহাড়ের বুকে দাঁড়িয়ে আলান।

লিজাকে ফিরতে দেখে আলান বললেন—মাথার চুল?

এলিজাবেথ স্পষ্ট শুনলো না, আলানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কী? কী বলছেন?

আলান চেঁচিয়ে বললেন...নিজের মাথার চুলের গুছি ধরে দেখিয়ে—মাথার চুল?

শুনতে পেলো এলিজাবেথ—চেঁচিয়ে সে জবাব দিলে—কেটে ফেলেছি!

আলান বললেন—খুব ভালো করেছেন। স্নান হল তো! এখন আসুন চটপট...খাবার তৈরি।

আলান নেমে এলেন পাহাড় থেকে। এলিজাবেথের কাছে। তারপর দু'জনে ছাউনিতে ফিরবেন...

সে লোকটিকে দেখিয়ে এলিজাবেথ বললে—ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ঐখানে...কী মতলব, কে জানে!

আলান দেখলেন, দেখে বললেন—অস্ত্র-শস্ত্র কাছে নেই, দেখছি। কাফ্রিও নয়। কে?...এ মুল্লুকে এলো কোথা থেকে?

ছাউনির দিকে দু'জনে চলেছেন, ও-লোকটা গম্ভীরভাবে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলো।

ওদিকে খাবার তৈরি...আলান আর এলিজাবেথের দেখা নেই...

গুড এলেন তাঁদের সন্ধানে। এসে ও লোকটার ঐ মূর্তি দেখে থ! গুড সাতঙ্কে আলানকে প্রশ্ন করলেন—কে ও?

আলান বললেন—জানি না! এমন মূর্তি...আফ্রিকায় এতকাল আছি, কখনো দেখিনি।

লোকটার ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হল, অনিষ্ট করবে না...কী যেন বলতে চায়!

তাকে প্রশ্ন করে আলান শুনলেন—তার নাম উম্বোপা...এঁদের দলে আসতে চায়...মালপত্র বইবে...ফাইফরমাস খাটবে...বেয়ারার কাজ করবে—তার জন্যে এক পয়সা মাইনে চায় না। আরো অনেক কথা বললে এদেশী ভাষায়...

আলান চিন্তা করছেন...

গুড বলে উঠলেন—এখানে ও এসে জুটলো কি করে?

আলান বললেন—তা জানি না। তবে, ও যা বললে...ঐ বুনো দেশেই ও

যেতে চায়। আমাদের লোকজন আছে...বন্দুক আছে...নিরাপদে যেতে পারবে, তাই সঙ্গী হতে চায়। এখানকার লোকজনের মুখে শুনেছে, একদল সাহেব ও-দেশে যাচ্ছে, তাই আমাদের সন্ধান করছিল।

এলিজাবেথের মনে কেমন খটকা...সে বললে—ও-দেশে ওর যাবার কারণ?

উম্বোপাকে আলান প্রশ্ন করলেন—সে কি জবাব দিলে। তার জবাব শুনে আলান চটে উঠলেন! তিনি বললেন—লোকটাকে মোটে সুবিধার মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাবে? তাতে চোয়াড়ের মতো জবাব দিলে, আপনারা কেন যাচ্ছেন, তা যখন আমি জিজ্ঞাসা করিনি—তখন আমি কেন যেতে চাই, আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

এলিজাবেথ বললে—লোকটা জোয়ান আছে। এর মতো একজন লোক যদি দলে থাকে, আমি বলি, ভালোই হবে। নিন ওকে সঙ্গে।

আলান বললেন—কিন্তু একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল!

এলিজাবেথ বললে—তাতে কী? আমরা এত লোক...সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র...ও একা...কী করবে?

আলান বললেন—কিন্তু কেন ও যেতে চায়? আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! তাছাড়া, আমরা যেখানে চলেছি, সে খুব ভয়ানক জায়গা। তাই...মানে, খুব হুঁশিয়ার হওয়া দরকার!

আলানের দ্বিধা-সংশয় সত্ত্বেও উম্বোপাকে বহাল করা হল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রহস্য...লোকটার সম্বন্ধে আলানের মনে অস্বস্তি! সে অস্বস্তির কাঁটা বুকে...তিনি চলেছেন সকলকে নিয়ে অরণ্য-পথে পাহাড়-নদী অতিক্রম করে। ক-দিনের পথ চলায় উম্বোপার আচারে-ব্যবহারে ভয়ের বা সন্দেহের কিছু দেখা গেল না। দলে লাইন দিয়ে সে চলেছে...সে চলেছে গুড আর এলিজাবেথের ঠিক পিছনে। আলান চলেছেন সকলের আগে—বেশ খানিকটা এগিয়ে...পথের চারদিকে সতর্ক নজর রেখে।

অবশেষে ম্যাপে লেখা সেই অজানা মুল্লুকের সীমান্তে সকলে পৌঁছুলেন। এর পর অরণ্য। না পাহাড়, না গ্রাম, না নদী। আজ পর্যন্ত এখানকার কোনো হদিস মেলেনি...ম্যাপেও এর কোনো উল্লেখ নেই। শুধু লেখা—অজানা মুল্লুক...বুনোর মুল্লুক...রহস্যপুরী...অন্ধকারের রাজ্য।

এখানে পৌঁছুবামাত্র খিবাকে ডেকে আলান বললেন—আমি ঘুরে চারদিকে দেখে আসি...তুমি বেশ কড়া নজর রাখো সকলের উপর, বিশেষ করে এই উম্বোপার উপর!

আলান চলে গেলেন। চারদিক দেখে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, দলের

বেয়ারা-কুলিদের মধ্যে দুটো দল হয়েছে...একদল আর এক পা এগুবে না—তাদের পণ। আর একদল যাবে। এ-নিয়ে দু-দলে প্রথমে চুপি চুপি কথা—তারপর জোর তর্ক। যারা যেতে চায় না, একগাছা লাঠি নিয়ে খিবা তাদের পিঠে দিলে ক-ঘা বসিয়ে।

উম্বোপা এগিয়ে এলো...বিদ্রোহী দলের পানে তাকিয়ে বললে—কি হয়েছে? কেন যাবে না?

উম্বোপার ঐ লম্বা-চওড়া চেহারা দেখে তারা ভয়ে এতটুকু! সকলে বললে—যাবো।

—হ্যাঁ, যেতে হবে! যখন টাকা নিয়ে এসেছো, তখন যেতেই হবে। ছাড়ান নেই।

ছাউনি ফেলা হল। কিন্তু আলানের মনে অস্বস্তি! ভয় পেয়ে যারা যেতে চাইছে না—জোর করে তাদের কাছ থেকে তেমন কাজ পাওয়া যাবে না। তবু ছাড়া চলে না। কালুয়ানাদের গাঁয়ের মুখে আসা গেছে—দলে যত ভারী থাকা যায়, ততই মঙ্গল। বিশেষ, সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন।

খিবা এলো...তার হাতে অদ্ভুত গড়নের একটা ছড়ি। সেটা সে দিলে আলানের হাতে।

নেড়ে-চেড়ে আলান দেখলেন, ভারী মজার ছড়ি...ছড়ির মুখে চেরা-বাঁশের কটা ফালি। তিনি বললেন—কোথায় পেলে?

খিবা বললে—বেয়ারারা কুড়িয়ে পেয়েছে।

—রাবিশ! বলে আলান সেটা ছুঁড়ে দূরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলেন।

খিবা বললে—ওরা বলছে, এটা কালুয়ানাদের ঝুমঝুমি বাজনা—দেখে ওরা ভয়ানক ভয় পেয়েছে।

আলান বললেন—ওদের বুঝিয়ে বলো, আমাদের সঙ্গে বহুত গুলি-বারুদ-বন্দুক আছে—কালুয়ানাদের সাধ্য হবে না, কিছু করবে!

খিবা চলে গেল।

গুড এসে জিজ্ঞাসা করলেন আলানকে—এই উম্বোপার পরিচয় পেলেন? কোথাকার মানুষ? এখানে কি করে এলো?

আলান বললেন—শুধু এইটুকু বলেছে, ওর মার সঙ্গে ও থাকতো মাহবি গাঁয়ে। যেখানে ওর সঙ্গে আমাদের দেখা, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে মাহবি গ্রাম। ও বলে, মা মরে গেছে...মা মরে যেতে মাহবি গ্রাম ছেড়ে ও চলে এসেছে। বলে, ওর নাকি পণ—ওর মার কাছে সত্য করেছে, অজানা বুনো মুল্লুকে ও যাবেই।

—হুঁ। এ-ছাড়া আর কিছু জানতে পারলেন না?

—না।

রাত্রে বিশ্রাম...বেয়ারারা গান ধরেছে তাদের ছাউনিতে।

এলিজাবেথ বললে—ওরা তাহলে যাবে? ভয় গেছে?

—না। আলান বললেন—ওরা ভয়ের গান গাইছে।

এলিজাবেথ তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আলানের দিকে।

আলান বললেন—ইচ্ছা না থাকলে কারো কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না, মিসেস্‌ কার্টিস।

—কিন্তু...তাহলে মুশকিল হল তো!

পরের দিন সকালে খিবা এসে খবর দিলে, বেয়ারা-কুলির দল রাত্রে সকলে সরে পড়েছে। শুধু সরা নয়, অনেক রসদপত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে!

খিবা এবং উম্বোপাকে আলান বললেন—মিলিয়ে দ্যাখো কি-কি জিনিস সরালো!

দেখে এসে তারা জানালো, খাবার-দাবার...গুলি-বারুদও কিছু-কিছু গেছে।

আলান বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন—তাহলে নেহাত দরকারী জিনিস ছাড়া আর কিছু তো নিয়ে যাওয়া চলবে না আমাদের। মুশকিল হল!

উম্বোপা বললে—আমি আছি, খিবা আছে...তাছাড়া পথে লোক আর পাবো না?

আলান বললেন—তা বলতে পারি না। তবে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা চলে না তো।

তখন গুলি-বারুদ-বন্দুক, ওষুধপত্র এবং খাবার-দাবারের মধ্যে যা একেবারে খুব দরকার...তাই নিয়ে অগ্রসর হবার কথা হল।

গুড বললেন এলিজাবেথের দিকে চেয়ে—কি বলো? এখনো যেতে চাও?

আলানের দিকে চেয়ে এলিজাবেথ প্রশ্ন করলে—আপনি কি বলেন?

আলান বললেন—আমি পয়সা নিয়েছি, যেতে বাধ্য!

এলিজাবেথ বললে—আমার কথার জবাব বুঝি এই?

গুড বললেন—দুঃখ বা মান-অভিমানের কথা নয় লিজা—জীবন-মরণের কথা। আমি বলি, এ পর্যন্ত কোনো উদ্দেশ পেলুম না তো...অতএব এখান থেকে ফেরা যাক!

আলান বললেন—এখান থেকে এগুনো বা ফিরে যাওয়া—একই কথা!

এলিজাবেথ বললে—তাহলে এগুনো যাক! আমার মন বলছে, আমাদের যাত্রা হয়তো...

আলান বললেন—কালুয়ানাদের কাছ থেকে আরো খবর পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস!

গুড বললেন—তাহলে যাওয়া সাব্যস্ত?

—তাই।

—রসদপত্র?

—যা বলেছি—যা একেবারে না নিলে নয়...নিয়ে যাবো। বাকি এখানে রেখে দিয়ে যেতে হবে!

উম্বোপা বললে—আমরা বহুত রসদ বইতে পারবো...তারপর পয়সা দিলে গ্রামে লোক পাওয়া যাবেই।

—দেখা যাক। আলান নিশ্বাস ফেললেন।

গুড তাকালেন আলানের দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে রীতিমতো আতঙ্ক!

অত লোকজন...অত সরঞ্জামপত্র...লোকজনদের বিদায় দিয়ে দলে এখন মোটে পাঁচজন...আলান, এলিজাবেথ, গুড, খিবা আর উম্বোপা।

আলান বললেন—নিজেদের কিছু-কিছু মাল বইতে হবে।

এলিজাবেথ সব-আগে দিলে জবাব, বললে—নিশ্চয়!

এ-কথা বলে সে নিজের সাজপোশাকের ছোট পুঁটলিটা নিলে হাতে।

আলান বললেন—উঁহু..হাতে নেওয়া চলবে না। স্ট্রাপে বেঁধে পিঠে ঝুলানো চাই। নাহলে উঁচু-নিচু পথ...কাঁটা ঝোপ-ঝাপ...শুকনো মজা নদী-পুকুর...নানা অবস্থায় পড়তে হবে এখন!

এলিজাবেথের মালপত্রের বান্ডিল কতক আলান নিলেন—হালকাগুলো স্ট্রাপে বেঁধে লিজার পিঠে দিলেন চাপিয়ে। বন্দুক, গুলি-বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার—এ সবের ভারী মোট উম্বোপা আর খিবা নিলে মাথায়। গুড এবং আলান নিজেদের কাপড়চোপড়গুলো প্যাক করে পিঠে বাঁধলেন।

তারপর যাত্রা শুরু। সকলের আগে-আগে আলান...আলানের পর এলিজাবেথ... এলিজাবেথের পর গুড...গুডের পিছনে উম্বোপা আর খিবা।

চলার বিরাম নেই...সকাল থেকে দুপুর...দুপুরে একটু বিশ্রাম...সেই ফাঁকে খাওয়া-দাওয়া...পথে বুনো হাঁস-মুরগি মেরে খাওয়া...মাঝে মাঝে হরিণ ছানাও মেলে...খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চলা...সন্ধ্যা পর্যন্ত...তারপর বিশ্রাম। রাত্রে জঙ্গল নিরাপদ নয়...সঙ্গে আবার মহিলা! তাই খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হচ্ছে।

দিনের পর দিন যাচ্ছে কেটে...কত দিন...কত রাত্রি...সকলে শুধু বুঝছেন, আরো নিবিড় অজানা রহস্যে প্রবেশ! দিনে-দিনে আতঙ্ক ঘন হয়ে উঠছে। সামনে কি...কে জানে। কোথায় চলেছেন সকলে—কেউ জানে না। এলিজাবেথ এখন মর্মে মর্মে বুঝছে...আলান কেন রাজি হতে চাননি আসতে! কুলয়ানাদের গ্রামের কাছাকাছি আসা গেছে, মনে মনে তা বুঝছে এলিজাবেথ—গুডও বুঝেছেন।

একদিন সকালবেলা...বেশ খানিকটা লম্বা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসবার পর আলান থমকে দাঁড়ালেন। দু'হাত তুলে পিছনে নিঃশব্দ সংকেত...অর্থাৎ চুপ করে

দাঁড়াও...কোনো রকম শব্দ নয়। আলানের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি সঞ্চালিত হচ্ছে...কাছে, দূরে, আশে-পাশে...ঝোপ-ঝাড়...অরণ্যের রন্ধ্র ভেদ করে! আলানের পিছনে এরা চারজন নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে...সামনে একটু দূরে শুরু হয়েছে বুকভোর উঁচু ঘাসের ঘন জঙ্গল...ও জঙ্গল ভেদ করে চলতে হবে...তাছাড়া উপায় নেই! মাথার উপর চড়া রোদ...বাতাসের নামগন্ধ নেই...ঘাসগুলো নিষ্কম্প নিথর। এমন নিথর...মনে হচ্ছে, আতঙ্কে যেন তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!

প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে চারধারে দেখে আলান নিশ্বাস ফেলে ইশারায় জানালেন—চলো।

আবার চলা শুরু...আরো সাবধানে। ঘাসের বনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে...ঘাসগুলোয় যেন ঢেউয়ের দোলা লেগেছে...নুয়ে-নুয়ে পড়ছে ওদিকে। আলান আবার দাঁড়ালেন...দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আবার সংকেত—দাঁড়াও!

আলানের পিছনে চারজনে স্থির হয়ে দাঁড়ালো...বিশ্ব-পৃথিবীর যতখানি দেখা যাচ্ছে... নিঝুম...নিস্তব্ধ...কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই! সকলে উৎকর্ণ...একটা পাখির ডাক? না, শোনা যায় না! জানোয়ারের পায়ের শব্দ? মানুষের সাড়া? কিছু না...কিছু না!

এতখানি জায়গা জুড়ে এমন জমাট স্তব্ধতা...মনে হয়, যেন অসম্ভব! যেন চাবি ঘুরিয়ে না, মন্ত্র পড়ে কে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ...এগুলোকে পৃথিবী থেকে একেবারে সাফ করে দিয়েছে! যেন মতলব, এ-লোকগুলো এ-পথে ওদিকে কোথায় চলেছে দেখা যাক!

পাঁচ মিনিট পরে আলান হাত নামালেন...সংকেত শেষ।

নিশ্বাস ফেলে আলান বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এলো...এইখানেই আজ রাতের মতো বিশ্রাম।

দলে লোক কম...তাঁবু ফেলা তাঁবু গোটানো—সহজ ব্যাপার নয়! অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে আলান বললেন—তাঁবু খাটাবার দরকার নেই। এখানে সিংহ বা চিতা নেই, সাপ-খোপও আসবে না...শুধু অগ্নিকুণ্ড করে...স্রেফ তার মধ্যে থাকা। কম্বলে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ে থাকা। হাত-পা এলিয়ে চোখ বুজে বিশ্রাম...কাল আবার চলবার জন্য চাঙ্গা হওয়া চাই!

তিনি তাকালেন এলিজাবেথের পানে...কৌতুকভরে বললেন—কেমন বোধ করছেন মেমসাহেব?

দু-চোখে ভর্ৎসনার শিখা...ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে এলিজাবেথ বললে—তার মানে?

—মানে? আলান হাসলেন। বললেন—মাথার উপর আফ্রিকার তপ্ত আকাশ...যতদূর দেখা যাচ্ছে, শুধু বনের ঘন পাঁচিল, তার ওদিকে বাঘ, বরা,

সিংহ, হাতি, গণ্ডার, বানর, ভালুক, আর নর-রাক্ষস...বুনো জাতের মানুষ। এর জন্যে কোনো রকম অস্বস্তি? ভয়?

—না। অস্বস্তি হবে কেন? এ সব জেনেই তো এ-পথে এসেছি।...যখন-তখন আপনি আমাকে এমন তামাশা করেন কেন, বলুন তো? আপনাকে কখনো বলেছি যে, আমার ভয়ানক ভয় করছে মশায়...আর নয়, ফিরে চলুন!

আলান বললেন—মেজাজ যা দেখছি, তাতে মনের ঝাঁজ ফুটে বেরুচ্ছে, মেমসাহেব! ড্রয়িং-রুম-বিলাসিনী ইংরেজ-ঘরের মহিলা...এত কষ্ট...এই দুর্গম অভিযান...সহ্য হবে তো?

—থামুন, থামুন! বনে বনে দিন কাটান—ইংরেজ-মহিলার কথা কবে ভুলে বসে আছেন! যত বুনো-জাতের মানুষ দেখছেন তো—মহিলাদের সম্বন্ধে কি জানেন? মহিলারা—সব দেশের মহিলার কথা বলছি...মহিলারা ড্রয়িং-রুম আলো করে যেমন, তেমনি রাজ্যপাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও পারে...বুঝলেন, তাদের শক্তি-সামর্থ্য সামান্য নয়!

—ভালো! ভরসা পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম! ধন্যবাদ!

খাওয়া-দাওয়া সেরে শয়ন—এলিজাবেথের দু'দিকে শুলেন দু'জনে...আলান আর গুড! কম্বলের নিরাপদ-আবরণে দেহ সুরক্ষিত রেখে চার-পাঁচ হাত দূরে শুলো খিবা। উম্বোপা শুলো না।

উম্বোপা বললে—আমি শোবো না। তেমন ক্লান্তি বোধ করছি না। বন্দুক হাতে সারা রাত আমি দেবো পাহারা। মালপত্র আছে—কালুয়ানাদের মুল্লুক বেশি দূরে নয়। সাবধানের মার নেই।

আকাশে চাঁদ তখন মাথার উপরে এসে বসেছে...এলিজাবেথের চোখে ঘুম আসছে না। এ-পাশ ও-পাশ করছে...একটু তন্দ্রা আসে যদি, স্বপ্ন দেখে...তন্দ্রা ভেঙে যায়...চমকে নিশ্বাস ফেলে উঠে বসে।...স্বামী কার্টিসের চিন্তায় মন ভরে আছে। ও জঙ্গলটা হল কালুয়ানাদের গ্রামের সীমানা। স্বামী কার্টিস এখান পর্যন্ত এসেছিলেন খবর পাওয়া গেছে। কে জানে, ওখানে এখনো আছেন কি না! যদি না থাকেন?...ওখান থেকে কোথায়...কোথায়...কোন দিকে গেছেন? এমনি হাজার চিন্তা তাকে যেন কাঁটার চাবুক মারছে! একবার গভীর একটা নিশ্বাস...

সে-নিশ্বাসে আলানের ঘুম ভেঙে গেল! আলান বললেন—কি...ঘুম হচ্ছে না?

—না। সনিশ্বাসে এলিজাবেথ বললে—কিছুতে ঘুম হচ্ছে না।

আলানের মমতা হল। বেচারী! আলান বললেন—ভয় নেই। বলে এলিজাবেথের কাছ ঘেঁষে শুয়ে একখানা হাত প্রসারিত করে এলিজাবেথের হাতখানা চেপে ধরলেন...বললেন—আমি ধরে রইলুম হাত—এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। ঘুমোতেই হবে। নাহলে কাল এক-পা চলতে পারবেন না। অথচ চলতে হবে...চলা ভিন্ন উপায় নেই এখন!

এলিজাবেথ চোখ বুজলো...চোখ বুজে হেনরি কার্টিসের চিন্তা...এখান থেকে কাল সকালে বেরিয়ে কোথায় কতদূরে...এমনি আরো চিন্তা! ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে...জানতে পারলো না!

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো...রোদ বেশ কড়া হয়ে উঠেছে...বেলা আটটা বেজে গেছে। সকলে উঠে তৈরি।

অপ্রতিভ হয়ে এলিজাবেথ বললে—এত বেলা হয়ে গেছে! আপনারা তৈরি! আমাকে ডাকেননি কেন?

আলান বললেন—প্রয়োজনের ঘুম—ডেকে ভাঙাতে নেই।

—দেরি হল তো!

—তা হোক। এক-ঘণ্টা বেশি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, জানবেন, তাতে দু-ঘণ্টা চলবার শক্তি পাবেন। পথের এ-ঘুম শুধু আরাম দেয় না, দেহে অনেকখানি শক্তি দেয়, সামর্থ্য দেয়!

তারপর যথানিয়মে যাত্রা শুরু...

এদিন এবং এর পরের দু-দিন পথে কী অসহ্য গরম! রৌদ্রে দারুণ দহন-জ্বালা! এখানকার মাটি রোদের তাতে ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে। গাছপালার জঙ্গল ঠেলে, মাড়িয়ে, চলতে হচ্ছে। পাতায় ঘাসে গুল্ম লতায় কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব। পাতাগুলো মুখে-গায়ে লাগছে...যেন মরা মানুষের হাতের স্পর্শ। শুধু তাই নয়, পাতায় যেমন কাঁটা...তেমনি খসখসে রুক্ষ পাতা। গায়ে-মুখে যেখানে লাগছে, বিছুটির জ্বালা যেন! চুলকে চুলকে ফুলে ডুমো-ডুমো ফোস্কা পড়ছে গায়ে! এলিজাবেথ আর পারে না...বড় কষ্ট হচ্ছে! আলান চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। মমতা হল! হাজার হোক স্ত্রীলোক...এ-পথের কষ্ট পুরুষমানুষ সহ্য করতে পারে না, এলিজাবেথ মেয়েমানুষ...তায় বনেদী বড় ঘরের মহিলা।

দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে যাত্রা শুরু করে ক'জনে এলেন এক জায়গায়। এখানে বনের গায়ে ছোট একটা পাহাড়...এ পাহাড় পার হয়ে ওদিকে নামতে হবে।

এলিজাবেথ পাহাড়ের পানে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে...

আলান বললেন—ভয় নেই...আমি এ-পাহাড় পার করিয়ে দিচ্ছি।

এলিজাবেথের কোমর ধরে তাঁকে আলান তুলে নিলেন কাঁধে।

এলিজাবেথের ঘোর আপত্তি!

আলান তাতে কর্ণপাত করলেন না! এলিজাবেথকে বয়ে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গিয়ে তিনি নামিয়ে দিলেন...গুড, খিবা আর উম্বোপা—এরাও এলো পাহাড়ের এ-পারে।

এ-পারে জঙ্গলের গোলকধাঁধা যেন! এমন ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠেসি সব গাছ—পথ ঠাহর হয় না!

ক'জনে নিঃশব্দে চলেছেন জঙ্গল মাড়িয়ে, জঙ্গল ঠেঙিয়ে...সূর্য প্রায় পশ্চিম আকাশে হেলেছে...আলান দাঁড়ালেন, এলিজাবেথ এবং গুডও দাঁড়ালেন। উম্বোপা আর খিবা অনেকখানি পিছনে। তাদের ঘাড়ে ভারী মোট।...তারা এলে পাঁচজনে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সামনে জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি সঞ্চালন...আরো এগুবার আগে পরীক্ষা করা চাই।

খানিক দূরে স্রাবেরির ঘন ঝোপ। আলান বললেন—ঐ ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ...মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে...দাঁড়ান...আমি দেখি!

চারজনকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আলান এগুলেন। পথ ভালো...ইশারা করে জানালেন, এসো!

তখন লাইন দিয়ে পাঁচজনে এগুলেন...এক জায়গায় শুকনো ডাল সাজানো রয়েছে—যেন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে কে! সেগুলো না-মাড়িয়ে, না-ঘেঁটে—সেগুলো ঘুরে এগুনো।

তারপর হঠাৎ আলান দাঁড়িয়ে সংকেত জানালেন, থামো!

তাঁর এ-সংকেত মানে, বিপদের ভয় আছে!...যেখানে তিনি দাঁড়ালেন, সেখানটায় পথের মোড় বেঁকেছে...বাঁকবার পর একটু আগেই শুকনো ডালপালা সাজানো...ঝড়ে নয়, প্রকৃতির খেয়ালে নয়, মানুষের হাতের স্পর্শ আছে এতে! নীচে হয়তো গহ্বর...সে গহ্বর চাপা দেওয়া হয়েছে শুকনো ডালপাতা এনে তার উপর জড়ো করে সাজিয়ে। হয়তো শিকারের ফাঁদ! মানুষ, না, জানোয়ার শিকার, কে জানে!

পাঁচজনে হুঁশিয়ার হয়ে সে ডাল-পাতার ফাঁদ ঘুরে এগিয়ে এলেন...এগিয়ে এসেই দলের সকলকে হাত-ইশারায় দাঁড়াতে বলে আলান লাফ দিয়ে পড়লেন একটু নীচে...সকলে চেয়ে দেখেন, একটা বুড়ি...ডাইনির মতো দেখতে...ছুটে পালাচ্ছে! আলান গিয়ে তার একখানা হাত বেশ জোরে চেপে ধরেছেন! বুড়ি দুমড়ে বেঁকে আলানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে যেন! আলান তাকে জুতোর ঠোকর দিলেন...বুড়ি মাটিতে বসে পড়লো...রিভলভার উঁচিয়ে আলান তাকে ওদেশী ভাষায় কি বললেন! বুড়ি কি কতকগুলো জবাব দিলে—তার একটি কথা শুধু এঁরা বুঝলেন। সে কথা—কালুয়ানা!

আলান ইশারা করতে এঁরা চারজনে কাছে গেলেন...তারপর বুড়িকে আলানের শাসানো, ভয় দেখানো, সঙ্গে সঙ্গে পা ঠোকা, রিভলভার উঁচানো...বুড়ি কেঁদে-ককিয়ে যা বললে, শুনে আলান বললেন—কালুয়ানা গ্রামে আমরা এসে গেছি! এ বলছে, এখানে এদের গাঁয়ে একজন সাহেব বা সাদা জাতের আদমী আছে!

এ-কথায় এলিজাবেথের দু-চোখ আশায় উজ্জ্বল হল!

আলান বললেন—হেনরি কার্টিস কি-না, তা ও বলতে পারে না! তবে বলছে, আমরা যদি সেখানে যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে!

গুড বললেন—যাওয়াই সাব্যস্ত তো?

—নিশ্চয়! আলান জবাব দিলেন। চট করে গুডের সেই ম্যাপখানা খুলে তিনি তাতে চোখ বুলোলেন। দেখে বললেন—হুঁ...এই তো...লেখা দেখছি, কালুয়ানা! তবে এখানে সবে শুরু—এরপর অজানা জঙ্গল কতদূর পর্যন্ত...সে খবর যে ভগবান আফ্রিকা মহাদেশ তৈরি করেছেন, তিনি ছাড়া কে-বা জানেন!

বুড়িকে আলান বললেন ওদেশী ভাষায়—তোদের গ্রামে নিয়ে চল, সেই সাদা আদমীকে আমরা দেখতে চাই! যদি ঠিকঠাক নিয়ে যাস, ভালো! বদমায়েশি করলে একটি গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

বুড়ির চোখে যেমনি ভয় তেমনি রাগ! কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। বুড়ি বললে—এসো, কেন নিয়ে যাবো না? আমি কি চোর? মানুষটাকে চুরি করে রেখেছি? কথা শোনো...হুঁঃ!

বুড়ির হাতখানা উস্কোপা ধরেছে চেপে...পালাবে, সে সাধ্য নেই তার।

বুড়ির সঙ্গে সকলে এসে পৌঁছুলেন ওদের বসতির কাছে। ক'খানা ঘর...পাতার ছাউনি...ওদেশী স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। সে-ভিড়ে একজন পুরুষমানুষ! সে-মানুষের গায়ের রং এ-জাতের মতো নয়...দেখলেই চেনা যায়, য়ুরোপীয়ানের চামড়া! তবে আফ্রিকার রোদে তামাটেপানা ছোপ লেগেছে সাদা রঙে!

এই কি হেনরি কার্টিস? এলিজাবেথের হারিয়ে-যাওয়া স্বামী?...আলানের বুকখানা ধক করে উঠলো!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে দাঁড়িয়ে আছে...যেন কাঠের মূর্তি। হয়তো এককালে সুপুরুষ ছিল। এখন কঠিন-কঠোর মুখ-চোখ। এঁরা স্বজাত...এঁদের দেখেও তার মুখ-চোখে এতটুকু ভাবান্তর নেই...আনন্দ নয়, দুঃখ নয়। তার মুখে সম্ভাষণের একটি কথা পর্যন্ত নেই। পোশাক এখানকার গাঁয়ের লোকের মতো নয়...বেয়াড়া ছাঁদের পোশাক! এককালে সভ্য-জগতের দর্জির হাত পড়েছিল এ-পোশাকে! কিন্তু কালে নানা জোড়া-তালি খেয়ে খেয়ে দর্জির হাতের সে ছাপ বহুকাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ট্রাউজারের আদলটা শুধু বজায় আছে...বাকি পোশাক... তার কোনো শ্রী নেই, ছাঁদ নেই...কোনোরকমে দেহের আবরু রক্ষা করছে!

আলান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার পানে! লিজাকে সে দেখছে বটে...বেশ সাগ্রহ দৃষ্টি...কিন্তু এ দৃষ্টি দেখে মনে হয় না, দেখে লিজাকে চিনেছে! কিংবা...কে জানে, ওর মনে সন্দেহ? না, দ্বিধা? এলিজাবেথকে সে এখানে কল্পনা করতে পারছে না...বিশ্বাস করতে পারছে না? ভাবলে, এলিজাবেথ কি করে এখানে

আসবে? সে সভ্য সমাজে...লন্ডনের শৌখিন আসরে বিরাজ করছে...সে পারে না...এই বুনো-দেশে আসতে সে পারে না! তাই কি? না...অর্থাৎ, আলানের মনে হল, এলিজাবেথকে ও চেনে না, জানে না...কিংবা অবস্থার ফেরে চিনতে এখন চায় না। লোকটার পায়ের জুতো...জুতো নয়...চামড়া কেটে পায়ে কোনোমতে লেস বেঁধে আটকে রেখেছে! হরিণের কাঁচা চামড়া কেটে পায়ের এ-আচ্ছাদন তৈরি! নোংরা কদর্য বেশ—চেহারাও তেমনি! একে যদি স্বামী বলে এলিজাবেথ এখন গ্রহণ করেন, তাহলে সভ্য সমাজে এলিজাবেথকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না! না, না, এ-স্বামীকে আবার গ্রহণ করার চেয়ে ত্যাগ করাই উচিত হবে তাঁর পক্ষে! এককালে চেহারা হয়তো ভালো ছিল...আলান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখছেন...মাথায় অমন বড়-বড় চুল...মেয়েদের মতো...খোঁপা বাঁধা যায়! একে স্বামী বলে মানা...এলিজাবেথ পারবেন বলে মনে হয় না।

এলিজাবেথের পানে আলান তাকালেন...এলিজাবেথ অন্যদিকে চেয়ে আছে...এর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত...উদাসীন। মনে হল, এলিজাবেথের সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই! বিহ্বল ভাব মোটে নয়!—না, এর সঙ্গে এলিজাবেথের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তার কাঁধে হাত রেখে ওদেশী ভাষায় আলান তাকে কি প্রশ্ন করলেন।

আলানের কথার জবাব সে দিল। গলায় আওয়াজ রীতিমতো চোয়াড়ের মতো...কর্কশ।

তারপর নানা প্রশ্ন করে আলান জানলেন, লোকটা ইংরেজ...ইংরেজি ভাষায় কথা কইছে, আজ কতকাল পরে! ও আজ পাঁচ বছর এখানে আছে!

আলান জিজ্ঞাসা করলেন—হেনরি কার্টিস বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এর মধ্যে এদিকে এসেছিলেন কি না, জানো?

সে বললে—কিন্তু আপনি কার্টিস নন!

—না। আলান বললেন—আমার নাম আলান কোয়েটারমান। ইনি হলেন হেনরি কার্টিসের স্ত্রী মিসেস্ কার্টিস—আর ইনি মিসেস্ কার্টিসের ভাই। এরা...একজনের নাম উম্বোপা। এ খিবা। আপনি তাহলে হেনরি কার্টিস নন?

সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটা বললে—আপনারা দলে মোটে পাঁচজন?

—আপাতত এখানে পাঁচজনকে দেখছো! আলান দিলেন জবাব।

লোকটার মুখে একটু বাঁকা হাসি! সে বললে—বাকি লোকজন মারা গেছে তো? এ্যাঁ?

আলান বুঝলেন, লোকটার মনে অভিসন্ধি। আলান বললেন—না, অনেক মোটঘাট কি না—তারা সে-সব নিয়ে আসছে...পেছিয়ে পড়েছে...আপাতত আমরা পাঁচজন এগিয়ে এসেছি।

এ কথা না বলে উপায় নেই। গ্রামে এ সাদা লোকটা প্রতিপত্তি খাড়া করেছে!

নাহলে পাঁচ-পাঁচ বছর ইংরেজের সন্তান হয়ে এই বুনো জায়গায় থাকবে কেন? থাকবার হেতু আছে নিশ্চয়! সে-হেতু...

আলান বললেন—চলো, ভিতরে যেতে চাই। দরজায় দাঁড় করিয়ে আলাপ করা আমাদের ভালো লাগছে না। চলো...

তাঁর স্বরে বেশ জোর।...আদেশের সুর!

লোকটা বললে—এসো।

আগে সে লোক...তারপর আলান, আলানের পর এলিজাবেথ, এলিজাবেথের পর গুড..ক'জনে ঢুকলেন। সামনে উঠোন। বাড়ির বাইরে সামনে বুনোদের বেশ একটি পুরু দল জমায়েত হয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতো...নির্বাক...নিস্পন্দ! তাদের গা-ঘেঁষেই এঁরা উঠোনে ঢুকলেন।

এরাও উঠোনে ঢুকছিল...উম্বোপা একটা বন্দুক খাড়া করে পথ আটকালো... বললে—খবর্দার, বাইরে থাকো, ভিতরে যাবে না!

বন্দুক দেখে তারা থ—চুপচাপ দাঁড়ালো।

উম্বোপা আর খিবা দাঁড়ালো দরজা চেপে। তারপর...হুঁশিয়ার থাকতে হবে, এরা কি শলা-পরামর্শ করে...কি করে...সেদিকে! কালুয়ানা-জাত যেমন ভীরু, তেমনি বাগে পেলে বেপরোয়া হয়ে ওঠে বিলক্ষণ! দরজায় খাড়া থেকে দু'জনে উৎকর্ণ রইলো...ভিতরে এবং বাইরে দু'দিককার খবরদারিতে।

উঠোনে এসে আলান চারদিকে বেশ করে তাকালেন—এঁদের এনে লোকটা একটা ঘরে বসালো। খুব নোংরা ঘর। ঘরে যেমন জঞ্জাল, তেমনি স্যাঁতানে দুর্গন্ধ।

এলিজাবেথের দু-চোখ এত বড়! সে যেন সিঁটিয়ে আছে!...কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে প্রাণপণে এ-সব সহ্য করছে।

লোকটা বললে—পাঁচ বছর নিজের জাতের মানুষের মুখ দেখিনি! বুঝলে?

কাঠের দুটো টুল, গাছের একটা গুঁড়ি টেনেটুনে ক'জনে তাতে বসলেন। আলান বললেন—আপনি এখানে আছেন পাঁচ বচ্ছর! আপনার নাম?

—স্মিথ। পাঁচ বছরের বেশি হবে তো কম নয়!...আপনারা এদিকে...মানে, শিকারের মতলব? না, শুধু জঙ্গল দেখা?

এলিজাবেথ আর গুড দুজনে একসঙ্গে তাকালেন স্মিথের দিকে।

গুড বললেন—আমার ভগ্নিপতি...এঁর স্বামী হেনরি কার্টিস...আজ দু'বছরের উপর নিরুদ্দেশ...আমরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্মিথ তাকালো গুডের দিকে—বললে—হেনরি কার্টিস?

—হ্যাঁ।

—মনে পড়েছে। হ্যাঁ, এখানে এসেছিল...বছরখানেক আগে। সঙ্গে শুধু একটা বেয়ারা। বেয়ারাটা আবার একচোখ-কানা আর তার মুখে বিশ্রী একটা কাটা দাগ।

এলিজাবেথের দেহে রোমাঞ্চ...দু'চোখ বিস্ফারিত। সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এখন তিনি কোথায়?

এ-কথার জবাব দিল না স্মিথ...উঠে ঘরের কোণে একটা বড় টেবিল...সেই টেবিলের পাশে দাঁড়ালো...টেবিলের উপর একটা জাগ...জাগের পাশে কাঠের ক'টা পেয়ালা...আতিথ্যের কথা মনে পড়লো বুঝি।

এর মধ্যে দু-তিনবার এলিজাবেথের পানে যে-দৃষ্টিতে তাকালো...আলানের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। আলান বুঝলেন, লোকটার মনে দুরভিসন্ধি আছে! তিনি মনে-মনে ঠিক করলেন, রোসো...তুমি যত বড় কুকুর হও না কেন, আমি তোমার তেমনি মুগুর।

স্মিথ বললে—বড় দুঃখের কথা, ভালো মদ নেই,...তবু এটা হচ্ছে পোকা মদ...নেশা হয় খুব...একটু...তবে, আরাম পাবেন।

এলিজাবেথ প্রশ্ন করলে—মিস্টার কার্টিস এখন কোথায়? দয়া করে যদি...

কাঠের পেয়ালায় স্মিথ ঢাললো সেই পোকা মদ...বললে—জিনিসটা খারাপ লাগবে না। নিন!

চোখের ইশারায় গুডকে আলান হুঁশিয়ার করলেন।

পেয়ালা নিয়ে গুড আড়ালে দাঁড়ালেন...গুডের সামনে দাঁড়ালেন আলান। স্মিথ নিঃশেষে নিজের পেয়ালা পান করলো। আলানের ইঙ্গিতে গুড পেয়ালার পানীয়টুকু ফেলে দিলেন স্মিথের অলক্ষ্যে।

আলান বলে উঠলেন—ওহো, আমার কাছে ব্রান্ডি আছে...ভুলে গিয়েছিলুম!

ব্রান্ডির নাম শুনে স্মিথ বলে উঠলো—বটে! আঃ—বাঁচাও, বাবা...ব্রান্ডির স্বাদ বিলকুল ভুলে গেছি!

খিবা দিলে ব্রান্ডির বোতল। যে কালুয়ানারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চেয়ে দেখছে।

বোতলটা নিয়ে আলান দাঁড়ালেন টেবিলের ধারে...খিবা এলো কাছে। তার হাতে বোতল আর গ্লাস।

স্মিথ তখন তার জাগ থেকে মদ ঢেলে কাঠের পেয়ালায় ভরে মুখে তুললো...তুলে এলিজাবেথ আর গুডের গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

আলান বোতল খুললেন—গ্লাসে ব্রান্ডি ভরলেন।

খিবা বললে স্মিথকে লক্ষ্য করে...এরা বদ লোক...ভয়ানক বদ!

চোখের ইশারায় আলান জানালেন, তিনি বুঝেছেন। বললেন—কিন্তু সাবধানে এদের কায়দা করা চাই। দলে এরা রীতিমতো পুরু।

তিনটে গ্লাস তিনি ভরতি করলেন...কানে এলো স্মিথের কথা...

স্মিথ বলছে গুডকে—কোথা থেকে তোমরা আসছো?

গুড দিলেন জবাব—পুব অঞ্চল থেকে।

স্মিথ বললে—সত্যি? কিন্তু খুব সাবধান...ঐ আলান কোয়েটারমানকে। লোকটা ভারি পাজি...ওর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনেছি .

আলান এলেন ওদের কাছে...যেন এ-সব কথা তিনি শোনেননি—এমনি ভাব! এসেই গুডকে দিলেন একটা গ্লাস...স্মিথকেও একটা।

স্মিথ লাফিয়ে উঠলো বোতল দেখে। বোতলটা আলানের হাত থেকে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে ফেললো! বললে—জিতা রহো বাবা! হ্যাঁ, বাপের কাজ করলে...ব্রান্ডি খাওয়ালে। এ-জন্মে এ-জিনিস আবার মুখে দেবো, তা আর ভাবিনি!

স্মিথের খাওয়া হলে আলান বললেন—কার্টিস কোথায়?

স্মিথ তাকালো আলানের দিকে...ভ্রূ কুঞ্চিত।

আলান বললেন—বলো...

স্মিথ বললে—আমার এখানে সে ছিল শুধু একটি দিন—ব্যস্‌! তার পরের দিনই চলে যায়! তার মাথায় ঢুকেছিল কি করে, জানি না...এর পরই উত্তর দিকে আছে মরুভূমি...সেই দিকে যাবে। আহাম্মক!

গ্লাসটা উপুড় করে স্মিথ গলায় ঢাললো। তারপর বললো...হ্যাঁ, বেরিয়ে বেশি দূর যেতে হয়নি বাছাধনকে। জঙ্গলে ঢোকো, সামনেই দেখবে, হাড়ের বোঝা জড়ো হয়ে আছে!

এলিজাবেথের সামনে এ-নিয়ে আলোচনা উচিত হবে না ভেবে আলান শুধু বললেন—এখান থেকে তিনি যখন যান, তাঁকে কেমন দেখেছিলে? তার মানে, তাঁর শরীর?

—ভালো...হ্যাঁ, ভালোই। স্মিথ বললে—এধারে অনেকেরই ম্যালেরিয়া হয়...তাকে সে-ম্যালেরিয়ায় ধরেনি!

—রসদপত্র ছিল সঙ্গে?

—হ্যাঁ বহুত। শুনলাম, সে বেশ তোয়াজে আরামে দিন কাটাচ্ছিল।

—যাবার সময় রসদপত্র সব নিয়ে গেল?

—নিশ্চয়। সঙ্গে কানা বেয়ারা ছিল...সেই বেয়ারাটা নিয়ে গেল।

আলান কি ভাবলেন, তারপর বললেন—সত্যিই মরুভূমি আছে নাকি উত্তর দিকে?

স্মিথ বললে—তা জানি না। থাকলেও সেখান পর্যন্ত কেউ কখনো যায়নি। কেউ গেলে নিশ্চয় শুনতুম। এখানকার এই বুনোরা কখনো যায়নি। যেতে পারে না। তা অন্য লোক যাবে কি!

—কেন যায় না? আলান করলেন প্রশ্ন।

—ভয়ে...স্রেফ ভয়ে। দেবতা, দৈত্য, ভূত, প্রেত—ভয়ানক ভয়ানক জন্তু-জানোয়ার...কি না আছে! তাদের ভয়ে!

—তাহলে মরুভূমি নয়?

—না, না। স্মিথ সবলে মাথা নেড়ে বললে! মরুভূমি নয়...হীরের খনি!...ধাপ্পা, বাজে কথা! কিছু নেই! কার্টিসের মাথায় ছিল ছিট্‌...বলে, হীরের খনি আছে। সঙ্গে যাবার জন্যে আমাকে বলেছিল। আমি বলেছিলুম—বাজে গল্প!...মানা করেছিলুম, যেয়ো না! তা শুনলো না!...আমি অনেক বুঝিয়েছিলুম—বলেছিলুম ওদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল...ভয়ানক জঙ্গল। গেলে বাঁচবে না! তা শুনলো না, তবু গেল! আহাম্মক! তবে বেশি দূর যেতে হয়নি...খানিক গিয়েই জন্তু-জানোয়ারের কবলে মারা গেছে নির্ঘাত। আমি আর বাধা দিলুম না। যাবেই যখন...গিয়ে মরবে যখন—মরুক! আমার কি!

কথাটা বলে স্মিথ তাকালো আলানের দিকে! আলান তার দিকে চেয়ে আছেন একাগ্র দৃষ্টিতে। স্মিথের মনে হল, আলানের চোখ যেন সিংহের চোখের মতো জ্বলছে।

গুড করলেন স্মিথকে প্রশ্ন—সে মারা যাবে জেনেও তুমি তাকে বাধা দিলে না?

স্মিথের কেমন খেয়াল হল, তাই তো, কথাটা এভাবে বলা ঠিক হল না! সে বললে—না...মানে, সে যদি যেতে চায়, আমার কি দায়, তাকে আটকাবো!

—কিন্তু তুমি যে-কথা বললে...গুড বললেন।

আলান তাকালেন গুডের দিকে...দৃষ্টিতে ইঙ্গিত। এ-লোকটার কথা ধরে তর্ক বা ওকে দায়ী করতে গেলে অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হবে না! আলান চকিতের জন্য ঘরের বাইরে দৃষ্টি বুলোলেন। বাইরে কালুয়ানার দল আরো পুরু হয়েছে! এখন প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশো হবে...বেশ ঘেঁষা-ঘেঁষি সব দাঁড়িয়ে আছে...কারো মুখে কথা নেই! ঝড়ের আগে প্রকৃতির যেমন থম্‌থমে ভাব দেখা যায়, তেমনি ভাব যেন! কে জানে, কি উদ্দেশ্যে এমন চুপচাপ! খিবা আর উম্বোপা বন্দুক উঁচিয়ে দরজায় পাহারায় মোতায়েন। থাকুক বন্দুক—দু'জনে কি করতে পারে, ঐ অতগুলো মানুষ যদি ক্ষেপে ওঠে একসঙ্গে?

আলান বললেন স্মিথকে—তুমি বলছো, এখানে তুমি আছো পাঁচ বছর...কালুয়ানা জাতকেও তাহলে বেশ ভালো করে তুমি জানো! এ-ও জানো, মানুষ খুন করতে এদের হাত এতটুকু কাঁপে না!

স্মিথ বললে—ভারি লড়ায়ে জাত...ভয়ানক বেপরোয়া...ভয়-ডর জানে না।...হ্যাঁ, আর ব্রান্ডি আছে?

মুখে-চোখে ভাবান্তর নেই...সহজ-ভাবে আলান বললেন—না, ঐ একটি মাত্র বোতল ছিল সম্বল।

—অন্যায়...ভয়ানক অভদ্রতা! স্মিথ বললে—তুমি কি খাবে আর? যদি না খাও...তোমরা...কেউ আর খাবে?

—না, না, এলিজাবেথ আর গুড দুজনেই বললেন, তাঁরা আর খাবেন না।

আলান এগিয়ে এলেন স্মিথের দিকে...এসে স্মিথের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বললেন...আমি খাবো...একটুখানি।

বলে গলায় একটু ঢাললেন...ঢেলে স্মিথকে বললেন—এখানে...এই বনে এমন পড়ে আছো কেন?

—কেন? স্মিথ বললে—তার কারণ, এখানটা আমার ভালো লাগে। এখানে রাজার হালে বাস...এরা? এরা আমার গোলাম। এদের যা হুকুম করবো...মাথা নিচু করে তা মানবে।

কথাটা স্মিথ বললে...নেশার উগ্রতায়! কিন্তু নেশার উগ্রতা থাকলেও সে-কথায় আলান পেলেন দুরভিসন্ধির আভাস...চূড়ান্ত শয়তানি ফন্দি ওর মনে।

ওকে নেশায় আচ্ছন্ন রেখে কাজ আদায় করা চাই। ও না বোঝে, ওর কুমতলব আছে...আলান সন্দেহ করেছেন। তাই তিনি কথাটা পাল্টে নিলেন। বললেন—কার্টিস চলে যাবার পর, তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা তুমি আর শুনেছিলে? কোনো গল্প-গুজব?

যে-রকম সহজভাবে শান্ত কণ্ঠে আলান এ-কথা বললেন, স্মিথের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংশয় হল না! স্মিথ তাকালো আলানের পানে।

আলান বললেন—এখানকার বুনোদের মুখে কোনো রকম গল্প শোনোনি? কোনো গুজব?

—না। বোতলের উপর স্মিথের মন পড়ে আছে...কোনো কথা তার ভালো লাগছে না! সে বললে—কার্টিসের জন্য আমার মাথাব্যথা হবার কোনো কারণ ছিল না। জেদী মানুষ...জেদ ধরেছে, হীরের খনি তার চাই। বদ্ধ পাগল! আরে, হীরের খনি থাকলে আমরা তার কিছু রাখতুম না কি? হুঁ—চাঁই চাঁই হীরে এনে এখানে ডায়মন্ড প্যালেস বানিয়ে ফেলতুম না? তবে হ্যাঁ, সেই কানা বেয়ারাটা যা বলেছিল এসে, তা যদি বিশ্বাস করো...

বলে স্মিথ বাড়ালো তার খালি গ্লাসটা আলানের দিকে।

তার গ্লাসে একটু ব্রান্ডি ঢেলে আলান বললেন—কানা বেয়ারা! এসে সে কি বলেছিল?

—হ্যাঁ। বললুম না, সঙ্গে ছিল অন্ধের নড়ি—একটা কানা বেয়ারা...সেই বেয়ারাটা এসেছিল দু'দিন পরে ফিরে...ফিরে এসে আবোল-তাবোল কত কথা বলেছিল কি না...

—কানা বেয়ারা তাহলে ফিরে এসেছিল?

আলানের দু'চোখে আকুল প্রশ্ন...এলিজাবেথ এবং গুড তাঁদেরও চোখে প্রশ্নের ধারা! স্মিথের মুখের পানে তিনজনে চেয়ে...অধীর দৃষ্টিতে!

গ্লাসটা এক-চুমুকে নিঃশেষ করে স্মিথ বললে, হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছিল একা...সে প্রায় তিন হপ্তা পরে...হুঁ। তিন-হপ্তা পরেই।

—এসে কি সে বললে? কম্পিত কণ্ঠে এলিজাবেথ করলে প্রশ্ন।

স্মিথ তাকালো এলিজাবেথের পানে। উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখে কথা নেই...কেমন বিহ্বল তার চোখের দৃষ্টি...এলিজাবেথের উপর থেকে সে-দৃষ্টি সরে না...আবেশে বিভোর যেন! গ্লাসটা সে তুললো...

আলান বুঝলেন, প্রত্যেকটি জবাবের জন্য সে চায় দাম!...তার ঐ গ্লাস ভরতি করে দিতে হবে! তিনি স্মিথের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আবার তাতে ব্রান্ডি ঢাললেন। পুরোপুরি নয়...আধ-গ্লাসটাক।

ঢালা হাতেই স্মিথ ছোঁ মেরে গ্লাসটা নিয়ে মুখে তুললো...

আলান তার হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন—আগে জবাব দাও—কানা কি বলেছিল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্মিথ বললে—কানা এইখানেই এসেছিল—এই ঘরে...এইখানে। বললে...বলতে পারলো কৈ? বলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। বুঝলুম, মরণ তাকে ধরেছে। চার ঘণ্টা পরে মারা গেল...আমরা তাকে মাটিচাপা দিলুম। তবে সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। তার মানে, আমার লোকজনকে আমি বলেছিলুম তাকে গোর দিতে—বোধ হয়, দেয়নি! তার কারণ...স্মিথ বললে এলিজাবেথের দিকে চেয়ে—এখানে আমরা মাংস খেতে পাই না। পাখি বা হরিণ পাওয়া যায়...কিন্তু কি করে মারবো? বন্দুক আছে...কিন্তু গুলি-বারুদ নেই...একটা ছররা পর্যন্ত নেই। কাজেই তারা যদি সে কানার মাংস...

আলান লক্ষ্য করলেন, এলিজাবেথের মুখ এ-কথায় চকিতে কাগজের মতো সাদা! হতভাগ্য স্মিথকে থামানো দরকার। তিনি বলে উঠলেন—ও কথা থাক! কানা বেয়ারাটা মারা যাবার আগে কি খবর দিয়েছিল কার্টিসের সম্বন্ধে...বলো!

—সে খবরের কোনো মানে হয় না! সে-লোকটার তখন মাথার ঠিক নেই—যাকে বলে, বদ্ধ পাগল! বলে, আগুনের মতো তপ্ত রোদ...পায়ের নীচে দুনিয়ার মাটি যেন আগুনের খাপরা...শুধু এই এক কথা...

—কার্টিস কোথায়, তাঁর কি হল—সে কথা বলেছিল? এ-প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আর আঙিনার কোথায় কি-কি, পিছনে কি বা কে—আলান বেশ করে দেখে নিলেন।

স্মিথ বললে—স্পষ্ট তেমন কিছু নয়! তবে যা বললে, বুঝলুম, কার্টিসকে ফেলে ও পালিয়ে এসেছে।

—এই নাও, আর এক গ্লাস। আলান তার গ্লাসে দিলেন ব্রান্ডি!

স্মিথ গ্লাস নিলে।

আলানের ইঙ্গিতে এলিজাবেথ আর গুড দাঁড়ালেন ঘরের দরজায়...আলানও তাঁদের সঙ্গে।

স্মিথের মনে সংশয়ের বিন্দুমাত্র বাষ্প নেই...গ্লাসটা নিঃশেষ করে টেবিলে সে সেটা রাখলো। তার হাত বেশ কাঁপছে...নেশার ঘোরে মুখ টকটকে রাঙা। মাথা ঘুরে সে টলে পড়ছিল...কোনোমতে সামলে নিলে! তারপর হেসে স্মিথ তাকালো আলানের দিকে।

আলান তখন তাঁর রিভলভার উঁচিয়েছেন স্মিথের বুক তাগ্‌ করে!

স্মিথের দু'চোখ জ্বলে উঠলো—চকিতের জন্য! তার পর হাত দু'খানা ঝুলে পড়লো দু'পাশে।

রিভলভার উঁচিয়ে আলান বললেন—এখন আমাদের পথ দেখিয়ে এখান থেকে বার করে নিয়ে চলো।

আলানের এ-কথায় স্মিথ চমকে উঠলো যেন! কিন্তু সামনে উঁচনো রিভলভার...স্মিথ বললে—কি করতে চাও তোমরা!

আলানের কণ্ঠ সহজ শান্ত...এতটুকু উত্তেজনা বা বিচলিত ভাব নেই তাঁর কথায় বা আচরণে। তিনি বললেন—এখান থেকে আমরা জীবন্ত ফিরে যাবো, তুমি তা চাও না, আমি তা বুঝেছি স্মিথ।

স্মিথের দিকে আলানের রিভলভার উঁচনো। আলান তাকালেন গুড আর এলিজাবেথের দিকে। তাদের উদ্দেশে আলান বললেন—এ লোকটার নাম স্মিথ নয়, এর নাম ভান দ্রুতেন! আফ্রিকায় যত শিকারী আর গাইড আছেন—সকলে জানেন, আজ পাঁচ বছর এর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না! এর চেহারার বর্ণনা হুলিয়া-ইস্তাহারে, টেঁটরার বাদ্যিতে সকলকে জানানো আছে আজ পাঁচ বছর! নায়রোবিকে খুন করার জন্য ওর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে আজ পাঁচ বছর...ও ফেরার হয়ে আছে। ওর হুদ্দোয় এসে ওকে দেখে চিনে কেউ যদি ফিরে যায়, তাহলে ওর পাত্তা পাবে পুলিশ আর পন্টন! কাজেই ওর ডেরা থেকে জ্যান্ত ফিরে যাওয়া...ও তা হতে দেবে না।

গুড চমকে উঠলেন! বললেন—তাহলে কার্টিস এখানে এসেছিল যখন...

আলান বললেন—ও তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে দুনিয়া থেকে। আমাদের সম্বন্ধেও সেই মতলব! কিন্তু আমরা ওর চেয়ে বুদ্ধিতে একটু দড়, বোধ হয়! আকারে-ইঙ্গিতে খবর যা পাবার, আদায় করেছি।...আমাদের মারতে পারলে ওর অনেক লাভ...আমাদের সঙ্গে আছে বন্দুক, রিভলভার, গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র...ও একেবারে কেল্লা পেয়ে যাবে!

—এখন তাহলে?

আলান বললেন—যে রকম মদ গিলিয়েছি...নেশা বেশ হয়েছে! ওর এ নেশার ঘোর থাকতে থাকতে যা করে নিতে পারি!

স্মিথ শুনলো কথাগুলো...কি বুঝলো, কি বুঝলো না—সে জানে! হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো—তোমরা যাও...ভাগো আমার এখান থেকে। তোমাদের লোকের সম্বন্ধে আমি যা জানতুম, সব বলেছি। আর কেন আমায় বিরক্ত করো! যাও...ভাগো সব!

—তাই যাবো, ভান দ্রুতেন। রিভলভারটা স্মিথের বুকে ঠেকিয়ে আলান বললেন—তোমাদের দাঁত-নখ বার করবার আগেই আমরা চলে যাবো! এরা তোমার গোলাম...এখানকার এই লোকজন...তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে—আমরা যাতে নিরাপদ হতে পারি।

স্মিথ বললে—ওরা আমাকে আর মানবে না! তোমরা আমাকে এমন...

আলান বললেন—দেখা যাক...মানে কি-না।

ক'জনে বেরুলেন ঘর থেকে। সকলের আগে ভান দ্রুতেন। তার পিঠে ছুঁয়ে আছে আলানের রিভলভার। আলানের পর এলিজাবেথ...এলিজাবেথের পর গুড...তার পর খিবা আর উম্বোপা।

ঘর থেকে বেরিয়ে পথ...পথ ধরে ক'জনে চলেছেন। রিভলভার এমনভাবে স্মিথের পিঠে ঠেকানো—কালুয়ানারা চোখে তা দেখছে না—তারা অবাক হয়ে এঁদের পানে চেয়ে আছে। এঁদের পিছনে বন্দুক উঁচিয়ে সতর্ক পাহারাদারি করে চলেছে উম্বাপা আর খিবা।

এত লোকজন...কারো মুখে কথা নেই...একটা অস্ফুট শব্দ পর্যন্ত নয়! গভীর স্তব্ধতা...আফ্রিকার আকাশ যেন নির্বাক নেত্রে চেয়ে দেখছে...বাতাস যেন স্তম্ভিত স্থির হয়ে আছে বিস্ময়ে!

চলেছে সকলে...মিছিল চলেছে যেন! কালুয়ানারা আরো পুরু হয়েছে দলে! বুনো জাত...ক্ষেপা জাত...জানোয়ারের মতো বেপরোয়া! তারা এমন চুপ করে আছে...এই জন্যেই আলানের ভয় খুব বেশি! যে-কুকুর চ্যাঁচায়, তাকে তত ভয় নেই...সে কামড়াবে না! কিন্তু যে-কুকুর নিঃশব্দে থাকে...শুধু চুপ করে দেখে...তাকে ভয় করে। কোথা থেকে কখন কিভাবে তার আক্রমণ হবে—আলান বোঝেন!

ঘর ছেড়ে অনেকখানি পথ এসেছে সকলে—স্মিথ হঠাৎ দুর্বোধ্য কতকগুলো ভাষা আউড়ে গেল...আদেশের ভঙ্গিতে...মনে হল, কিছু একটা করার হুকুম দিলে যেন।

আলান একটু চঞ্চল হলেন। কিন্তু কালুয়ানাদের কোনো ভাবান্তর নেই—এরা যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মিছিল করে চলেছে।

স্মিথের মুখে আদেশের ভঙ্গিতে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষার তুবড়ি ফুটলো! কালুয়ানাদের দলে দু-ভাগ...এক ভাগ নড়েচড়ে একটু চাঞ্চল্য দেখালো...অন্য দল তেমনি উদাস, নির্লিপ্ত।

কিছু হল না। আলান আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্মিথের গতি মন্থর...আলান তার পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিলেন। রসদপত্র হাতে এলিজাবেথ, গুড, খিবা আর উম্বোপা একটু পাশ কাটিয়ে দূরে গেলেন।

আলান দিলেন স্মিথের পিঠে রিভলভারের জোর গুঁতো।

ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিথ দু-চোখ রাঙা করে কি একটা দুর্বোধ্য ভাষা উচ্চারণ করলে!

কালুয়ানারা শুধু তাকালো স্মিথের দিকে...কিছু করলে না। কি করবে? তারা যেন থ! রাজা স্মিথ...সে চলেছে এমন নির্বিকার...এদের কাছে যেন জুজু। তারা ভাবছে, রাজারও রাজা আছে!

রাগে গর্‌ গর্‌ করছে স্মিথ—রাগ তার কালুয়ানাগুলোর উপর! হতভাগারা! ভিড় করে শুধু চলেছে—ঘেরাও করে টিপে মারতে পারছে না? সামনে একটা কালুয়ানা...তাকে সজোরে স্মিথ মারলো লাথি...সে ছিট্‌কে দূরে গিয়ে পড়লো।

আরো...আরো...আরো কালুয়ানা আসছে! এদের হাতে বাজনা—ট্যামটেমি বাজনা...দুটো...দশটা বাজনা। ট্যামটেমির বাজনায় বন কেঁপে উঠলো। বাজনা-বাদ্যির মিছিল এবার!

স্মিথ দাঁড়ালো।

আলান বললেন—চলো। দাঁড়ানো নয়...আমাদের এ-বনের গণ্ডি তুমি পার করে দেবে!

দু-চোখে আক্রোশ...কিন্তু নিষ্ফল! স্মিথকে চলতে হল...আগে...আরো আগে... অরণ্যের গণ্ডি লক্ষ্য করে।

নবম পরিচ্ছেদ

দিনের আলো থাকতে গতিতে তীরের বেগ...আলান এসেছেন বেশ সুদীর্ঘ পথ এগিয়ে। এর পর মহারণ্য। গাছের ঘন জঙ্গল...ভিতরে আলো যায় না! উগ্রকটু গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। খানিকটা গিয়ে বেতের বন...খুব ঘন বন! ভিতরে কিছু দেখা যায় না...গাছে-গাছে, লতায়-পাতায় যেন নানা নকশায় আঁকা ছবি!...লতা-পাতা, তৃণ-গুল্মের নীচে পথ...চলতে-ফিরতে লতা-পাতার ছোঁয়া লাগে, দোলা লাগে, ঘেঁষা লাগে গায়ে প্রতিক্ষণ। মনে হয়, গাছপালার কোনোটা যেন চিমটি কাটলো, কোনোটা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, কোনোটা কামড়ালো যেন! সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। ভিতরে অন্ধকারের কালি আর নিঝুম নিস্তব্ধতা...যেন স্তব্ধতার রাজ্য—নিঝুম পুরী।

একটু এগিয়ে যেতে সামনে বেতে-বেতে ছেয়ে গেছে বন...বেত আর বেত—বেতের জঙ্গল। নানা সাইজের সরু-মোটা বেত। সেগুলো ঝুলতে-ঝুলতে এ-ওর, সে-তার গায়ে গায়ে জড়িয়ে পাক খেয়ে কত রকমের নকশা গড়ে তুলেছে। বেতে-বেতে জড়িয়ে সার সার যেন একগাদা বড়-বড় ধামা...ঝুড়ি...সাজি ঝুলছে!

কোথাও বেতের চাঁদোয়া খাটানো...সামনে পাশে আধমাইল পথ জুড়ে বেতের দোলা, বেতের ঝোলা...বেতের জন্তু-জানোয়ার...কত-কি মূর্তি...প্রকৃতির অপরূপ খেয়ালে তৈরি হয়ে আছে!

স্মিথ চলেছে আগে-আগে...তার পিঠে সমানে রিভলভার ঠেকিয়ে চলেছেন আলান! একটু না ফাঁক পায়! স্মিথের উপর আলানের সজাগ দৃষ্টি সমানে...প্রত্যেকটি শিরায় তিনি সে-সতর্কতা প্রাণপণে বজায় রেখে চলেছেন। এত সাঙ্গোপাঙ্গ...একটু ফাঁক পেয়ে ও যদি রিভলভারের গণ্ডি পার হয়, তাহলে কি করবে...মনে করতে আলান শিউরে ওঠেন। মনে হল, ওরা পিছিয়ে পড়েছে। পিছন ফিরে চেয়ে আলান হাঁকলেন—লিজা...

এলিজাবেথ সাড়া দিলে।

আলান বললেন—আপনি আমার আগে আসুন...একেবারে সামনে।

অতি কষ্ট দম নিতে-নিতে এলিজাবেথ বললে—আমি আর পারছি না...ওঃ...যে করে চলেছি!

আর বলতে হল না, তার কণ্ঠে ক্লান্তি আর অবসাদের ভার...আলান বুঝলেন। তিনি বললেন—তাহলেও পথ ভালো নয়...মরেন, বাঁচেন, আগে আসতে হবে। চেষ্টা...চেষ্টা করুন...বাঁচবার চেষ্টা!

আলানের কথায় আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে এলিজাবেথ সশব্দে গেল পড়ে।

স্মিথ ফিরে তাকাচ্ছিল...

আলান দিলেন ধমক—খবর্দার, সামনে চলো।

স্মিথকে চলতে হল।

আলান ডাকলেন খিবাকে। তাকে সামনে আসতে বললেন। খিবা সামনে এলো।

তাকে আলান বললেন—রিভলভারটা এমনি করে এর পিঠে ঠেকিয়ে এর উপর খুব কড়া নজর রেখে হুঁশিয়ার হয়ে একে চালিয়ে নিয়ে চলো—আমি একবার মেমসাহেবকে দেখি।

কথাটা বলে রিভলভার দিলেন তিনি খিবার হাতে। খিবা তেমনি ধরে আছে। আলান পিছন ফিরে এলিজাবেথকে কাঁধে নেবেন—উম্বোপা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে...তার মাথায় রসদপত্রের বাক্স...গুড দাঁড়িয়ে...তার হাতে বন্দুক। খিবার কি মনে হল, সে এদিকে তাকালো...পলকের জন্য! কিন্তু সেই চকিত পলকে স্মিথ ঠিক নিজেকে চাঙ্গা করেছে! এবং সেই চকিত-ক্ষণেই খিবার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে সামনে সবেগে এক লাফ!

খিবার তখনি চেতনা হয়েছে...প্রাণের মায়া না করে শেয়ালের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্মিথের উপর।

স্মিথের রিভলভার গর্জে উঠলো, ধুরুম্‌।

কাঠের কুঁদোর মতো খিবার দেহখানা খট্‌ করে পড়লো মেঝেয় লুটিয়ে...

চক্ষের নিমেষে আলান এলিজাবেথকে নামিয়ে দিয়ে গুডের হাত থেকে তাঁর বন্দুক টেনে স্মিথকে তাগ্‌ করে ছুঁড়লেন গুলি...ধুরুম্‌ ধুরুম্‌...ধুম...

পর পর তিনটে...শেয়ালের ভীষণ চিৎকার যেন! তেমনি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো স্মিথ...তারপর একবারে যাকে বলে, হাওয়া...অদৃশ্য!

বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আলান দেখেন, নীচে একটা খাদের মতো...ঝোপে-ঝাপে ঢাকা। সেখানে পড়ে আছে স্মিথের দেহ...প্রাণহীন। রিভলভারটা উদ্ধার করলেন...গুড ছিলেন কাছে, আলান বললেন—পড়ে থাকুক এখানে...ওর লোকজন জানতে পারবে না। এখন এ-বনে আমাদের কোনোমতে গা-ঢেকে থাকা...ওরা না বুঝতে পারে। খুব সাবধান!

ট্যামটেমির আওয়াজ...বেশ খানিক দূরে...এদিকে এগিয়ে আসছে...বাজনা-বাদ্যি সমেত পথ চলা কঠিন! ডালপালায়, বেতে বেতে দারুণ বাধা...সে বাধা কেটে সরিয়ে ওরা আসছে!

উম্বোপা রসদের বাক্স নামালো ঘন একটা ঝোপের ধারে। খিবার দেহ সে নিলে কাঁধে তুলে।

আলান বললেন—এরা যে আমোদ করবে খিবার মাংস খেয়ে...তা হবে না! একে কবর দিতে হবে...নিরাপদ কবর!

বেতের ঘন ঝোপের উদ্দেশে নিঃশব্দে ক'জনে চললেন...পথ ছেড়ে। এক জায়গায় খুব ঘন ঝোপ...সেখানে পাতা চাপা দিয়ে খিবার দেহ রাখা হল। সামনে বেতে-বেতে জড়িয়ে প্রকাণ্ড দোলা যেন! এলিজাবেথকে নিয়ে বেত ধরে আলান উঠলেন সেই দোলায়। তারপর ঝুলন্ত বেত ধরে আরো উঁচুতে...আরো...আরো উঁচুতে নিরাপদ জায়গা। বেতের ঘর যেন! উঠেই দু'জনে শুয়ে পড়লেন। গুড এবং উম্বোপা এলো বেত ধরে ঝুলতে ঝুলতে। তারা উঠলো আরো উঁচুতে...সেখানে নিলে আশ্রয়। ট্যামটেমির বাজনা ঐ...ওরা ঐ আসে। আসুক, উপরদিকে তাকালে কিছু দেখতে পাবে না!

তারা কোনো দিকে তাকালোও না। ট্যামটেমি বাজাতে-বাজাতে বনের পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেল। উপরে বেতের আশ্রয়ে বসে এঁরা দেখলেন। দেখলেন, ওরা চলে গেল...মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। ঐ...ঐ, ট্যামটেমির বাদ্যি...ক্ষীণ... ক্ষীণ...আরো ক্ষীণ অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল!

তারপর...

হুড়মুড় করে যেন সন্ধ্যা নামলো। নীচে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার...উপরে চাঁদের আলো। মুক্ত আকাশ থেকে অজস্র ধারে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে বেতের এ-আশ্রয়ে। মধু-যামিনীর মেলা যেন।

আলান বললেন—ভয় নেই, আরামে ঘুমোন লিজা।

লিজা ঘুমোলো—আলান ঘুমোলেন, গুড ঘুমোলেন। ঘুমোলো না শুধু উম্বোপা...সজাগ...সে বসে পাহারা দিচ্ছে...সারারাত!

ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ভাঙলো। এ এক নতুন পৃথিবী! প্রাণে কি অপরূপ উল্লাস! গাছে-গাছে পাখির কলকূজন...যেন বাঁশি, বেহালা, পিকলু, গিটার বেজে উঠলো সম-তানে...কনসার্ট যেন!...ছোট-খাট জানোয়ারদের উল্লাস রব...ছুটোছুটি হুটোপাটি। জীবনের স্পন্দন জাগলো দুনিয়া ভরে! মাথার উপর নীল আকাশের চাঁদোয়া...প্রভাত-সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝকঝক করছে...অপূর্ব শোভা!

কিন্তু শোভা দেখলে চলবে না। গায়ে-মুখে নকশা-আঁকা কালুয়ানাদের বুনো মল্লুক এ। যা হয়ে গেছে, তার স্মৃতি কাঁটার মতো খচখচ করছে। সকলে গাছ থেকে নামলেন...নেমে যাত্রা।

আলান বললেন—গুলি-বারুদ কমেছে...খাবার-দাবারও তাই। খাবার-দাবার না পেলে কি যে হবে, কতদূর চলতে পারবো...বলা যায় না। তাছাড়া হেনরির ম্যাপখানা এ পর্যন্ত দেখছি, ঠিক আছে। কিন্তু যে পোর্তুগিজের ম্যাপ, সে তিনশো বছর আগে মারা গেছে। সুতরাং তিনশো বছর আগেকার ম্যাপ থেকে কতখানি কাজ হবে, বলা যায় না। তার উপর জিনিসপত্র বইবে, লোক নেই। খিবা ছিল, সে গেছে। শুধু উম্বোপা। সমস্যা বেশ ঘনীভূত হচ্ছে।

গুড তাকালেন আলানের পানে...দ্বিধা-ভরা দৃষ্টি...

এলিজাবেথ বললে—আমার জন্য ভাববেন না। আমি বেশ চাঙ্গা হয়েছি।

সকলে চেয়ে দেখেন, এলিজাবেথের পায়ে জুতো নেই, মোজা নেই। সেগুলো ছিঁড়ে চেহারা যা হয়েছে, জুতো-মোজা বলে চেনা শক্ত! সেগুলোর দিকে চেয়ে ঘাসের উপর বসে এলিজাবেথ নিজের পা দু'খানি দেখছে...পা ধূলায় ধূসর...ছড়ে গেছে, কেটে গেছে...পায়ে এত বড়-বড় ফোস্কা! এলিজাবেথ বসে ফোস্কার গায়ে আলতো ভাবে আঙুল বোলাচ্ছে।

আলান দেখলেন...দেখে কোনো কথা বললেন না। উঠে গিয়ে তিনি বাক্স খুললেন...বাক্স হাঁটকে বার করলেন একটা বোতল। বোতলে চর্বির মতো কি জিনিস...কোনো মলম বুঝি! সে বোতলটা এনে তিনি গুডের হাতে দিলেন। বললেন—এতে ভালো মলম আছে, বেশ করে ঐ ফোস্কায় লাগাতে বলুন...আরাম হবে, ফোস্কা সেরে যাবে...ঘা হবে না।

বোতলটা গুড দিলেন এলিজাবেথের হাতে...বললেন—এই মলমটা বেশ করে লাগাও ঐ ফোস্কায়।

এলিজাবেথ বোতল থেকে মলম নিয়ে ফোস্কায় লাগাতে লাগলো।

গুড বললেন—আরাম পাচ্ছো?

আলান বললেন—পায়ে খুব ব্যথা?

মৃদু হেসে এলিজাবেথ বললে—নাচতে বললে নাচতে পারবো না।

হেসে আলান বললেন—না, নাচতে বলবো না। তবে বসে থাকা চলবে না...এখনি উঠতে বলবো...যাত্রা!

—আমি তৈরি।

—অনেক পথ যেতে হবে। কত দিন, কত রাত এখনো চলতে হবে...জানি না!

এলিজাবেথের বুকের মধ্যে অশ্রুর লহর উথলে উঠলো যেন। কি করে নিজেকে সামলে রেখেছে...ভেবে সে খুব আশ্চর্য হল।

আলান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু উপায় কি? সান্ত্বনা দেবেন, আশা দেবেন—এমন উপায় নেই! সে-সান্ত্বনা, সে-আশা...কতখানি মিথ্যা...তা তিনি মর্মে মর্মে বোঝেন। কাজেই মিথ্যা সে-আশা দেবার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে উনি আরো মুষড়ে পড়বেন—যেটুকু সামর্থ্য নিজে থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা আর পারবেন না।

কিছু খেয়েদেয়ে যাত্রা শুরু...এ-বন পার হতে কত দিন যে লাগবে!

আবার সেই বিরাম-বিহীন চলা। কত মাইল চলেছেন...পথ আর শেষ হতে চায় না। মাথার উপর গাছপালায় আগাগোড়া যেন শামিয়ানা খাটানো...আলো ঢোকে না এতটুকু...মাঝে-মাঝে দূরের ঝোপে-ঝোপে দেখা যায় দু-একটা গরিলা।...গরিলারা নির্বিরোধী জীব যেন...তাঁদের দেখেও দেখে না ওরা।

একদিন আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো...কি জোর বৃষ্টি...সারা বন যেন ভেসে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঘোলাটে জলের প্রখর স্রোত চলেছে বয়ে...সে স্রোতে ছোটখাটো কত জন্তু-জানোয়ার—কত পাখি মরে ঘোলা জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ক'জনে বড় গাছের বড়-বড় পাতার নীচে আশ্রয় নিলেন—সে-আশ্রয়ও জলের তোড়ে ফেঁসে ছিঁড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

বৃষ্টি যখন থামলো, পথ আরো দুর্গম...ঘোলা জলের স্রোত চলেছে...তাছাড়া খানা-ডোবা জলে ভরে জলময়...কোথায় যেতে কোথায় শেষে ডুবে মরবেন।...বৃষ্টির পর চার ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হল।

তারপর যাত্রা।

আরো দু-দিন বনে-বনে অবিরাম চলা। তারপর এক জায়গায় বিকট গর্জন শুনে সভয়ে সকলে চেয়ে দেখেন, একটা ঝোপের ধারে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপের সঙ্গে বেয়াড়া-গোছ দেখতে এক জানোয়ারের লড়াই...প্রাণপণ লড়াই চলছে। বনের উদ্দাম হিংসার কী রোমাঞ্চকর দৃশ্য! এলিজাবেথ ভয়ে কাঠ। আলান তার হাত ধরে সে-জায়গা পার করিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলেন। তারপর খানিক চলে বনের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানে সে-রাত্রের মতো বিশ্রাম।

ছাউনি নয়...খোলা জায়গায় শয়ন আর নিদ্রা। কাঠিকুটির আগুন জ্বেলে পুরুষ তিনজন পালা করে বন্দুক-হাতে পাহারাদারি করেছেন।

ঘুমের মধ্যে এলিজাবেথ দুঃস্বপ্ন দেখে কতবার চিৎকার করে উঠে বসেছে।

তারপর আবার সকাল...আবার সফর শুরু। যেতে-যেতে নতুন-নতুন পাখি...নতুন-নতুন জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয়। ওকাপি, বেঙ্গো...আরো কতরকম জীব...ছবিতেই যাদের সঙ্গে কখনো দেখা মিলেছে। এখন তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। নতুন দেশের নতুন মাটিতে নতুন রকমের জানোয়ারের দেখা! তারা এঁদের দেখে আশ্চর্য নতুন জীব ভেবে ভয়ে পালালো। দেশের চেহারা গেছে একেবারে বদলে! নতুন-নতুন গাছ...নতুন-নতুন লতা...নতুন-নতুন পাখির কূজন—কিন্তু মানুষের দেখা নেই। বনের দুর্ভেদ্য গহন এখনো চলেছে সমানে।

সেদিন বিকেলে অরণ্যের তোরণ পার হয়ে বেরিয়ে সকলে দেখেন, সামনে ধু-ধু করছে বিরাট মরু-প্রান্তর। সীমাহীন আদিহীন মরুর পাথার...বালির অথৈ বিস্তার। সূর্য তখন পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়েছে! পশ্চিম-আকাশ যেন পৃথিবীর সেই কোন শেষ সীমায়! সূর্যের কিরণে নানা রঙের ছটা...দু'হাজার চার হাজার মাইল জুড়ে যেন লাল-নীল-সবুজ-সাদা-হলদে-বেগুনী রঙের আগুন তীব্র-তীক্ষ্ণ লেলিহান শিখায় জ্বলজ্বল করছে! সূর্য...সোনার প্রকাণ্ড কলসি যেন! মরুর বুকে সাদা বালি ধু-ধু করছে...এই বালিতে যেন রামধনুর সাতটা রঙের ঢেউ ছুটেছে! মরুর বুকে মাঝে-মাঝে কারু-ঘাসের ঝোপ। সেগুলো অস্ত-সূর্যের কিরণ লেগে জ্বলছে...যেন সোনার লতা। আর ঐ অনেক-অনেক দূর আকাশের গায়ে আবছাপানা কতকগুলো কালো রেখা দেখা যাচ্ছে।

এলিজাবেথ বলে উঠলো—পাহাড়...না?

আলান বললেন—মনে হচ্ছে, তাই।

এলিজাবেথ বললে—ম্যাপে তো তাহলে ভুল নেই। ম্যাপে লেখা আছে, মরুভূমি।...এই সে-মরুভূমি!

কারো মুখে কথা নেই! সকলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে...তাকিয়ে আছেন দূর-দিকচক্র-রেখার পানে।

হঠাৎ আলান বললেন—রাত ন'টার আগে চলাফেরা নয়...বিশ্রাম। তারপর রাত্রে বলি ঠান্ডা হবে...তখন এগুনো। দিনের বেলায় মরুভূমিতে চলা...তার মানে, নিশ্চিন্ত মৃত্যু! যতদূর দেখা যাচ্ছে...হাজার হাজার মাইল...কোনোখানে একটা গাছ নেই যে একটু ছায়া পাবো!

গুড কি ভাবছিলেন, তিনি বলে উঠলেন...ম্যাপে যদি সব ঠিক কথা লেখা থাকে—কালুয়ানা জঙ্গল...মরুভূমি...পাহাড়...তাহলে ম্যাপে লেখা হীরের খনি—তাও নিশ্চয় আছে, এ পথের শেষে!

আলান হাসলেন। হেসে তিনি বললেন—হয়তো আছে! হয়তো দেখবো ইঁদুরের গর্তের মতো একটি গর্ত...তারি নাম খনি।

কথাটা বলে তিনি তাকালেন উম্বোপার দিকে।

কোথায় সে? সামনে চেয়ে দেখেন, মরুর বুকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। উম্বোপা যেন কি চিন্তায় নিমগ্ন। সাত ফুট লম্বা তার দেহ...মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আছে...নিস্পন্দ...নিশ্চল। তাকে দেখাচ্ছে যেন একটা অতিকায় দৈত্য!

গুড বললেন—হীরের খনির কথা শুনেছে...সেই কথা ভাবছে! ও আমাদের সঙ্গে আসছে স্রেফ হীরের খনির সন্ধানে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। ভাবছে, এখনো তিন-চার মাস বুঝি হাঁটতে হবে। তারপর—

বলতে বলতে গুডের মাথায় আর এক চিন্তার আবির্ভাব। গুড বললেন—কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে...ফিরবো কি করে? ফিরতে আর পারবো কি-না? কোয়েটারমান বলছিলেন, গুলি-বারুদ ফুরিয়ে এসেছে...খাবার-দাবারের অবস্থাও তেমনি—তার উপর কুলি-বেয়ারা নেই। অথচ যে-পথ এসেছি, ওঃ, ফেরার কথা মনে হলে জ্ঞান থাকে না।

আলান বললেন—কোনোরকমে যদি পাখা গজায়, তবেই উড়ে দেশে ফেরা সম্ভব। নাহলে এ বন থেকে ঐ পথে আবার আমাদের পূর্ব-অঞ্চলে ফেরা...আশা হয় না।

এলিজাবেথ বললেন—আশা নেই বলছেন...কিন্তু মুখে হাসি দেখছি।

এলিজাবেথের কণ্ঠ উদ্বেগে আকুল।

আলান হাসলেন। হেসে বললেন—আমার যাওয়া, না-যাওয়া, একই কথা। তবে মরুভূমি যখন পেয়েছি, তখন দেখতে চাই, মরুভূমির পারে ও-দাগগুলো কি? পাহাড়? না, মরীচিকা? কার্টিসের ম্যাপ—এ পর্যন্ত ঠিকঠাক মিলে গেছে। আমার বিশ্বাস, সবটাই মিলবে। এখন রাত হয়ে আসছে...কাল সকালে রোদ উঠলে তখন বুঝতে পারবো, ওগুলো কি। আমার বিশ্বাস, পাহাড়।

গুড বললেন—তাহলে কার্টিস?

আলান বললেন—মরুভূমি পেরিয়ে পাহাড়ে যেতে পারলে তাঁকে পাবো বলে আমার মনে হয়। কানা বেয়ারা ফিরে গিয়ে বলেছিল, স্মিথের মুখে শুনলেন তো...আগুনের মতো তপ্ত আকাশ...আগুনের মতো তপ্ত মাটি। তার মানে, এই মরুভূমিতে এসেছিল...আর এই মরুভূমির সম্বন্ধেই সে ও-কথা বলেছিল।

ম্যাপখানা বালির বুকে আলান বিছিয়ে ধরলেন। ধরে ম্যাপের দিকে চেয়ে বললেন—ম্যাপে এখানে লেখা, জল। জল যদি সত্যিই থাকে, তাহলে বেয়ারাটা এখান পর্যন্ত এসেছিল। আর তা যদি এসে থাকে তো পাহাড় থেকে বেশি দূরেও নয়! সত্যি, আমার এখন ভারি ইন্টারেস্টিং লাগছে!

সেইখানে ক'জনের বিশ্রাম...একটা তালী-কুঞ্জ...সেই কুঞ্জে। রাত ন'টা নাগাদ

বালি ঠান্ডা হল। আকাশে চাঁদ উঠলো। ক'জনে আবার চলা শুরু করলেন। পাশাপাশি চলেছেন...পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয় মনে। সামনে হাজার-হাজার মাইল দেখা যাচ্ছে...স্বচ্ছ, মুক্ত...চাঁদের জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট...উজ্জ্বল।

আলান বললেন এলিজাবেথকে—রাত্রে ঘুমোনো হবে না। কাল দিনের বেলায় ঘুমোবেন। তবে ছায়া পাবো কোথায়, বুঝছি না। যাক্‌...সে তখন যা হয় করা যাবে। রাত্রে জোর-পায়ে চলে যতদূর এখন এগুতে পারি...

ক'জনে জোর-পায়ে চললেন। বালিতে চলতে কষ্ট নেই...যেন গদির উপর দিয়ে চলেছেন...বেশ নরম। কাঁটা নেই...খানা-খোন্দল নেই...নুড়ি নেই...পাথর নেই...গাছের ডালে বাধা নেই...বুনো মানুষের ভয় নেই...জন্তু-জানোয়ার নেই।

আলান বললেন—আগাগোড়া যদি এমনি পথ পেতুম!

এলিজাবেথ কোনো জবাব দিলে না। তার মন কেবলি বলছে, হেনরি কার্টিস...হেনরি...হেনরি...হেনরি...

কারো এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না...সকলে চলেছেন...চলেছেন।

হঠাৎ পুব-আকাশ রাঙা করে যেন আলোর মস্ত গোলা পড়লো লাফিয়ে। উদয়-সূর্যের আবির্ভাব। এমন সূর্যোদয় কেউ কখনো দেখেনি। সূর্যের এমন গরিমাময় উজ্জ্বল মূর্তি...কী অপরূপ!

দশম পরিচ্ছেদ

সূর্যের আলো পড়েছে বহুদূর আকাশের গায়ে সেই কালো রেখার উপর...রেখা জ্বলজ্বল করছে।

সেদিক পানে চেয়ে আলান বললেন মহোল্লাসে—পাহাড়ই বটে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সকলে চেয়ে দেখেন, পাহাড়। পাশাপাশি দুটো...আকারে সমান...গোল...মসৃণ... মাথার দিকটায় যেন সাদা পাথর...ঝকঝক করছে রোদ লেগে।

আলান বললেন—রানি-সেবার পাহাড়...

পকেট থেকে ম্যাপ বার করলেন আলান। ম্যাপ দেখে তিনি বললেন—ম্যাপে লেখা এই যে, জল—এই চিকে-দাগটা...পাহাড়ে তাকালে জল পাবো, সত্যি।

পিপাসায় সকলে রীতিমতো কাতর।

গুড বললেন—জল যদি থাকে তো এখন সে জল কেমন?

আলান বললেন—আমার মনে হয়, 'জল' লেখা আছে। জল মানে, এখানে আছে মরু-উদ্যান...যার নাম ওয়েসিস। কি মনে হয়?

—বিচিত্র নয়। তাছাড়া, আমাদের পোর্তুগিজ-বন্ধুর এ-ম্যাপ হল তিনশো বছর আগেকার। তিনশো বছরে কত সাগরে শুকালো বারি—ভূধরে বহিল সলিল।

তখন হয়তো জল ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে। এখানে সূর্যদেব মানুষ পান না তো, রোদের যত দাপট ঝাড়েন জল, পাহাড় আর গাছপালা, পাথরের উপর। ঝড়ে এখানকার বালি ওখানে যায়...সেখানকার বালি এখানে আসে। ওড়া বালির নীচে সে জল মিলিয়ে কবে উবে গেছে সে কোন যুগে।

গুড বললেন—ধু-ধু মরুভূমি...আদি নেই, অন্ত নেই, দেখছি! জল যদি না পাই, তাহলে এই মরুভূমিতেই পঞ্চত্ব লাভ...কোনো সন্দেহ নেই।

—ভাগ্যে যদি তাই থাকে...

এলিজাবেথ বললে—ও-পাহাড়ে পৌঁছুতে কতদিন বা লাগবে? সোজা চলে গেলেই তো হয়।

আলান কি লিখছিলেন। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি বললেন—অসম্ভব! ও কি এখানে?...পাহাড়ে পৌঁছুতে সময় লাগবে অন্তত পাঁচ দিন।

পাঁ-আ-চ দিন! সে-কথার জবাব না দিয়ে গুড তাঁর জলের বোতলটা নাড়লেন।

আলান দেখলেন...এলিজাবেথ দেখলো...যে-জল আছে, তাতে পাঁচ দিন চলবে, মনে হল।

এবং এর দেড় ঘণ্টা পরে চলা শুরু...বেলা সাড়ে সাতটা বাজেনি...আকাশ-বাতাস একেবারে আগুনের মতো তেতে উঠেছে।...মরুর বুকে এক জায়গায় গজদন্তের মতো পাহাড়ের একটা টুকরো আড় হয়ে মাথা ঠেলে তুলেছে...তার আড়ালে একটু ছায়া...ক'জনে গিয়ে সেই ছায়ায় বসলেন।

বসেই এলিজাবেথ বললে—জলের বোতলটা...

আলান বললেন—কিন্তু এক ঢোক করে খাওয়া...তার বেশি আর একটি ফোঁটা নয়! এর পর দরকার আরো সাংঘাতিক হতে পারে! এক-এক ঢোক জল খেয়ে ছায়ায় পড়ে ঘুমোনো ব্যস্‌। তারপর সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার পরে রাত্রে আমাদের পথ চলা!

বিকেলে ক'জনের ঘুম ভাঙলো। আশে-পাশে-সামনে-পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে...দিগন্ত-বিস্তারী প্রান্তর...হাজার হাজার মাইল দেখা যাচ্ছে...মুক্ত...স্পষ্ট...

আলান বললেন—আর বসা নয়, উত্থান এবং মার্চ।

এবার বালির বুকে চলতে-চলতে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে অস্ট্রিচের সঙ্গে। ঐ অস্ট্রিচ—এবং সুদীর্ঘ প্রান্তরে এঁরা চারটি প্রাণী...এছাড়া জীবনের এতটুকু চিহ্ন নেই কোনো দিকে। একটা পাখি পর্যন্ত নয়। দু-একটা সাপ দেখা যায়...ভয়ানক বিষধর সাপ! আলান আগে থাকতেই সকলকে বেশ সাবধান করে দিয়েছেন—সাপ এবং মশা-মাছি, পোকা-মাকড়। মশা-মাছি-পোকার এক-একটা বিরাট ঝাপটা

এসে গায়ে লাগে—একঘেয়ে আওয়াজে ঝাঁকে-ঝাঁকে নাকে-মুখে-চোখে পড়ে এমন অস্থির করে তোলে...প্রাণ যাবার জো!

এলিজাবেথকে আলান বললেন—এদের দু-হাজার বছরকার পুরোনো কঙ্কাল লন্ডনের মিউজিয়ামে দেখেছেন নিশ্চয়...এখন প্রত্যক্ষ পরিচয় হচ্ছে।

ক'জনে চলেছেন...চলেছেন...মুখে কখনো কারো কথা সরে না...চুপচাপ...আবার কখনো হাসি-গল্পের ঝর্ণা ঝরে যেন। মাথার উপর আকাশে চাঁদ...আপন ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে! এখানে জ্যোৎস্না যেমন অবাধ, তেমনি রজতশুভ্র। রাত দুটো নাগাদ্‌ এক জায়গায় আধঘণ্টা বসে বিশ্রাম। তারপর আবার চলা...চলা...চলা...

ক্রমে পুব-আকাশ রূপসী মেয়ের কপালের মতো রাঙা হয়ে উঠলো এবং লাল সূর্য যেন আকাশের কোন গহ্বর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লো। চাঁদের রঙ হল মলিন, পাণ্ডুর। অত যে নক্ষত্র...কোথায় আকাশের পর্দার নীচে সরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুষ্ক মরুভূমি সূর্যের আলো পেয়ে টকটক করে জ্বলছে যেন।

কোনোখানে এতটুকু একটু পাথরের আড়াল নেই...ঝোপের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রোদের তেজে বালি এমন খাঁ-খাঁ করছে যে, সেদিকে তাকাতে-তাকাতে পিপাসায় এঁরা আকুল হয়ে উঠলেন। শয়ন নিরাপদ...কাকেও এখানে পাহারাদারি করতে হয় না...পাহারাদারির প্রয়োজন নেই! মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, সাপ, বিছা—কোনো সজীব শত্রুর ভয় নেই এতটুকু। সব-চেয়ে বড় ভয় এখন এই দুর্জয় পিপাসার। এ-পিপাসা মেটাবার জন্য চাই জল...কিন্তু জল কৈ?

বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে রোদের তাপ ভয়ানক বেড়ে উঠলো।

গুড বললেন—ঘুমোনো চলবে না, আলান। এ-গরমে পুড়ে মরে যেতে হবে।...আমি বলি, না বসে কোনোরকমে এগুনো যাক। ও-পাহাড়ের গায়ে যদি ওয়েসিস পাই!

আলান তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বললেন—আপনারা বসুন, আমি গিয়ে দেখে আসি।

কথাটা বলে আলান উঠে দাঁড়ালেন।

এলিজাবেথও উঠলো। সে বললে—না, সকলেই এগুই। তাহলে হবে কি...আপনাকে মেহনত করে এ-পথে আবার আসতে হবে না, আমরাও বসে-বসে এ-রোদে না পুড়ে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবো। তাতে পাহাড়ের আরো খানিক নাগাল পাবো তো।

অগত্যা তাই হল...

বিকেল নাগাদ বাধা...সামনে একটা পাহাড়...কোথায় যে লুকিয়ে ছিল, চোখে পড়েনি...এখন অকস্মাৎ বালি ফুঁড়ে যেন সামনে উঠে দাঁড়ালো পথ আটকে।...অপ্রত্যাশিত ভাবে এ-পাহাড় দেখে ক্লান্তির ভারে এলিজাবেথ যেন ভেঙে

পড়লো...একেবারে নেতিয়ে পড়লো। পড়ে চোখ বুজলো...ও চোখ যেন আর খুলবে না! সে আর পারে না। এ তার সহ্যের অতীত।

আলান বসলেন এলিজাবেথের পাশে...এলিজাবেথের মাথা তুলে নিলেন নিজের কোলে। একগাছা চুল কপালে ঝুলে পড়েছে...কপালে ঘাম...চুলগুলো কপালের ঘামে এঁটে আছে। চুলগুলো সরিয়ে আলান নিজের মাথার টুপি খুলে এলিজাবেথকে বাতাস করতে লাগলেন!

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ চোখ খুললে, ডাকলো—আলান...

—কেমন বোধ করছেন?

—ভালো নয়। এলিজাবেথ বললে—আমি আর বাঁচবো না, বেশ বুঝছি। আমার জন্যে তোমাদের এত কষ্ট—আমিই এ-কষ্ট দিয়েছি...মাপ করো।

আলান কোনো কথা বললেন না...একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এলিজাবেথের পানে।

এলিজাবেথ বললে—একটা কথা বলবো?

—বলুন...

—বাঁচবো না বলেই বলছি...নাহলে বলতুম না...কক্‌খনো না!

—কি কথা?

এলিজাবেথ বললে—আমার স্বামী ছিল খুব বদ—আমার সঙ্গে কী তার ব্যবহার! তবু তার জন্য এত কষ্ট...কেমন, খেয়াল! কিন্তু আর আমার খেয়াল-টেয়াল নয়। কষ্ট পেয়ে-পেয়ে আমি...বিশ্বাস করো...নতুন মানুষ হয়েছি। মনে হচ্ছে, যদি বাঁচি, তোমাকে...

এই পর্যন্ত বলেই লজ্জায় এলিজাবেথ চোখ বুজলো।

আলান কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে তিনি চেয়ে রইলেন এলিজাবেথের দিকে...

পাঁচ মিনিট পরে এলিজাবেথ চোখ খুললো...বললে—রাগ করবে এ-কথা বলেছি বলে?

—না! আলান জবাব দিলেন গম্ভীর কণ্ঠে। হয়তো তিনি আরো কিছু বলতেন...বলা হল না...

উম্বোপা একেবারে লাফিয়ে সামনে এলো, বললে—বাওয়ানা...ঐ কারি...

বলে সে আঙুল দিয়ে দেখালো এক দিকে।

আলান দেখেন, মস্ত একটা পাখি...মাথার উপর চক্র দিয়ে ঘুরছে...নীচের দিকে দৃষ্টি।

হঠাৎ ঝপ করে সে পড়লো...পাথরের চাঙরের মতো...দুশো গজ তফাতে...বালির এক প্রকাণ্ড ঢিপির পিছনে!

দেখেই আলান চিৎকার করে উঠলেন—জল আছে ওখানে, নিশ্চয়! জল!

বলেই তিনি ছুটলেন...পাখিটা যেখানে পড়েছে, সেই দিকে!

ওরাও চললো সঙ্গে।

এসে সকলে দেখেন, জল,...বালির গাদার নীচে একটা গহ্বর। সেই গহ্বরের মধ্যে লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে পাখিটা কাদা-ঘোলা জল খাচ্ছে।

গহ্বরের গায়ে কটা মনসা-গাছ। পাখিটা জল খেয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল। এঁরা ক'জনে তখন বালি সরিয়ে, মনসা-গাছ কেটে দেখেন...গহ্বরটা দশ ফুট চওড়া...জলে ভরতি। কোথায় আছে বুঝি ঝর্ণা...তার জল কোনোদিক দিয়ে এসে এখানে জমছে!

সে-জলে ক'জনে মুখ-হাত ধুলেন...সে-জল মাথায় দিলেন। তারপর আকণ্ঠ সেই জল পান।

পিপাসা মিটলো। ক'জনে এসে বালির উপর দিলেন দেহ এলিয়ে।...আঃ...একটু আরাম এতক্ষণে! বিশ্রাম! তারপর রাত্রে আবার সফর।

এবং আরো দু-রাত্রি, দু-দিন চলে চলে ক'জনে এলেন সেবা-পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ের নীচে রুক্ষ জমি...কাঁকর আর নুড়ি পাথরে ভরা। পোড়া পাথরের রাশ একেবারে।

আলান বললেন—আগ্নেয়গিরি...এককালে এ-পাহাড় থেকে আগুন ছুটতো!

ঘুরে-ঘুরে উম্বোপা নিয়ে এলো...পাহাড়ের কোলে কোথায় হয়েছিল ক'টা তরমুজ...

তখনি আবার সেই জল-কষ্ট। পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়! এমন সময় তরমুজ! আঃ! তরমুজ খেয়ে পিপাসা মেটানো!

রাত্রে পাহাড়ে ওঠা...পাহাড়ের বুকে বেশ ঠান্ডা...বাঁ-দিককার পাহাড়ের মাথায় প্রচণ্ড শীত...কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকলেও শীতে কী ঠকঠক কাঁপুনি!

পরের দিন সূর্য উঠলো...সকলে এমন দুর্বল যে নড়তে পারেন না। মনে হয়, দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে মূর্ছা যাবেন! তবু...তবু...এখানে পড়ে থাকলে চলবে না। কে দেখবে? উঠতে হবে...চলতে হবে...না হলে পড়ে থাকলে মৃত্যু!

আবার চলা...চলা...চলা...

বাঁ-দিককার পাহাড় পার হয়ে ডান-দিককার পাহাড়। পাহাড়ে উঠে দেখেন, দূরে বরফ...জমাট বরফের দীর্ঘ রেখা।

পাহাড় থেকে নামা...নামা...নামছেন আর নামছেন। পাতালে চলেছেন যেন। ঠান্ডা সমানে চলেছে। মনে হচ্ছে, পাহাড়ের ওদিকে রাজ্যের যত তাপ রেখে সূর্য এদিককার জন্য আর এতটুকু বাকি রাখেনি! খিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে...পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক! মাল-পত্র ঘাড়ে ক'জন চলেছেন—এ চলার বিরাম নেই! বিরাম মিলবে কিনা, কে জানে!

যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন এ-দিক অস্ত-সূর্যের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে...রাঙা-মাটির পৃথিবী যেন।

গুড বললেন—পোর্তুগিজের ম্যাপে আছে না...এখানে কোথায় এক গুহা আছে?

আলান বললেন—যদি সত্যি থাকে, আশা করি, সে-গুহা চুরি যায়নি।

গুড বললেন—কি বলছো আলান! ডন সিলভেস্টারের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস...একটি বাজে কথা বলেনি সে! জলের কথা মনে আছে? এ-গুহা আমি ঠিক বার করবো!

কথা নয়...বেদবাক্য!

দশ মিনিট পরে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় জমাট বরফের গায়ে একটা গর্ত...প্রায় দুশো গজ নীচে নেমে গেছে...ভিতরটা অন্ধকার। নিশ্চয়, সুড়ঙ্গ!

উম্বোপা বললে—গুহা!

সূর্য অস্তাচলে চলেছে। ক'জনে ঢুকলেন সুড়ঙ্গে...ঢুকে একটু এগিয়েই ক'জনে শুয়ে পড়লেন...এখানে রাতের আশ্রয়। মরুভূমিতে জ্বলতে জ্বলতে আসা...খিদে! তেষ্টা! আর কি দারুণ পরিশ্রম! অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে হাত-পা যে অবশ...মাথা যেন অন্ধকারে ভরে জমাট পাথর হয়ে গেছে! কোনো চিন্তা নয়...কল্পনা নয়...আশা নয়! কাল সকালে যদি প্রাণগুলো থাকে, তখন নতুন করে প্রাণ-রক্ষার উপায় চিন্তা...জীবনের গতি ঠিক করা!

ঘুম তেমন হল না...কারো না! ঘুমে চোখ বুজে আসে...দশ মিনিট...বিশ মিনিট—তারপর চমকে সে ঘুম যায় ভেঙে! এমনি ভাবে রাত্রি কেটে প্রভাতে আবার সূর্যের আলো।

গুড ডাকলেন—আলান...

গুহার মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। সে-আলোয় যতদূর দেখা যায়, আলান ঠাহর করে দেখছেন—কি যেন তিনি দেখছেন। কি...কি...ওটা?

গুড বললেন—আলান...

আলান বললেন—চুপ! ঐ...

—হ্যাঁ। দেখেছি। মানুষ বলে মনে হচ্ছে!

সাবধানে এলিজাবেথকে আড়াল করে দাঁড়ালেন আলান। গুড এগুলেন সন্তর্পণে...দেখতে।

ক-পা এগিয়ে দেখে গুড তখনি ফিরলেন। বললেন—না, হেনরি নয়!

—তবে?

গুড বললেন—বুঝতে পারছো না? নিশ্চয় ডন জোস সিলভেস্টার! সে ছাড়া আর কে হবে?

—পাগল! সে মারা গেছে তিনশো বছর আগে!

—তাতে কি! এখানে এই ঠাণ্ডা...পাহাড়ের গুহায় জন্তু-জানোয়ার ঢোকে

না...মানুষ আসে না...মরে এইখানে পড়ে আছে। বরফের জন্যে পচেনি...গলেনি! এখানকার জল-বাতাসের কথা ভাবো! তাছাড়া আফ্রিকা মুল্লুকে মরা-মানুষও তাজা থাকে—জ্যান্ত মানুষের মতো!

এলিজাবেথও দেখলো।

গুড বললেন—না খেতে পেয়ে...খিদেয়-তেষ্টায় বেচারী এখানে প্রাণ দিয়েছে! কত আশা করে এসেছিল...আহা!

আলান বললেন—সে আশা নিয়ে এমন একা আসা...কোথাও কখনো সার্থক হয়েছে বলে শুনিনি!

গুড বললেন—আমরা দল বেঁধে এসেছি। আমাদের সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যৎবাণী করছো না তো আলান?

আলান জবাব দিলেন না...শুধু হাসলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুড, আলান আর এজিলাবেথ হঠাৎ দেখেন...পাহাড়ের মাথায় তিন মূর্তি। দেখে মনে হল, পৌরাণিক যুগের তিনটি প্রাণী...আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে নানা রঙের নক্সা...রঙের জেল্লাদার আচ্ছাদন। তিনজনেই মাথায় খুব লম্বা...বেশ জোয়ান চেহারা...পরনে সাদা রঙের টোগা। তার উপর সকলে গায়ে মেখেছে ঝক্‌ঝকে রঙ...রঙের সে-পালিশে রোদের তাত থেকে গায়ের চামড়া রক্ষা পাবে। কারো মুখে-গায়ে আঁকা ক'টা সূর্য...কারো গায়ে-মুখে কমলা রঙের ডোরা...কারো গায়ে নীল রঙের অসংখ্য নক্ষত্র।

হঠাৎ গুডের চোখে পড়লো...একটি হরিণ-ছানা। সেটি দেখিয়ে গুড বললেন আলানকে—হরিণের মাংস খাবো।—এর জন্যে একটি গুলি ধার দিতে পারো আলান?

আলান বললেন—মোটে তিনটি গুলি আছে—সম্বল!

গুড বললেন—ভোট নাও। ভোটে যা হয়...

আলান তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...

এলিজাবেথ বললে—যে খিদে পেয়েছে...পেটে যেন আগুন জ্বলছে!

তখন মারতে হল হরিণ-ছানাকে। তারপর যথারীতি তার মাংস রন্ধন এবং ভোজন।

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে দাঁড়িয়ে আছেন...উম্বোপা এসে সামনে দাঁড়ালো... আলানকে কি বললে।

সঙ্গে-সঙ্গে সকলে পাহাড়ের নীচে নেমে এলেন। নেমেই কমলা-রঙের ডোরা-পোশাক-পরা লোকটার পিছনে উম্বোপা ছুটলো সামনের মাঠ ধরে। বেশ খানিক এগিয়ে গেল সে।

গুড বললেন আলানকে—ও কি বলে গেল উম্বোপা? আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিনি।

আলান বললেন—আমিও ঠিক বুঝিনি। এ-ভাষা আগে কখনো আমি শুনিনি।

গুড বললেন—মনে হচ্ছে, ও ওর দেশে এসে পৌঁছেচে।

যাকে দেখে উম্বোপা ছুটলো, তাকে এঁরা আগে কখনো দেখেননি। ক-মিনিট পরে সকলে দেখেন, দূরে লাল টোগা গায়ে একে অচেনা মানুষের সঙ্গে উম্বোপা খুব তড়-বড় করে কথা কইছে। কথার সঙ্গে তাঁদের পানে দু'জনে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

আলান বললেন—আমাদের পানে চাইছে...নিশ্চয় উম্বোপা আমাদের পরিচয় দিচ্ছে।

তিনজনে এগিয়ে গেলেন...ওদের কথা শুনলেন।

সে লোক বললে—হ্যাঁ। একজন সাদা-জাতের মানুষ এসেছিল...

আলান বললেন—তা যদি হয়, আমার বিশ্বাস, সে হেনরি কার্টিস।

—কেন? গুড করলেন প্রশ্ন।

আলান বললেন—তার কারণ, এখানকার মানুষ বন্দুক দেখেনি কখনো। কার্টিসের কাছে বন্দুক ছিল।

কথাটা বলে আলান উদাস-নেত্রে চেয়ে রইলেন দিগন্ত-প্রসারের দিকে।

গুড বললেন—হরিণ মারতে আমরা বন্দুক ছুঁড়েছি—সেই বন্দুকের শব্দ শুনে ও-লোকটা এসেছে।

—ও।

লোকটা উম্বোপাকে কি বললে।

শুনে সকলকে নিয়ে উম্বোপা পাহাড়ের নীচে খানিক দূর এগিয়ে চললো। সামনে বরফ-ঢাকা পাহাড়...রানি-সেবার পাহাড়। এখানটায় পথ বেশ চওড়া...পাকা।

গুড বললেন—চমৎকার পথ তো। আমার মনে হয়, কিং সলোমনের রাজ্যে এসে গেছি।...ওটা কি?

খানিক দূরে পাথরের উপর একটা কাঠের ফলক...গুড ছুটলেন। ফলক দেখে তাঁর চিৎকার—পেয়েছি...পেয়েছি। ফলকে লেখা...কিং সলোমন্‌ রোড।

কথাটা বলে বালকের মতো উল্লাসে নৃত্য করে উঠলেন।

আলান আর এলিজাবেথ এলেন...উম্বোপা আর তার দেশালী লোকটাও এলো। এসে দেখেন, সত্যই।

এখানটা মরুভূমি নয়, কত রকমের ফসল ফলেছে...হিমেল বাতাস...

এলিজাবেথ বললে—ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম বলে মনে হয়। সেই রকমই না?

আলান বললেন—গরম দেশের মাঝে-মাঝে এমনি আবহাওয়াই দেখা যায়।

গুড বললেন—আমাদের ম্যাপখানা দেখেছো তো। কার্টিসকে তাহলে কাছেই কোনোখানে পাবো, মনে হয়।

আবার সন্ধান...এক জায়গায় কতকগুলো নুড়ি পাথর...

আলান বললেন—এদেশী মানুষকে এমনি করে গোর দেয়! বোধহয় কারো কবর।

—দেখা যাক কার কবর।

বুকে ছমছমানি...মনে কেমন সংশয়...ভয়। আলান পাথর-নুড়ি সরাতে লাগলেন—আর সকলে অধীর নয়নে তাকিয়ে আছেন। মাথার উপর আকাশে দীপ্ত সূর্য...রোদের কি তাত! একটা বন্দুক চোখে পড়লো—য়ুরোপীয়ান বন্দুক। তার কাঠের বাঁটে নুড়ি ঘষে ঘষে কতকগুলো অক্ষর লেখা...অক্ষরগুলো স্পষ্ট পড়া যায়।

লেখা আছে—গুলি-বারুদ-রসদ সব নিঃশেষ—উত্তর-পুব মুখে চললুম—সিধা। ২৩ গ্রোসভেনার স্কোয়ার, লন্ডন—এই ঠিকানায় এলিজাবেথ কার্টিসকে যদি দয়া করে এ খবরটুকু কেহ জানান, কৃতার্থ হবো। ইতি হেনরি কার্টিস—

তারিখ খোদা আছে...দু'বছর আগেকার তারিখ—১৮৯৬ সালের জুন মাস।

গুড লাফিয়ে উঠলেন—কার্টিস আলবত বেঁচে আছে, লিজা—আমি হলফ করে বলতে পারি।

এলিজাবেথের দু-চোখ মলিন...মুখে কথা নেই। আলান নির্বাক।

যেতে যেতে গুড বললেন—তুমি দুঃখ করছো কেন লিজা? তার সঙ্গে তোমার একদণ্ড বনতো না...তুমি তাকে দেখতে পারতে না। সেইজন্যই সে আরো পাগল হয়ে আফ্রিকায় আসে। তুমি তার সন্ধানে আসবে...সত্যি, আমিও স্বপ্নে তা ভাবিনি।

নিশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ বললে—কি গোঁ আমার মাথায় চাপলো। প্রথমে মনে হল, কী বীরত্ব ও দেখাতে চায় আফ্রিকায় এসে! আমিও পারি আফ্রিকায় আসতে। কিন্তু এসে দুঃখে-কষ্টে আমার যে শিক্ষা হয়েছে...বিশ্বাস করো, আমি আর আজ সে এলিজাবেথ নেই...নতুন মানুষ।

উম্বোপার দেশালী মানুষটির বয়স হয়েছে। সে এঁদের এ-পথে গাইড...উম্বোপার সঙ্গে।

সকলে চলেছেন...গতি বেশ দ্রুত।

গুড বললেন—তোমার হাতে ঐ জাদুদণ্ড—ওর শব্দে জীবজন্তু মারা যায়...লোকটা তাই ভয়ে মরে আছে ওতে! ভালো। ওর হাতে এখন আমাদের জীবন। কি উৎসাহে চলেছে, দেখছো, সকলের আগে।

আলান বললেন—আগে গিয়ে ও চায় ওর দলে খবর জানাতে। কিন্তু দলের লোক কেমন...বুঝছো তো, বুনো জাত যা হয়। এরা দুশমন, না, বন্ধু, কে জানে। কালুয়ানাদের মতো হলেই বিপদ। আমাদের বন্দুকের রসদ নেই। উম্বোপা কথায়

কথায় এখন ঝংকার তোলে...ওর কথায় বুঝেছি, মনে যেন সংশয়। এতকাল বেশ বশে ছিল...ছায়ার মতো বরাবর পিছনে ছিল। এখন নিজের মুল্লুকে স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

হঠাৎ এক জায়গায় ওর দেশালী চমকে দাঁড়ালো। যেভাবে দাঁড়ালো, দেখে মনে হল, খুব এক প্যাঁচের বক্তৃতা ঝাড়বে বুঝি। গায়ের উপর থেকে লাল টোগার আবরণখানা টেনে ফেললো—ভিতরে কৌপীনধারী...অর্ধ-নগ্ন বেশ। দেখে আলান চমকে উঠলেন। লোকটার বুকে-পিঠে নীল রঙ দিয়ে মস্ত দুটো সাপ আঁকা...কি নিখুঁত করে আঁকা। মাঝি-মাল্লাদের হাতে যেমন উল্কিতে আঁকা নক্সা-ছবি দেখা যায়—তেমনি। লোকটা দাঁড়িয়ে মাটি ছুঁয়ে একটু মাটি তুলে মাথায় মাখলো, কপালে মাখলো, গায়ে মাখলো—তারপর হাত নেড়ে তাকালো এঁদের দিকে।

আলান প্রায় ছুটে উম্বোপার কাছে এলেন।

লোকটা উম্বোপাকে দেশী-ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলে...

উম্বোপা ঐ ভাষাতেই দিলে সে-কথার জবাব।

শুনে আলান বললেন গুডকে আর এলিজাবেথকে— যে কথা হল, তার মানে, আমরা রাজার সঙ্গে এত পথ আসছি।

—রাজা!

—হ্যাঁ। উম্বোপা এখানকার রাজা। আলান বললেন—ওর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিল, ও এসেছে সে-সিংহাসন উদ্ধার করতে।

গুড এবং এলিজাবেথ...দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে আছে উম্বোপার দিকে। তাঁদের কুলি হয়ে মোট বয়ে...কত না কষ্ট করে উম্বোপা তাঁদের নিয়ে এসেছে। সেই উম্বোপা...এখানকার রাজা! তা যদি হয়, তাহলে মরুভূমির তপ্ত বালি, জঙ্গলের বিভীষিকা...কেন সে গ্রাহ্য করবে?

গুড প্রশ্ন করলেন আলানকে—ও উল্কির মানে?

কথাটা উম্বোপার কানে গেল। সে আলানকে দেশালী ভাষায় কি বললে।

তার ইংরেজি তর্জমা করে আলান বললেন—এ-দেশের রাজার রাজ-চিহ্ন ওটা! নতুন রাজা জন্মালে তার গায়ে এরা সাপ এঁকে দেয়...উল্কি দিয়ে দেগে। এ দাগ কখনো ওঠবার নয়!

উম্বোপা আরো কি বললে, তার মর্ম—এখানে ওয়াতুশি জাতের কাফ্রিদের বাস। ওর ঐ সঙ্গী হল খুব বড়ো দরের বনেদী এক অমাত্য। ওর নাম কাফা! ও আছে, ওর সঙ্গে আর-একজন লোক আছে। তারা দু'জনে আমাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদ রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

এ-কথায় দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। এর মধ্যে দু-চার জন করে

ওয়াতুশি আসতে আরম্ভ করেছে। তারপর বেশ বড় দল...মিছিল করে অগ্রসর হওয়া...কিং সলোমন রোড ধরে সকলে চলেছে।

আলান মাঝে-মাঝে ডাকছেন উম্বোপাকে। ডেকে তাকে নানা প্রশ্ন...উম্বোপা সব কথার জবাব দিচ্ছে। তার কথায় দ্বিধা নেই, জড়তা নেই...বেশ স্পষ্ট।

উম্বোপা বললে, রাজ্যের গদি চেপে এখন যে বসে আছে, তার নাম তোয়ালা...সম্পর্কে উম্বোপার খুড়তুতো ভাই। সকলে বলে, তোয়ালা ভারি বদ...কেউ তাকে ভালো চোখে দেখে না। সে যেমন স্বার্থপর, তেমনি নিষ্ঠুর।

কাফার নির্দেশে সকলে চলেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিস্তীর্ণ উপত্যকা পার হলেন সকলে। তারপর ঘন বসতি...পাশাপাশি ঘেঁষা-ঘেঁষি অজস্র পাতার ঘর। ওয়াতুশি মেয়ে-পুরুষ...দলে দলে বসে গল্প করছে...কেউ কাজ করছে। নাদুসনুদুস ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে ছোটাছুটি করছে।

এঁদের দেখে তাদের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। ভয়ও বেশ। সকলে এক-পা দু-পা করে পিছু হঠতে-হঠতে হঠাৎ কখন শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। এঁরা দেখলেন, কাফার এখানে খুব খাতির।

গ্রামের চারিদিকে...ক্ষেত...ক্ষেতে ফসল...কত-রকম ফসল...প্রচুর...অজস্র। আলান ঘুরে-ঘুরে দেখলেন! গ্রামের বাইরে একদল বাঁটুল কাফ্রির বাস...সাধারণ নিগ্রোর চেহারা। ওয়াতুশিরা জাতে বনেদী। তাদের চেহারার সঙ্গে এসব নিগ্রোদের চেহারার মিল নেই। ওয়াতুশিদের দীর্ঘ-জোয়ান দেহ...মুখের ছাঁদ ভালো এবং পরনে আব্রু আছে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে এসে সকলে যে জায়গায় পৌঁছুলেন, সেখানে অন্যরকম আবহাওয়া! সভ্য-ভব্য জায়গা...উঁচু একখানা বাড়ি...বাড়ির সঙ্গে কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড-ঘিরে চারদিকে উঁচু পাঁচিল।

কাফা বললে আলানকে—তোয়ালা রাজার বাড়ি...আর কম্পাউন্ড।

এঁদের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে এক-পাল ওয়াতুশি মেয়ে-পুরুষ—তারা বেশ সম্ভ্রম করে তফাতে তফাতে আসছে।

আলান বললেন গুড আর এলিজাবেথকে উদ্দেশ করে—উম্বোপার মুখে যা শুনলাম...মানে...ক-বছর আগে এখানকার রোজা-ডাক্তারের সঙ্গে খুড়ো চক্রান্ত করে। এই রোজা-ডাক্তারদের আমরা বলি, উইচ-ডক্টর। দু'জনে মিলে রীতিমতো চক্রান্ত করে। সে-চক্রান্তের ফলে বুড়ো রাজাকে অর্থাৎ উম্বোপার বাপকে মেরে ফেলে। উম্বোপা তখন ছোট! সিংহাসনে ওরই দাবি, কিন্তু উম্বোপার খুড়োটা ভয়ানক বদ। উম্বোপাকে সে দেয় জল্লাদের হাতে...কেটে ফেলবে বলে। আর নিজের ছেলে তোয়ালাকে খুড়ো বসায় সিংহাসনে!

গুড বললেন—প্যালেসের চক্রান্ত এই আফ্রিকাতেও! আমরা জানি, এ-সব চক্রান্তে য়ুরোপই শুধু ওস্তাদ!

আলান বললেন—উম্বোপার মা ছেলেকে নিয়ে নিঃশব্দে এখান থেকে যায় পালিয়ে। উম্বোপা শুধু এইটুকু জানে। আর এ-কথা সে জেনেছে তার মায়ের মুখে। মা মারা যাবার সময় তাকে এ-কথা বলে। তারপর সেই পাহাড়ী-ঝর্ণার ধারে আমাদের সঙ্গে দেখা...ঐ অঞ্চলেই উম্বোপা থাকতো তার মায়ের সঙ্গে।

সকলে চলেছেন এসব আলোচনা করতে করতে। দূরে-দূরে আরো অনেক বসতি।

আলান আরো নানা প্রশ্ন করলেন...কাফা যে জবাব দিলে, তার মর্ম আলান দিলেন বুঝিয়ে ইংরেজি তর্জমা করে।

আলান বললেন—এ-ধারে দু-জাতের কাফ্রির বাস। এক জাত এই ওয়াতুশি...আর এক জাত ঐ বেঁটে কাফ্রিরা...ওদের নাম বাহুতু জাত। ওরা গোলামী করে...কুলি-মজুরের কাজ করে। ওয়াতুশিরা এখানে আসে পাঁচ-সাতশো বছর আগে...এসে লড়াইয়ে এদের হারিয়ে গোলাম বানিয়ে রাজ্যপাট বসায়। ওয়াতুশিরা ভদ্র...সভ্য...কাজ-কর্ম করে।

গুড বললেন—ভালো বলতে হবে তো!

আলান বললেন—হ্যাঁ। ক-বছর ধরে এখানে নানা অশান্তি, বিরোধ চলেছে। ঐ বুড়ো খুড়ো...তার সঙ্গে বহু অমাত্য সভাসদ তোয়ালাকে গদিতে বসিয়েছিল—কিন্তু বসিয়ে অবধি এরা রাজা তোয়ালাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে আছে। যাকে বলে, গৃহ-বিপ্লব...সিভিল ওয়ার...বাধলো বলে।

সোৎসাহে গুড বললেন—উম্বোপা এসে গেছে...দেশের আসল রাজা। ওকে পেয়ে এখনি দুরন্তের উচ্ছেদ...আর কি। আর ওদের সে যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা এখানে এসে পড়লুম...সঙ্গে দু'টি মাত্র গুলি সম্বল।

চলতে-চলতে হঠাৎ বাধা। একদল বাহুতু-কাফ্রি পথে গরু তাড়িয়ে আসছে...চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। গরুগুলোর কি চেহারা...যেন এক একটা হাতি। প্রকাণ্ড শিং...শিঙে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ কত রকম রঙ করা...শিঙে ফুলের মালা জড়ানো। গরুগুলোর পালানে নানা রঙের নক্সা আঁকা। বাহুতু-গোয়ালাদের হাতে উইলোর ছড়ি...সে ঘড়ির ঘা মেরে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এঁদের দেখে রাখালদের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নেই। এ-সাদা জাতের মানুষগুলো হঠাৎ আবার এলো কোথা থেকে?

গরু দেখে গুডের চোখে পলক পড়ে না। তিনি বললেন—গরু বটে। হ্যাঁ। এমন গরু দুনিয়ার কোথাও আর নেই।

এলিজাবেথ বললে—এমন গরু আমি কিন্তু দেখেছি।

—দেখেছো? গুড ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন...বললেন—কোথায়? কোথায় দেখেছো, শুনি?

এলিজাবেথ বললে—ইজিপ্টে ঐ সব সমাধি-ভবনের দেয়ালে এমনি গরুর মূর্তি...নেই?

—ও, দেয়ালের মূর্তি! আমি জীয়ন্ত গরু দেখার কথা বলছি। ছবিতে আমরা ডায়নোসেরাস দেখেছি...তা বলে বলবো, কি জানোয়ারই না দেখেছি!

কাফা শুনলো এ কথা। শুনে কাফা বললে—ওয়াতুশি-জাতটা এখানে এসেছে আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল থেকে। উত্তরেই তো ইজিপ্ট। ইজিপ্ট থেকে তাদের আসা বিচিত্র নয়। তা যদি হয়, ইজিপ্টের গরু কি আর তারা সঙ্গে আনেনি? একই-জাতের গরু।

—তারা এলো কেন? গুড করলেন প্রশ্ন।

—নানা কারণ থাকতে পারে। দুর্ভিক্ষ...বন্যা...পীড়ন...অত্যাচার...প্লেগ...এমনি সব কারণেই দুনিয়ার নানা-জায়গায় মানুষ করছে নড়ে-নড়ে বসতি স্থাপন।...তবে পরে আমাদের জাত এখানকার জাতের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

গুড এই পুরাতত্ত্ব নিয়ে মশগুল হয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ নজর পড়লো, উম্বোপা নেই! গেল কোথায়? গুড করলেন প্রশ্ন।

ক'জনে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন...কোথাও তার চিহ্ন নেই!

এলিজাবেথ বললে—আশ্চর্য! না-বলে কখনো কোথাও যায় না তো!

—হ্যাঁ। গুড বললেন—দলেও অনেক লোক জুটেছে দেখছি। উম্বোপাকে এরা কোনো শলা-পরামর্শ দিলে না কি?

এ-কথার জবাব দেবার আগেই আলান দেখেন, সামনের দিক থেকে পতাকাধারী ক'জন ওয়াতুশি আসছে। তাদের হাতে ঢাল, সড়কি, বল্লম, বর্শা...গায়ে রকমারি নক্সা আঁকা। ওদের বিরাট শরীর। দেখে আলান বললেন—আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসছে নাকি?

গুড বললেন—অভ্যর্থনাটা অস্ত্রের মুখে হবে? না, হাসি-গল্পে? এদের প্রতি আমাদের কর্তব্য এখন?

আলান বললেন—বন্ধুর কর্তব্য। বেশ ইজ্জৎ রেখে...মাথা হেলানো নয়! সঙ্গে দু'টিমাত্র গুলি, মনে রেখো—তবু হাবে-ভাবে বোঝাতে হবে,—বহুত গুলি-বারুদ আছে, যার জোরে ওদের মুল্লুক ছারেখারে দিতে পারি আমরা।

ওরা এলো...ওদের দলপতি একটা লম্বা বক্তৃতা দিলে।

আলান বললেন—তোমাদের এ-ভাষা আমরা বুঝি না। কথার দরকার নেই...চলো আমাদের নিয়ে।

তারা চললো এঁদের পথ দেখিয়ে। দেশের বহু লোক—মস্ত ভিড় জমিয়ে সঙ্গে এসেছে। ভিড়ও চললো...নিঃশব্দে সসম্ভ্রমে—অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে।

চলা সেই কিং সলোমন্‌ রোড ধরে...ওয়াতুশি রাজ্যের রাজপুরীতে রাজা তোয়ালা নাকি বসে আছেন সাদা অতিথিদের দর্শনের প্রত্যাশায়।

সূর্য তখনো পশ্চিম-আকাশে হেলেনি। সকলে এসে পৌঁছুলেন রাজা তোয়ালার পুরীর কম্পাউন্ডে। পুরীর চারিদিকে লোকজন থাকবার ছোট-খাটো অসংখ্য ঘর...সেই সব ঘরের সামনে দিয়ে সকলে কম্পাউন্ডে ঢুকলেন। পুরী বেশ জমকালো...বড় বড় দেয়াল...বড় বড় থাম। পাথরের দেয়াল, পাথরের থাম...মিশরে যেমন দেখা যায়, তেমনি। রাজার পুরী ভিড়ে গমগম করছে। যেখানে যত লোক ছিল...সবাই এসে সভায় জড়ো হয়েছে।

পুরীর প্রাঙ্গণে এঁরা এলেন। রাজা তোয়ালা বসে আছেন উঁচু গদিতে।...আলান, গুড আর এলিজাবেথ এসে দাঁড়ালেন দেয়ালের গা-ঘেঁষে। সভার যত লোকের দৃষ্টি এঁদের তিনজনের উপর!

আলান দেখছেন রাজাকে। বেশ জোয়ান চেহারা...নাক-চোখের গড়ন মানুষের মতো। কাফ্রির মতো বেঁটে নয়...অমন খ্যাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট বা কোঁকড়ানো চুলও নয়...রঙও মিশ-কালো নয়! রাজার মাথায় পালকদার টুপি...কপালে ডিমের মতো একখানা হীরে ঝকঝক করছে! রাজার পিছনে রাজার দেহরক্ষী সেনার দল...সকলের পরনে রঙিন পোশাক...রঙে রঙে সভা রঙিন। রাজার পাশে রানি...সুন্দরী...পরনে সাদা টোগা। সে টোগায় সারা অঙ্গে আব্রু রক্ষা হয় না।

আলানদের সঙ্গে যে লোক ছিল...সে ওখানকার ভাষায় রাজাকে বক্তৃতায় অনেক কথা বললে। বিশেষ করে আলান, গুড...ওঁদের হাতের বন্দুক সে দেখালো ভালো করে।

রাজা দেখলেন। দেখে কপাল কুঁচকে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলেন।

তারপর তিনি তাকালেন পাশে যে ফৌজ দাঁড়িয়ে...তাদের দিকে। তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে রাজা কি বললেন।

রাজার কথা শোনবামাত্র ফৌজের দলে চাঞ্চল্য! দল ছেড়ে দু'জন ফৌজদার এলো বেরিয়ে...তারা আসছে আলানের দিকে।

আলান দেখলেন, তাদের চোখে হিংসা...হাতে লোহার ঢাল...সেই সঙ্গে বর্শা, বল্লম আর সড়কি...ঝকঝক করছে সেগুলোর ধার!

তারা এগিয়ে আসছে...সড়কি বেশ বাগিয়ে ধরেছে!

আলান দু-পা হঠে গেলেন...দেয়াল ঘেঁষে...এ আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন বলে।

এর মধ্যে কি যে ঘটলো...গুডের কাছে আলান তা শুনেছেন ঘটনার পর। উম্বোপার সেই লোক...যার পরনে কমলা-রঙের ডোরাদার টোগা...সে একখানা লম্বা ধারালো ভোজালি দিয়েছে সকলের অলক্ষ্যে গুডের হাতে...তাছাড়া গুডের হাতে ছিল বন্দুক...বন্দুকে গুলি ভরা...ফৌজটা সড়কি তুলেছে...আলানের কাঁধে সবলে সেটা দেবে বিঁধিয়ে...এমন সময় গুডের হাতের বন্দুক থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী

তুলে ছুটলো গুলি...গুড়ুম! বন্দুকে গুড়ের তাগ্‌ অব্যর্থ। এ-তাগ্‌ ফসকালো না...ফৌজের হাত থেকে সড়কি খসে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দেহখানা কাঠের মতো শক্ত হয়ে দুম্‌ করে মেঝেয় পড়লো লুটিয়ে!

দেখে রাজা তোয়ালার চক্ষুস্থির। সভায় ভয়ানক দাপাদাপি...অর্ধেকের উপর লোক কোনোমতে পড়তে-পড়তে যে দিকে যে পারে, ছুটে পালালো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তোয়ালার মুখ ভয়ে নীল। এ-কি সাংঘাতিক নল ওদের হাতে! নল থেকে ধোঁয়া ছুটে গুড়ুম করে আওয়াজ...অমনি জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষটা মরে পড়ে একেবারে কাঠ। কিন্তু শয়তানিতে রাজার মাথা পাকা। তিনি ভাবলেন, সামনা-সামনি নয়...কৌশল করে এদের মারতে হবে। মিষ্টি ভাব...মুখে খুব মিষ্টি কথা...ব্যবহারে ভয়ানক শিষ্টতা। তারপর তলে-তলে...

আলান বললেন—আমরা আকাশ থেকে আসছি...আমরা দেবতা। ঐ যে আকাশে দ্যাখো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র...ওরা আমাদের জাত। আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো যদি, আরামে থাকবে। বদ মতলব করো, প্রাণে সকলে মারা যাবে।

রাজা বললেন—ঠিক আছে, ভুল বোঝাবুঝির জন্য যা হবার, তা হয়ে গেছে, এমন আর হবে না। এখন তাহলে আলাপ-আলোচনা...

গুড বললেন আলানকে—বেটাদের মতলব বুঝছো?

—খুব। তবে লাগতে এখন ভরসা পাবে না। আমাদের ম্যাজিক-নলের শক্তি দেখে ওদের তাক লেগে গেছে।

—কিন্তু মুশকিল। আর একটিমাত্র গুলি সম্বল। গোটাকতকও যদি থাকতো—এদের বুঝিয়ে দিতে পারতুম।

আলান বললেন এখানে আসার উদ্দেশ্য—কার্টিসের কথা বললেন...

রাজা শুনলেন। বুঝলেন, এঁরা এসেছেন কার্টিসের সন্ধানে।

রাজা বললেন—ও...তা তাঁর কথা জানি না তো। দেখুন সন্ধান করে। তাছাড়া এখানে দেখবার অনেক কিছু আছে—এসেছেন যখন, দেখুন। এখানে পাহাড় আছে...দেখবার মতো। পাহাড়ে কত সুড়ঙ্গ...সেখানে যেতে পারেন...আপনাদের মন-মর্জি। চারিদিকে কত তোষাখানা। সেবার-পাহাড়ের পর থেকে এদিকটাতে প্রচুর ঐশ্বর্য...গাগুল সে-সব জানে। গাগুলকে বলছি, আপনাদের সে-সব দেখিয়ে আনবে।

গাগুল হল সেই উইচ ডক্টর। লোকটা সভায় ছিল...চেহারা বেঁটে মর্কটের মতো...মানুষের মতো দু-পায়ে শুধু চলে...নাহলে চেহারা মোটে মানুষের চেহারা নয়। হাত-পাগুলো জানোয়ারদের লোমওয়ালা থাবার মতো...গায়ে হাড়ের উপরে শুধু চামড়া...মাস নেই।

আলান বললেন—কার্টিসকে সাবাড় করেছে...আমাদেরও কার্টিসের কাছে চালান করবার মতলব।

গুড বললেন—এতে 'না' বলা চলে না। আমরা রাজি হই, কি বলো?

আলান বললেন—হ্যাঁ।

তিনজনে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পথে একদল বাহুতু রাখাল...তাদের হাতে ক-গাছা ছড়ি...ছড়িগুলো চার-ফুট করে লম্বা।

আলান বললেন—এগুলো হল মশাল।

গাগুল এলো। বাহুতুর দল সসম্ভ্রমে গিয়ে দাঁড়ালো গাগুলের পিছনে।

গাগুলের বেশ বয়স হয়েছে...কারো পরোয়া করে না। ভয়ানক দাম্ভিক...ধরাকে দেখে যেন মাটির সরা। ইশারায় গাগুল জানালো আলানদের...আমার পিছু পিছু এসো।

বাহুতুর দল চললো গাগুলের পিছনে। তাদের ঠেলে-ঠুলে আলান এলেন ঠিক গাগুলের পিছনে...গুড এবং এলিজাবেথ আলানের পিছনে...তবে বেশ খানিক তফাতে।

কম্পাউন্ড ত্যাগ করে সকলে চললেন পাহাড়ের দিকে। যেতে যেতে গাগুল মাঝে মাঝে এমন চোখ করে তাকাচ্ছে এলিজাবেথের দিকে...এলিজাবেথের গা ছম-ছম করছে।

গুড বললেন—মারি ব্যাটার মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোরসে একটি ঘা।

এলিজাবেথ শিউরে উঠলো,—বললে—না,...না...খবর্দার।

এলিজাবেথের হাতে রাইফেল। এলিজাবেথ বললে—এটা যতক্ষণ আমার হাতে আছে, ওর সাধ্য হবে না, কিছু করে।

আলান চলেছেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে...কেউ কোনো রকমে না এতটুকু কায়দা পায়।

এক ঘণ্টা চলে সকলে এসে পৌঁছুলেন পাহাড়ের নীচে। এখানে কিং সলোমন্‌ রোড শেষ হয়েছে। এবার পাহাড়ে উঠতে হবে। শুষ্ক-রুক্ষ পাথরের পাহাড়...ছোট-বড় অসংখ্য পাথর গায়ে-গায়ে লেগে আছে। কোথাও ঘুরে...কোথাও সেগুলোর ফোকর দিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথ। বুড়ো গাগুল তোফা চলেছে...বানরের মতো গতি। এঁদের তিনজনের বেশ কষ্ট হচ্ছে। সব-চেয়ে উঁচু যে পাহাড়টা...সে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। নীচে যেন খেলাঘরের দেশ। পাহাড়ের মাথায় একদিকে গুহা...গাগুল এলো নাক উঁচিয়ে গন্ধে-গন্ধে সেই গুহার সামনে। ঘেঁষ-ঘেঁষ কতকগুলো পাথরের আড়ালে লুকোনো গুহার মুখ। যে জানে না, তার পক্ষে এ-গুহামুখ খুঁজে বার করা অসম্ভব। মুখের কাছটা দেখাচ্ছে পাথরের গায়ে খানিকটা গাঢ় কালো ছায়া যেন।

গাগুলের ইঙ্গিতে বাহুতুরা মশাল জ্বালালো। আলান, গুড, এলিজাবেথ—এঁদের

তিনজনের হাতে দেওয়া হল জ্বলন্ত এক-একটা মশাল। গাণ্ডল নিজে একটা নিলে। তারপর ক'জন বাহুতুকে গুহার মুখে পাহারায় থাকতে বলে এঁদের নিয়ে গাণ্ডল ঢুকলো গুহার মধ্যে।

ঢুকে একটু নেমেই সুড়ঙ্গ...সুড়ঙ্গ গেছে ডান দিকে...বাইরের এতটুকু আলো ঢুকছে না...মশালের আলোয় ভিতরটা লাল টকটক করছে।

ভিতরে রীতিমতো গোলকধাঁধা। বাঁক আর বাঁক...বাঁকের অন্ত নেই। আশ্চর্য, এমন অন্ধকার, অথচ গুহার মধ্যে একটা বাদুড়, কি একটা চামচিকে পর্যন্ত নেই।

খানিক যাবার পর গাণ্ডলের পিছনে-পিছনে সকলে নীচে নামতে লাগলেন। উপরে পাহাড়ের গা-চুঁয়ে জল ঝরছে...অবিরাম জল ঝরছে! জল-ঝরার শব্দ ক্রমে বেশ উঁচু পর্দায় উঠলো। এবার সকলে নেমে চলেছেন...নেমে চলেছেন...মশালের আলোয় সকলের মূর্তি দেখাচ্ছে যেন কোন্ প্রাচীন আধিভৌতিক জীব।

এলিজাবেথের মুখ ভয়ে সাদা...আলান ধরেছেন এলিজাবেথের হাতখানা চেপে...

হঠাৎ গাণ্ডল বললে—এ পথ এমনি গেছে...নীচে, অনেক নীচে...এ পথের শেষ নেই!

আলান বললেন—চলো...আমরা এ-পথের শেষ পর্যন্ত না দেখে ফিরবো না।

আরো খানিক নেমে একখানা কপাট...পাথরের খিলান। খিলানের পর খিলান... আঁকা-বাঁকা...মাঝে মাঝে মানুষের মূর্তি...কাঠের, না, পাথরের ফ্রেম শুধু...আকার কিন্তু মানুষের ছাঁদে!

আলান বললেন—যত রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাওদের কবর—ওগুলোর মধ্যে ছিল তাঁদের দেহ। হাজার-হাজার বছরের অন্ধকারে ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেছে!

শুনে এলিজাবেথ শিউরে উঠলো!

আরো খানিক এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা টেবিল। গুহার মধ্যে বড় হল...টেবিলটা সেই হলের মাঝখানে। টেবিলে নক্সার কি কাজ...কি বাহার! টেবিলের সামনে দাঁড় করানো এক নর-কঙ্কাল...কঙ্কালের হাত-দু'খানা টেবিলের ওপর রাখা। কঙ্কালের কোথাও এতটুকু মেদ বা মাংসের চিহ্ন নেই। মানুষের সাইজের চেয়ে পাঁচগুণ বড় এ-কঙ্কালের সাইজ। বীভৎস হাঁ...দেখলে ভয় করে!

কঙ্কাল দেখে চোখ বড় করে আলান বললেন—আরে বাস্...এ আবার কি!

গুড বললেন—সত্যি! ওগুলোই বা কি?

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আলান দেখছেন...হলের চারদিকে...অনেকগুলো মূর্তি! তিনি বললেন—কবরের গর্তে এনেছে আমাদের!

গুড বললে—মতলব? জ্যান্ত সমাধি?

—আশ্চর্য নয়! তবে বাছাধন এত সহজে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। এবার তাহলে রীতিমতো হুঁশিয়ার!

আলান তাকালেন গাণ্ডলের দিকে...বললেন—উপরে চলো...

গাগুলের কুতকুতে চোখে তখন যে-দৃষ্টি...গাগুল হাসলো—হি...হি...হি...!

অপূর্ব হাসি। গাগুল দেখালে আঙুল দিয়ে একটা দেয়াল।

বড় কঙ্কালের পিছনে এ-দেয়াল! আলান গেলেন সেই দেয়ালের দিকে—গুডকে আর এলিজাবেথকে যেতে দিলেন না। গাগুল চললো আলানের সঙ্গে।

দেয়ালের ওদিকে ঘর...সেই ঘরে দাঁড়ালেন আলান...গাগুলও দাঁড়ালো। ঘরের দেয়ালগুলো বড়-বড় পাথর কেটে তৈরি...মানুষের হাতে তৈরি! কত রঙের মার্বেল পাথর। ঘরের মধ্যে কত মণি-রত্ন...হীরে...এক একখানার সাইজ অস্ট্রিচের ডিমের মতো! আকাটা হীরে! আলান বুঝলেন, এইখানে আসতে চেয়েছিল হেনরি কার্টিস...এইখানেই আসতে চেয়েছিল ডন জোস সিলভেস্টার!

আলান ডাকলেন গুডকে...এলিজাবেথকে।

তাঁরা এলেন...এসে দেখলেন। চোখ ঝলসে যায়...প্রাণ মেতে ওঠে...এত ঐশ্বর্য! এত ঐশ্বর্য আছে দুনিয়ার এই কোণে সকলের চোখের আড়ালে! আশ্চর্য!

গুড বললেন—এই তাহলে রাজা সলোমনের হীরের খনি!

সকলে দেখছেন...দেখছেন...বিহ্বল-বিভোর হয়ে!

হঠাৎ এলিজাবেথের চিৎকার!

চমকে আলান দেখেন, গাগুল তার মশাল উঁচু করে ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে—একখানা পাথর সে ঠেলে ফেলে দেবে, তার উদ্যোগ করছে।

আলান লাফ দিয়ে গাগুলের ঘাড়ে পড়লেন। গাগুল একটা কঙ্কাল টেনে বার করেছে...আলানের ধাক্কায় গাগুল হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লো! সঙ্গে-সঙ্গে এলিজাবেথকে কাঁধে তুলে নিয়ে মশালের আলো ফেলে আলান উঠতে লাগলেন উপর দিকে...তাঁর আগে আগে চলেছেন গুড। ক-ধাপ উপরে এসে গাগুলের পৈশাচিক চিৎকার শুনে আলান থমকে দাঁড়ালেন। এলিজাবেথকে নামিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। গাগুল তখন একটা থাম ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে—আর তার ক'জন লোক মারছে সে-থামে ডাণ্ডার ঘা! একখানা বড় পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে আলান সেটা ছুঁড়লেন গাগুলকে লক্ষ্য করে। সেটা লাগলো গাগুলের গায়ে—পাথরের ঘা খেয়ে গাগুল চিৎকার করে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গুহা উঠলো কেঁপে...এবং সেই থামটা উপড়ে খসে হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে পড়লো! চকিতে প্রলয় ব্যাপার!

এঁরা খুব বেঁচে গেছেন। তিনজনে তখন মশাল-হাতে উপরে উঠতে লাগলেন...গুহামুখের সন্ধানে।

তারপর জীবন-পণ সংগ্রাম।...এই অন্ধকার পাতাল-গহ্বর...হঠাৎ পাথরের দেয়াল-খিলান ধসে পড়ে পথ গেছে বন্ধ হয়ে! তাছাড়া মশালের আলোয় কখনো আঁকা-বাঁকা পথে চলা, কখনো ওঠা, কখনো নামা...গোলকধাঁধার এ-মহাব্যূহ ভেদ করে

কি তাঁরা বেরুবেন? আসবার সময় পথের কোনো সন্ধান রাখেননি! কাজেই এখন সন্ধান করে বেরুনো...আকাশকুসুমের স্বপ্ন!

তা-বলে চুপচাপ বসে যদি ভাবেন, ভাগ্য এসে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাবে না। উম্বোপার কথা মনে হচ্ছে...রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে সেই রাজার সভায় যাওয়া...তখন থেকে আর উম্বোপার দেখা পাওয়া যায়নি। কাফা মস্ত সহায় হয়েছিল...সভায় যখন ফৌজ আসে আলানকে মারতে। কিন্তু কোথায় কাফা? কোথায় উম্বোপা? তারা কোনো সন্ধান রাখছে না?...উম্বোপা এখন প্রকাশ্যে দেখা দিতে পারে না...লোকজনের মন-মেজাজ বুঝে তবে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

এমনি নানা চিন্তা...আলান আর গুড প্রাণপণে ডাণ্ডা মেরে গুহার মধ্যে দেয়াল ভাঙছেন...কপাট ভাঙছেন...মেঝেয় গর্ত করছেন...তিনটে মশাল এক করে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ...আলোয় আলো হয়ে আছে গুহার ভিতরটা।

এঁরা দুজনে সমানে কাজ করে চলেছেন...কতক্ষণ...কোনো খেয়াল নেই কারো। হাত-পা-পিঠ সব অবশ...টন্‌টন্‌ করছে। কিন্তু নিষ্ফল...নিষ্ফল...এত পরিশ্রম মিথ্যা।

আলান বললেন—থামো গুড...কোনো ফল হবে না।

মলিন দৃষ্টিতে গুড তাকালেন আলানের পানে...মশালের আলোগুলো ঢিমে হয়ে আসছে...

আলান বললেন—না, পথ করে বেরুনো অসম্ভব। তার উপর এখানে বাতাস পাবো না। বাতাস না পেলে মশাল জ্বলবে না, নিজেরাও নিঃশ্বাস বন্ধ করে দম আটকে মারা যাবো...তিনজনেই।

গুড বললেন করুণ কণ্ঠে—সেই মতলবেই রাজা খাতির করে খনি দেখতে পাঠিয়েছে।

রাগে-আক্রোশে আলানের মনে হচ্ছে, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে এখনি আত্মহত্যা করেন। ছি-ছি, এমনি দুর্বুদ্ধি তাঁর কেন হল? রাজার সদ্য ঐ হত্যার প্রয়াস...বন্দুকের গুলির জোর দেখে তখন বন্ধুত্ব করা! এতে না ভুলে দু'দিন ওর হাবভাব লক্ষ্য করা উচিত ছিল। সে-দু'দিন কাফা কিংবা উম্বোপার সঙ্গে পরামর্শ...তা করলেন না। বুদ্ধির অতি-দর্পে এমন সর্বনাশ করে বসলেন!

কিন্তু না, আপসোস করে কোনো ফল হবে না। তিনি দায়ী এ-দু'জনের প্রাণের জন্য। তিনি তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বেচারী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে...হাতের মশাল নিবু-নিবু।

গুড বলে উঠলেন—মশাল যে নিবে যাবে, আলান। হাওয়া...হাওয়া চাই।

—এখানে হাওয়া কোথায় পাবে? কথাটা বলে আলান একটা মশাল নিলেন এলিজাবেথের হাত থেকে। নিয়ে সেটা তুলে ছাদের পাথরে ঠেকালেন...হঠাৎ,

একি, মশালের আলো প্রখর হল! আলান বললেন—উপরে কোথাও ফুটো আছে নিশ্চয়...সেই ফুটো দিয়ে বাতাস আসছে।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার ক্ষীণ রশ্মি! সত্যই বাতাস আসছে! কতকালের পুরোনো ছাদ...সে ছাদে ফুটো-ফাটা থাকবে, বিচিত্র নয়!

মশালগুলো গুড তুলে ধরলেন। নিবু-নিবু মশালের শিখা আবার তীব্র তেজে জ্বলে উঠলো।

আলান চুপ করে নেই—ছাদে-দেয়ালে সমানে ডাণ্ডা ঠুকছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—শোনো তো...

একটা শব্দ যেন! দেয়ালের ও-পাশে শব্দ। সেই দেয়ালে তিনি ঘন ঘন আঘাত করতে লাগলেন। আওয়াজ শুনে আলান বললেন—আমার কি মনে হয় জানো? এটা পাথরের দেয়াল নয়—দরজা। এ দরজা খোলে ভিতর দিক থেকে...সেই জন্যই গাগুল প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এই দরজার কাছে আসতে!

ডাণ্ডার পর ডাণ্ডা...তার উপরে গুড আর আলান দেন সবলে ধাক্কা...এলিজাবেথ ধরে আছে এক-করা তিনটে জ্বলন্ত মশাল। ডাণ্ডা তুলে গুড আর আলান মারছেন ডাণ্ডার পর ডাণ্ডা।

মস্ত একটা চাঙড় সশব্দে খসে পড়লো...খসে সেটা পড়লো এঁদের পায়ের কাছে! খসে পড়তে দেখেন, আলাদা এক চাঁই পাথর! দেয়ালের ফোকর বন্ধ করা হয়েছিল এটা গুঁজে...বোতলে যেমন ছিপি আঁটা থাকে, তেমনি! জোড়ের মুখে কাদার মিহি প্রলেপ এমন পরিষ্কার করে লাগানো যে, বাইরে থেকে দেখে সে জোড় বোঝা যায় না!

এ-চাঙড় খসে পড়তে যে-শব্দের জন্য আলান আকুল, সে-শব্দের অর্থ বোঝা গেল। জলের খরস্রোত...তেমনি শব্দ...নীচে...অনেক নীচে কিন্তু! মেঝেয় একটা গর্ত নজরে পড়লো। সেই গর্তে চোখ লাগিয়ে আলান উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। কিছু দেখতে পেলেন না, অনেক নীচে মিশকালো অন্ধকার...তবে জলের স্রোত বয়ে চলেছে...কলকল শব্দ...

তিনি উঠে দাঁড়ালেন...বললেন—তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি এখনি আসছি!

বলে একটা মশাল নিয়ে কোনোমতে তিনি দেয়ালের ও-পাশে গেলেন।

তখনি ফিরে এলেন। এসে বললেন—নীচে নদী আছে...অনেক নীচে! যেমন করে হোক, ঐ নদীতে গিয়ে নামতে হবে! সকলে সাঁতার জানি—সাঁতার কেটে কোনোমতে বেরুনো—

গুড বললেন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে—কিন্তু ও-নদী যদি বরাবর পাহাড়ের তলা দিয়ে গিয়ে থাকে—বাইরে কোথাও যদি না বেরিয়ে থাকে?

—তবু চেষ্টা করা চাই। যদি তাই হয়...জলে স্রোত রয়েছে যখন তখন সে

স্রোতে ভেসে কোথাও না কোথাও বেরুবো নিশ্চয়! এখন এখান থেকে বেরুনো...হামা দিয়ে হোক—যেমন করে হোক...চাইই।

ঘণ্টাখানেক হামা দিয়ে...বসে বসে...কখনো খাড়া হয়ে চলে তিনজনে এলেন দীর্ঘ সোপান-শ্রেণির সামনে। সোপান-শ্রেণি এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে সুড়ঙ্গপথের ধরনে...কোথায়, কে জানে।

গুডের কাছে এক-থলি হীরা-চুনি-পান্না। গুড বললেন—মরি আর বাঁচি...এগুলো আমি ছাড়তে পারবো না। যদি বাঁচি...এর জোরে লাখোপতি। যদি মরি...সান্ত্বনা থাকবে—মণি-রত্নের মালিক হয়ে মরেছি।

তিনজনের হাতে জ্বলন্ত তিনটে মশাল। তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছেন...অফুরন্ত সিঁড়ি...এর আর শেষ নেই! কোন পাতালে যে নেমে গেছে...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সিঁড়ি নামা...তারপর ঠান্ডা এক ঝলক বাতাস লাগলো গায়ে! সে-বাতাসে রাজ্যের আরাম!

আলান বললেন—নদী...ঐ...

গুড বললেন—সাঁতার কাটতে হবে?

—নিশ্চয়।

তিনজনে জলে নামলেন। ঠান্ডা জল...কিন্তু বেশ পরিষ্কার।

আলান বললেন—মশালগুলো বাঁচিয়ে...বন্দুক আর মশাল উঁচু করে তুলে...যতক্ষণ পারা যায়...ডুব-জলে না যাই, হাঁটতে হাঁটতে চলা...আমি ধরি এলিজাবেথের হাত...

ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দেহের অতি ক্লান্তি...মনে হল, যেন আর নেই! দেহে যেমন নতুন শক্তি, মনে তেমনি নতুন আশা...নতুন উৎসাহ!

দশ-বারো ঘণ্টা হবে...তারপর গুড চিৎকার করে উঠলেন...অত আলো কিসের?

আলান বললেন—সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবো! দিনের আলো...বাইরে পৃথিবীর আলো...

ক'জনে তীর পেলেন। পাহাড়ের রুক্ষ দেহ...তাই ধরে জল থেকে উপরে ওঠা!

উঠতেই কানে শুনলেন—ঢাকের বাদ্যি...ট্যামটেমির আওয়াজ! মরণের সংকেত নয় তো?

এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে...বললে—কিসের বাজনা?

আলান বললেন—যুদ্ধের। মনে হয়, উম্বোপা সিংহাসন দাবি করেছে!

—শেষে লড়াইয়ের মধ্যে এসে আমরা উঠলুম!

গুড বললেন—ঢের ভালো। অন্ধকূপে দম বন্ধ হয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধে মরা—তাতে বহুত আরাম! এখন আমাদের কর্তব্য?

আলান বললেন—রাজপুরীতে আবির্ভাব। কিন্তু আমার মনে হয়, এ বাজনা...উৎসবের, আনন্দের। রাজা জানে, আমাদের সাফ করে ফেলেছে...রাজ্য নিষ্কণ্টক...তাই উৎসবের ব্যবস্থা করেছে।

এলিজাবেথ বললে—ওদের মনের এ-ধারণা নাই-বা দূর করলুম আমরা! এতে ওদের শান্তি—আমাদেরও শান্তি।

আলান বললেন—আমাদের এখন আশ্রয় নিতে হবে...ও-সব ঝামেলা থেকে দূরে...নিরাপদ জায়গায়।

নিশ্বাস ফেলে গুড বললেন—বেচারী উম্বোপা...ওর এখনি রাজা হয়ে গদি চেপে বসা দরকার। সত্যি, লোকটার মন-মেজাজ রাজার মতোই!

এলিজাবেথ বললে—তাতে সন্দেহ আছে?

তিনজনে চলতে চলতে এক অনিবিড় বনের কোলে এসে পৌঁছুলেন। এখানে বসতির চিহ্ন নেই।

আলান বললেন—ঘুরে দেখি, কোনো গোয়ালাকে যদি পাই...তাহলে কিছু দুধ-ছানা নিয়ে আসি...সেই সঙ্গে রাজ্যের খবর...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উম্বোপার জন্য তিনজনের অস্বস্তির সীমা নেই। বেচারীর হল কি? দীর্ঘ পথে অনুগত সঙ্গী...মাইনা-করা ভৃত্যের চেয়েও বেশি...তাঁদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল! প্রতিদানে চেয়েছিল শুধু তাঁদের সঙ্গে নিজের দেশে ফিরতে। দেহে সাপ-আঁকা রাজ-টিকা...সে টিকার জোরে নিজের হারানো গদি ন্যায্য দাবিতে অধিকার করবে!

পরের দিন সকাল হলে আলান বললেন—নেমে দেখতে হবে। তবে যেদিকে ট্যামটেমি আর ঢাকের আওয়াজ...ওদিকে নয়...অন্যদিক দিয়ে যাওয়া।

তিনজনে পাহাড় থেকে নামলেন। নেমে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছেন অন্য পথে—যথাসম্ভব বনের গাছপালার আড়ালে আড়ালে হুঁশিয়ার ভাবে আত্মগোপন করে।

চলতে-চলতে যে-জায়গায় এলেন—এইখানেই পাহাড়ের ক'টা পাথর পড়েছে খসে। আগে বেশ খানিকটা জমাট অন্ধকার...তারপর অনেকখানি খোলা জায়গা। ও-জায়গা পার না হয়ে সেবার পাহাড়ের দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না!

আলান বললেন—রসদপত্রের যে-অবস্থা, ওদের চোখে এখন না পড়লেই ভালো হয়। একটু দূরে দেখছেন...তোয়ালা রাজার পুরী...সেই কম্পাউন্ড! ওখানটায় বেশ ভিড় জমেছে। রাজা তোয়ালার উৎসব এখনো শেষ হয়নি, বোধ হয়!

ও-দিক ছেড়ে এঁরা ধরলেন ডান দিকের পথ। এ-পথে ঝোপ-ঝাপে আড়াল

আছে। মাত্র পঞ্চাশ-ষাট পা এগিয়েছেন, হঠাৎ দেখেন দূরের খোলা মাঠে একদল ওয়াতুশি...

আলান শিউরে উঠলেন! তিনি বললেন—এখনি লুকোতে হবে...যত শীঘ্র সম্ভব।

গুড বললেন—কিন্তু ওরা আমাদের দেখেছে!

—আমারো তাই মনে হয়। এদিকে আসছে—দেখেই আসছে। আলান বললেন।

এলিজাবেথকে টেনে তিনি একটা ঘন ঝোপের মধ্যে দিলেন বসিয়ে! বললেন—শব্দ নয়...নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকুন...চুপচাপ...আমরা দেখি, কি হয়!

সে-ঝোপ থেকে খানিক দূরে গিয়ে আলান আর গুড দাঁড়ালেন ওদের দিকে চেয়ে। ওদের বেশ করে দেখছেন...সেই সঙ্গে মাথায় নানা মতলব...কি করে ওদের রোখা যায়...কি ভয় দেখিয়ে ওদের হঠাবেন এ-তল্লাট থেকে!

ওরা কাছে এসে পড়েছে...দু'জনে একাগ্র-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ওদের পানে!

যে লোকটি সকলের আগে...হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে—বাওয়ানা...

পরিচিত কণ্ঠ...এ কণ্ঠ উম্বোপার। তিনজনেই চিনলেন।

ঝোপ থেকে এলিজাবেথ বেরিয়ে এলো।

আলান ছুটে গিয়ে উম্বোপাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগভরে বললেন—উম্বোপা!

উম্বোপার দলের লোকজন এসে পড়লো। উম্বোপা তাদের কি বললে—শুনে তারা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে এঁদের করলো অভিবাদন।

তাদের উদ্দেশ করে উম্বোপা বললে—বন্ধু...দুর্দিনের বন্ধু! এঁদের যেন কোনো কষ্ট না হয়, সকলে দেখবে।

তারপর আলাপ-আলোচনা।

উম্বোপা বললে, রাজ্যের যারা সর্দার...তাদের কাছে নিজের গায়ের সাপের ছবি দেখিয়ে গদির দাবি সে পেশ করেছে। পরামর্শে ঠিক হয়েছে...মল্লযুদ্ধ হবে দু'জনে...যে জিতবে, সিংহাসন তার। এরা যুদ্ধ করবে না। তার কারণ, যুদ্ধ হলে বহু রক্তপাত...বহু লোকের প্রাণ যাবে...রাজ্যে দারুণ অশান্তি, বিপ্লব, অভাব-অভিযোগের অন্ত থাকবে না!

শুনে গুড বললেন—চমৎকার ব্যবস্থা তো! তোমাদের মন্ত্রিসভার বুদ্ধি আছে, উম্বোপা...আমাদের সভ্য জগতের মতো নয়! আমাদের এ-বিরোধ...যুদ্ধ আর লোকক্ষয় না হয়ে মেটে না!

আলান বললেন—তোয়ালা এতে রাজি?

—না। উম্বোপা বললে—সে কিছুতে রাজি হতে চায় না। সে বলে, সে নির্বিবাদে এতকাল রাজত্ব করছে...বন থেকে হঠাৎ আজ ও এসে বলে, গদি চাই, অমনি গদি দিতে হবে? এ কেমন কথা! এমন তো আখচার হতে পারে!

যে-সে আসবে কোনদিন...এসে বলবে, রাজ্য চাই! অমনি রাজাকে করতে হবে তার সঙ্গে লড়াই? না, এ হতে পারে না!

এলিজাবেথ বললে—শেষে কি ঠিক হল?

উম্বোপা বললে—কাফা, আর অন্য ওমরাওরা বললে—এতে যদি রাজি না হও, তাহলে আমরা বিচার করে যার গদি, তাকে দেবো।...এ কথা শুনে তোয়ালা রাজি হয়েছে।

—এ লড়াই কবে?

—কাল হবার কথা আছে।...সেই দিকেই যাবো।

গুড বললেন—আমরা সঙ্গে যাবো?

উম্বোপা বললে—স্বচ্ছন্দে। আমাদের জাতের লোক এখন কোনো পক্ষে নয়...সকলে চুপচাপ দেখবে...কে জেতে। এখন কোনো পক্ষ নিয়ে আস্ফালন করলে ভয় আছে, সে পক্ষ যদি হারে, তাহলে গর্দানা দিতে হবে! তাছাড়া ওমরাওদের হুকুম...লড়াই দু'জনে—কেউ কারো দিকে যাবে না এখন!

কথায় কথায় উম্বোপা আরো বললে—আমরা তো আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম! আপনার ফিরেছেন, দেখে তোয়ালা না পাগল হয়! ওকে বলেছিলেন, আপনারা দেবতা...আকাশ থেকে নেমে এসেছেন! এবারে সে-সম্বন্ধে ওর মনে আর এতটুকু সন্দেহ থাকবে না।

সেই দিনই বহু লোক এসে জড়ো হল উম্বোপার কাছে। তোয়ালার পীড়নে নির্যাতনে এরা জর্জরিত হয়ে আছে। এখন উম্বোপা এসে গদি দাবি করেছে, এবং সে গদির জন্য রাজায়-রাজায় হবে লড়াই...তারা এসে উম্বোপাকে সেলাম করে বললে, উম্বোপা-রাজার ফৌজ হয়ে তারা কাজ করবে।

উম্বোপা বললে—বেশ! আপাতত তাহলে এঁদের তিনজনের রক্ষার ভার তোমাদের উপর দিচ্ছি। চলো এখন যাওয়া যাক। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। তার উপর এঁরা মান্যগণ্য অতিথি...এখানে এসে বহু দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করেছেন...এঁদের যাতে আরাম হয়, করতে হবে আগে।

যেতে-যেতে শ্যামল উপত্যকা...বিস্তীর্ণ ওয়েসিস। আলান বললেন—আসবার সময় যদি এ-ওয়েসিস পেতুম, উম্বোপা...তাহলে কি আর এমন হয়রানি হয়!

আরো খানিক আসার পর ওয়েসিসের গায়ে চালা-ঘর...সেখানে সকলের বিশ্রাম।

ভোজের কী সমারোহ...নাচ-গান-বাজনা। অনেক রাত্রে সকলের শয়ন আর নিদ্রা।

সে-নিদ্রা ভাঙলো সকালে ঢাক-ঢোলের বাদ্যে...উম্বোপা বললে—লড়াইয়ের ডাক।

উম্বোপা চললো ঢাল, সড়কি, ভোজালি, বল্লম প্রভৃতি হাতিয়ারে সাজ-সজ্জা করে। আলান, গুড আর এলিজাবেথ চললেন সঙ্গে...তাঁদের আগে-পিছনে সশস্ত্র ওয়াতুশির দল...এরা উম্বোপার অনুগত ফৌজ। আলানদের হাতে বন্দুক তেমনি আছে...সম্বল যদিও একটিমাত্র গুলি!

অনেকদূরে গিয়ে ফাঁকা জায়গা...সেখানে বেশ ভিড় জমেছে, তোয়ালা এসেছে...হুংকার-ঝংকার তুলে নানা লোককে নানা হুকুম ফরমাস করছে। উম্বোপাকে দেখে তোয়ালা হেসে উঠলো—রাজা হবার শখ হয়েছে! রাজা! এ্যাঁ! বুনো জানোয়ার কোথাকার...এখনি রাজা হবার শখ মিটিয়ে দেবো জন্মের মতো!

আলানদের দেখে তোয়ালা বললে—আরে, এ সাদা মানুষগুলো আবার কোথা থেকে?

হেসে আলান বললেন—রাত্রে সূর্য চলে গিয়েছিল...সূর্যকে দ্যাখোনি তো, তোয়ালা রাজা! আমরা ঐ সূর্যের জাত...কাল চলে গিয়েছিলুম, আজ সূর্য এসেছে, সূর্যের সঙ্গে আমরাও এসেছি! যতক্ষণ এই ম্যাজিক-নল আছে কাছে (এ-কথা বলে তিনি বন্দুকটা ধরলেন উঁচিয়ে...বললেন)—দুনিয়ার কারো সাধ্য হবে না, আমাদের কিছু করে। আমরা দেবতা...আকাশ থেকে নেমে এসেছি।

কাফা এসে সামনে দাঁড়ালো...ভিড়ের সামনে...সকলকে উদ্দেশ্য করে দেশের ভাষায় সে জানাল বৃত্তান্ত। কাফা বললে—আমাদের যিনি রাজা ছিলেন, উম্বোপা তাঁর ছেলে। জন্ম হবামাত্র উম্বোপার গায়ে, নিয়ম-মতো সাপ এঁকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রাজার ভাই...অর্থাৎ উম্বোপার খুড়ো ছিল ভারি বদ...চক্রান্ত করে উম্বোপাকে সে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে উম্বোপার বদলে তোয়ালাকে বসায় রাজার গদিতে। এ-চক্রান্ত জানতে পেরে উম্বোপার মা-রানি উম্বোপাকে নিয়ে বহু দূরে পালিয়ে যান! বহু পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে তিনি অন্য জায়গায় যান। উম্বোপা সেখানে মানুষ হয়েছে, মা এখন মারা গেছেন! এঁরা আসছিলেন আমাদের রাজ্যে...উম্বোপা এঁদের ধরে এঁদের সঙ্গে আজ এখানে এসেছে...এসে সিংহাসনে তার ন্যায্য দাবি পেশ করেছে। যে রাজা হয়ে বসেছে, সহজে সে গদি ছাড়বে কেন? যুদ্ধ চাই। কিন্তু যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যাবে, তাতে রাজ্যের ক্ষতি। বিরোধ যখন রাজায় রাজায়, তখন আমরা বিচারে স্থির করেছি...লড়াই হবে এঁদের। যে জিতবে, সে পাবে সিংহাসন। যে হারবে, বিচারে তার সাজার ব্যবস্থা হবে!

প্রায় দু-হাজার তিন-হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে...তারা বিকট ধ্বনি তুলে এ-ব্যবস্থায় সায় দিলে।

তারপর লড়াই শুরু...তোয়ালা আর উম্বোপার লড়াই। তোয়ালা জোয়ান মানুষ...তার উপর রাজার আদরে রাজভোগ খাচ্ছে। উম্বোপা যা-তা খেয়ে মানুষ...তার উপর এতখানি পথ যে কষ্ট করে এসেছে! প্রথমটা তোয়ালা চেপে চেপে রইলো উম্বোপাকে...সকলের মনে ভয়...উম্বোপা বুঝি হারে!

গুডের হাত নিশপিশ করছে! গুড বললেন আলানকে চুপি-চুপি—একটা বুলেট বাকি, করি তার সদ্ব্যবহার!

—উঁহু! খবর্দার না! আলান মানা করলেন।

দু'জনে লড়াই চলেছে। ভিড়ের সকলে উত্তেজিত...তাদের কণ্ঠে কত রকমের চিৎকার! তারা যেন ক্ষেপে উঠেছে...লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে! এ ওর ঘাড়ে চেপে বসছে...বসে তাকে চড় মারছে! উম্বোপা হঠাৎ বেটক্করে পড়ে গেল...তোয়ালা সোল্লাসে মারছে তাকে কিল-চড়-লাথি! ধারালো খড়্গ তুললো উম্বোপার ঘাড় লক্ষ্য করে। সে-খড়্গ উম্বোপার ঘাড়ে পড়লো না, তার আগেই উম্বোপার হাতের সড়কি সমূলে বিঁধলো তোয়ালার বুকে। তোয়ালা নেতিয়ে পড়লো...বুকে ঝলকে-ঝলকে রক্ত ঝরছে...হাতের খড়্গ পড়লো হাত থেকে খসে! খসে পড়বার সময় উম্বোপার কাঁধে লাগলো চোট...মোক্ষম চোট—তবে সাংঘাতিক নয়!

সকলে দারুণ রোলে চিৎকার করে উঠলো!

তারপর উম্বোপার সেবা-শুশ্রূষা! তোয়ালার দীর্ঘ দেহ পড়ে আছে মাটিতে। অনেকে লাফিয়ে নেমে এসে তার রক্ত নিয়ে কপালে আঁকছে টিকা...সেই সঙ্গে কত ভঙ্গিতে তাদের নৃত্য।

উম্বোপা উঠে সিংহাসনের দিকে চললো...তার পিছনে এলিজাবেথ, আলান আর গুড। উম্বোপা বসলো সিংহাসনে, কাফা দিলে তার মাথায় রাজার তাজ পরিয়ে। আলান, এলিজাবেথ আর গুডকে রাজা উম্বোপা বসালো খাতির করে আসনে...নিজের পাশে। সভায় জয়ধ্বনি উঠলো!

ক'দিন পরে আলানরা উম্বোপার কাছে বিদায় চাইলেন...উম্বোপা তাঁদের কি বলে ধরে রাখবে? বিদায় দিতে হল, মলিন মুখে...ক্ষুব্ধ মনে। বিদায়ের সময় উম্বোপা অজস্র হীরা, মণি-রত্ন দিলে তাঁদের উপহার। তারপর কাছাকাছি কোনো বন্দরে তাঁদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে দিলে লোক, রসদপত্র। বিদায় নিয়ে এবার দেশের উদ্দেশ্যে গুড আর এলিজাবেথের পুনর্যাত্রা। তবে সে-পথে নয়...নতুন পথে।

বন আর পাহাড়...পাহাড় আর বন...এ-পথে নেই সে মহারণ্য, নেই সে অগ্নিতপ্ত মরু-প্রান্তর! তিন দিন পরে উম্বোপার লোকজনকে আলান বিদায় দিলেন। দিয়ে তিনজনে চললেন।

সন্ধ্যার আগে একটা পাহাড়ের কোলে আস্তানা পাতা হল। গুডকে আর এলিজাবেথকে আলান বললেন—তোমরা বসো...আমি একটু ঘুরে দেখি...কাছে কোথাও কোনো আস্তানা আছে কিনা!

তাই হল। আলান চলেছেন...চলেছেন...হঠাৎ দেখেন, এক জায়গায় একখানা

চালা ঘর। সেইদিকে চলেছেন, মনে কৌতূহল নিয়ে। হঠাৎ শুনলেন ইংরেজি কথা—ইংরেজ? তুমি ইংরেজ?

চমকে আলান চেয়ে দেখেন—ইয়া লম্বা দাড়ি-গোঁফ...মাথায় লম্বা চুল।...ছেঁড়া ট্রাউজার্স-পরা এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছুটে আসছেন আলানের দিকে।

আলান থমকে দাঁড়ালেন...লোকটি যেন...চেনা চেনা। হ্যাঁ...

আলান বললেন—স্যার হেনরি কার্টিস?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ। আপনি...হ্যাঁ...না, ভুল নয়...আপনি আলান কোয়েটারমান, না?

—হ্যাঁ।

দু'জনে নিবিড় আলিঙ্গন...দু'জনের মন আবেগে উচ্ছল! কেউ কাকেও ছাড়তে চান না বুক থেকে।

কার্টিস বললেন—আপনাকে আমি অনেক বলেছিলুম—আমার সঙ্গে আসবার জন্যে...তখন আসেননি! এখন—

হেসে আলান বললেন—আপনার জন্যই আসতে হয়েছে!

—তার মানে?

—মানে, আপনি নিখোঁজ...আপনার স্ত্রী সেজন্য অত্যন্ত উতলা হয়ে তাঁর ভাই গুডকে সঙ্গে করে আমার ডেরায় আসেন। আমি আসবো না—তার কারণ, এ আসার মানে, মরণের মুখে মাথা দেওয়া! তিনিও ছাড়বেন না! পাঁচ হাজার পাউন্ড আমাকে দিলেন...কাজেই না এসে পারলুম না।

হেনরি কার্টিস বুঝি পাগল হবেন! তিনি বললেন—লিজা..গুড..তারা এসেছে? কৈ...কৈ, কোথায় তারা?

—আসছেন...ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম।

তারপর সকলের মিলন। মিলনের সে আনন্দ...

গুড জড়িয়ে ধরলেন কার্টিসকে...বললেন—এমন গোঁয়ার্তুমি করেও মানুষ বাড়ি ছেড়ে আসে!

হেসে কার্টিস বললেন—তোমরাও এলে...তোমাদের গোঁয়ার্তুমিও কম নয়। বিশেষ লিজা...ইংরেজের মেয়ে..বড় ঘরের মেয়ে...আরাম-বিলাস ত্যাগ করে আফ্রিকার জঙ্গলে...বুনো জানোয়ার, বুনো জাতের মানুষ এখানে...তুমিও এলে। দেশে ফিরলে সমাজে তুমি ঠাঁই পাবে কি? সকলে বলবে—বুনো!

লিজা বললে—মেয়েমানুষ বলে তোমরা আমাদের অত ছোট ভেবো না। জিজ্ঞাসা করো মিস্টার কোয়েটারমানকে, মেয়েমানুষকে সঙ্গে এনে কখনো কোনোদিন ওঁরা বিব্রত হয়েছেন? ওঁদের সঙ্গে সমান তালে এসেছি।

এ-কথা বলে দু'চোখে হাসি ভরে এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে।

হেসে আলান বললেন—একথাটা একরকম সত্যি...তবে মাঝে মাঝে জীয়ন্ত লাগেজের মতো ওঁকে বইতে হয়েছে! আর মাঝে-মাঝে ভয় হয়েছিল ওঁর জন্য...পাছে চুরি যান! বিশেষ সেই ডাকাত ভন ড্রুতেনের চোখে যে-দৃষ্টি দেখেছিলুম—ওঃ! হাত ফসকে আসবো, ভাবিনি। বুনোদের নিয়ে দল গড়ে সে যে-রাজত্ব করছিল!

কার্টিস বললেন—ভয়ানক শয়তান...আমার রসদপত্র সব লুঠ করেছিল। তার ফন্দি যা ছিল...বুঝেছিলুম। বুঝে ভাবসাব করে বনিয়ে লক্ষ্য রাখতুম...তারপর লুকিয়ে সরে পড়ি। ও জানতে পারেনি।

গুড বললেন—কিন্তু ও যে বলল...

কার্টিস বললেন—মিথ্যা কথা বলেছে...ওর মতলব ছিল আমাকে মেরে নরমাংস ভোজন করবে সকলে মিলে! বনে-জঙ্গলে থাকলে মানুষ এমন বুনো হবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

এলিজাবেথ দেখলো, কার্টিস খুঁড়িয়ে চলছেন। সে বললে—পায়ে কি হল?

কার্টিস বললেন—পা খুব জখম হয়েছিল...এইখানেই...একটা ছোট পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার এই কাফ্রি লোকজন, এরা গাছের পাতার রস দিয়ে, শিকড় বেটে তার প্রলেপ দিয়ে সারিয়ে তোলে। তবু...একটু কেমন এখনো! এরা লোক ভালো...আমাকে ভালোবাসে।

দু'দিন এখানে থেকে ফেরবার সম্বন্ধে আলোচনা-পরামর্শ। যে পথে আসা হয়েছে, সে পথের কথা মনে হলে ফেরবার আশা বিড়ম্বনা মনে হয়! নতুন পথে যেতে হবে...দক্ষিণে, কি পুব দিকে...মনে হয়, সাগর পাওয়া যাবে...সাগর পাওয়া গেলে বন্দর...কিংবা চলতি জাহাজ...

তাই ঠিক হল। এবং তার পর যাত্রা...

হেনরি কার্টিস দেখালেন কি অজস্র মণি আর হীরা তিনি সংগ্রহ করেছেন! তবে দেশে ফেরবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কি করে ফিরবেন? সহায় নেই! তার উপর নিঃসম্বল! তাছাড়া যে-বিপদে আগাগোড়া পড়েছেন! বনেই থাকতে হবে ঠিক করেছিলেন! দু'জন চাকর আছে! দেশে ফেরবার কল্পনা আকাশ-কুসুম। চিঠি লিখবেন, কিন্তু কোথায় ডাকঘর? দেশে ফিরতে হলে জাহাজ চাই। কোথায় জাহাজ?

দিন পনেরো পরে ডারবানের বন্দর মিললো। হেনরি কার্টিস অনেক অনুনয় করলেন আলানকে—যে মণি-রত্ন আমরা পেয়েছি, তার তিন ভাগের এক-ভাগ আপনাকে আমরা খুশি-মনে দিচ্ছি বখরা...আপনার ন্যায্য প্রাপ্য! এখানে জঙ্গলে আর কেন? চলুন, দেশে ফিরে...সেখানে ছেলে রয়েছে...ছেলের সঙ্গে থাকবেন।

আলান মণি-রত্ন নিলেন না, বললেন—এ-সব নিয়ে আমি কি করবো? তাছাড়া দেশে যাওয়া? মাপ করবেন...যেভাবে এতকাল বাস করছি, এখানকার আবহাওয়া এমন মজ্জাগত হয়েছে যে, দেশে গিয়ে সোয়াস্তি পাবো না! নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না কারো সঙ্গে।

এলিজাবেথ, গুড আর কার্টিস নিরাশ হয়ে মনের দুঃখে বিদায় নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

ছ-মাস পরে।

আলান এখন থাকেন ডারবানে। স্যর হেনরির চিঠি এলো। স্যর হেনরি লিখেছেন—

> বন্ধু—তোমার অংশের হীরা-মণি বেচে লক্ষ-লক্ষ টাকা পেয়েছি...তোমার জন্য জমা রেখেছি। তুমি এসো। না থাকো যদি, এসে ছেলের সঙ্গে দেখা করে টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করে চলে যেয়ো। ছেলে ভবিষ্যতে কোনো দিকে কষ্ট না পায়, সে-ব্যবস্থা তোমার করা উচিত। যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা থাকে, এসো। লিজা প্রত্যহ তোমার কথা বলে। সে বলে, তুমি নাকি বার বার দুঃখ করে বলেছো—জীবনে তোমার কোনো রুচি নেই। শুনে বড় দুঃখ হয়।
>
> কেন বন্ধু, তোমার জীবন, এ তো মানুষের কাম্য! সে জীবনে তোমার রুচি নেই...ভালো কথা নয়। একবার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাও...ধরে রাখবো না। ইতি—

এ-চিঠি পাবার পর আলান লন্ডনের জন্য জাহাজের টিকিট কিনে একদিন জাহাজে উঠলেন।

জাহাজ চলেছে ঝক্-ঝক্ ঝক্-ঝক্ ঝক্-ঝক্...আলান ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন নির্মল নীল দিগন্ত-রেখার দিকে...